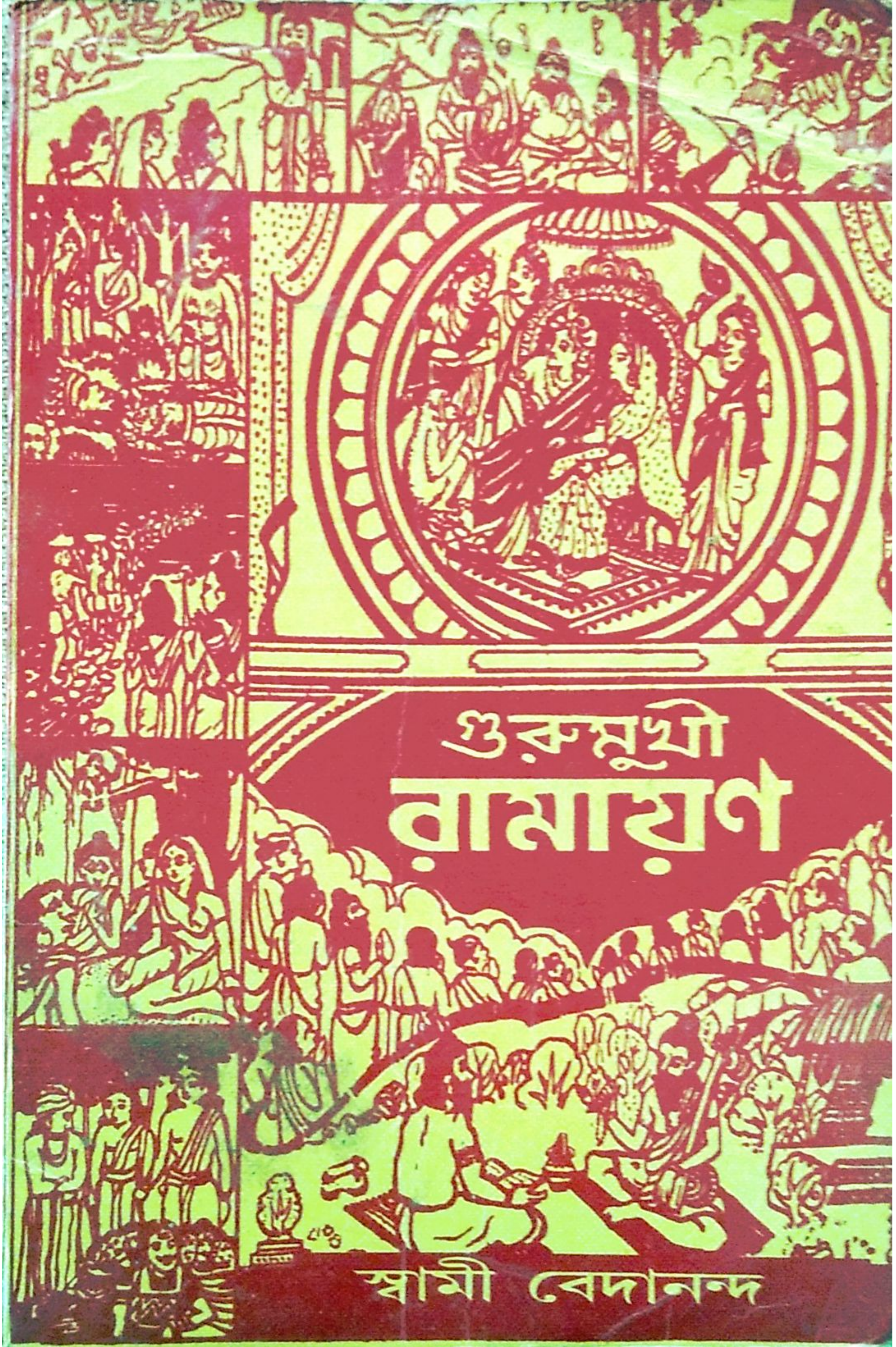

গুরুমুখী
রামায়ণ
স্বামী বেদানন্দ

গুরুমুখী রামায়ণ

স্বামী বেদানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

প্রকাশক :
স্বামী সারস্বতানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১, রাসবিহারী এভিনিউ,
বালিগঞ্জ, কোলকাতা—১৯
ফোন—২৪৪০ ৫১৭৮

নবম সংস্করণ
শ্রীশ্রীবুদ্ধ পূর্ণিমা
১লা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০
মুদ্রণ সংখ্যা—৫,০০০

মূল্য : ২৫.০০

মুদ্রাকর :—
শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৯



আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ওঁ

প্রস্তাবনা

হিন্দুজাতি আজ আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, পশ্চিম-মুখী, আত্মঘাতী। হিন্দুসন্তানগণ আজ হিন্দুত্বের গঙ্গাযাত্রা বিধানে পরম উৎসাহী। স্বীকার করতে বাধা নাই যে হিন্দু বংশধরগণ এখন নামে মাত্র হিন্দু; অন্তরে বাহিরে অহিন্দু, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েছেন ও হচ্ছেন।

রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কৃতির দুইটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, হিন্দুজাতির অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ। এই দুইটি অক্ষয় অমৃত ভাণ্ডার থেকে জীবনরস আহরণ করে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রাচীন এই জাতি অদ্যাপি জীবিত।

আধুনিক হিন্দুগণকে—বিশেষ ভাবে শিক্ষিত শিক্ষিতা অধিকাংশ হিন্দু নরনারীকে যেন ভূতে পেয়ে বসেছে। পাশ্চাত্য ইহসর্ব্বস্ব ভোগবাদের মোহে আত্মহারা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য শিক্ষিতম্মন্য হিন্দুর মতে রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস নয়, সত্য কথা নয়; কাল্পনিক কাহিনী (mythology)।

তাই তারা রামায়ণ-মহাভারতকে দেখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে; তার মহৎ আদর্শ চরিত্রগুলির প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস। রামায়ণ মহাভারতের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অনুশীলন তো শিক্ষিত হিন্দু নর-নারীর মধ্য থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে ও যাচ্ছে। যে-টুকু আলোচনা ও চর্চ্চা এখনো হয়, তাও শিক্ষণীয়, অনুসরণীয় বলে নয়; পরন্তু, সমালোচনার দৃষ্টিতে দোষানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়ে।

আধুনিক হিন্দুগণ তো অন্তরে বাহিরে হিন্দুয়ানীর যাবতীয় সংস্কার, সাধনা ও সদাচার পরিত্যাগ করেছেন ও করছেন; একমাত্র সম্বল ছিল অতীত পূর্ব্বপুরুষগণের অতুলনীয় মহত্ব ও অমর কীর্ত্তিগরিমার গর্ব্বটুকু। সেটুকুও নিঃশেষে বর্জ্জন ও বিসর্জ্জনের জন্য আজ হিন্দুগণ পরম উৎসাহী। এইটুকু হলেই—হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কৃতি-জাতীয়তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

রামায়ণের অতুলনীয় মহৎ চরিত্রগুলির দোষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক হেয় প্রতিপন্ন

করাই হিন্দুজাতির মরণব্যাধি। এ ব্যাধির বীজ সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ মহারথগণ প্রথম বপন করেছেন। এখন তা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।* অবশ্য, তাঁরা মহত্ত্ব ও গুণের আলোচনা যথেষ্ট করেছেন; কিন্তু, তাঁরা জানতেন না যে তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে খেলতে গিয়ে ঘরদ্বার পুড়িয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেন।

হিন্দুজাতির এই দুর্ব্বার মরণাভিযানের পন্থা রোধ করে এসে দাঁড়িয়েছেন— **যুগাচার্য্য, সঙ্ঘনেতা স্বামী প্রণবানন্দজী**। আত্মসম্বিৎহারা, বিভ্রান্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, বিবদমান, দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ও অক্ষম হিন্দুজনতাকে পুনরায় **বৈদিক আদর্শ ও বৌদ্ধযুগের সঙ্ঘসাধনার** ভিত্তিতে সম্মিলিত, সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিশালী, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারে সমুদ্যত, দিগ্বিজয়ী জাতিরূপে গঠনের ভাগবতী প্রেরণা নিয়ে তদীয় **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের** প্রতিষ্ঠা এবং জাতি ও সমাজের সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনমূলক বিচিত্র কর্মধারার প্রবর্ত্তন।

তাঁর অলৌকিক লোকাত্তর জীবন ও চরিত্রে —**তদীয় ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা,** সর্ব্বভূত-হিতৈষণার মধ্যে আমরা বুদ্ধ, শঙ্কর ও **চৈতন্যের** জীবনালেখ্যর পূর্ণতর বিকাশ প্রকাশ লক্ষ্য করি।

আবার তদীয় সঙ্ঘের-দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন নীতি, অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা, আশ্রিত রক্ষণ, দলিতোদ্ধার, অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ জনগণকে সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক সমান মর্য্যাদায় সমাজে স্থান দান প্রভৃতি কার্য্যাবলীর মধ্যে **শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্ঘশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি** সংগঠন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের চিত্র তথা **দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী মহারুদ্রের** মহিমা প্রতিফলিত দেখা যায়।

বাস্তবক্ষেত্রেও দেখেছি—সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব প্রচারাভিযানে বহির্গত হয়ে যখন যেখানে জনসভায় মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করতেন, তখন তাঁর পশ্চাতে

*** মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ কাব্যে" রামলক্ষ্মণকে হীনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। রায় বাহাদুর দীনেশ সেন "রামায়ণী কথা"য় "বালিবধ রামচরিত্রের কলঙ্ক" —এরূপ মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ "কাব্যের উপেক্ষিতা"য় এবং অন্যান্য প্রবন্ধে রামায়ণ রচয়িতার ও রামায়ণের ঘটনা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন।**

উচ্চতর মঞ্চের উপর যথাক্রমে সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্র এবং দক্ষযজ্ঞধ্বংসোদ্যত ত্রিশূল-ধারী মহারুদ্রের বৃহৎ মূর্ত্তি (wood cut) প্রলম্বিত থাকত। স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের নয়ন মনের সমক্ষে সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেব উক্ত তিন দেবতার সমন্বয়মূলক জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হতেন।

অবিরাম, অবিশ্রাম, অতন্দ্র কর্মপরায়ণ সঙঘনেতা আচার্য্যদেব রাত্রিতে প্রত্যহ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সন্তানগণকে নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পাঠ করিয়ে শুনাতেন। নিজ ব্যয়ে দীর্ঘকাল ধরে যাত্রার দল আশ্রমে প্রতিপালন ক'রে পৌরাণিক নাটকগুলির শিক্ষাদান ও অভিনয় করাতেন। কীর্ত্তন, কবিগান, রামায়ণগান, কথকতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করাতেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্য অসুস্থ শরীরেও রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক বসে থাকতেন। লোকশিক্ষার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম, সংস্কৃতি প্রচারের ও সমাজ-সংগঠনের চিরাচরিত পন্থাগুলি বিলুপ্তপ্রায় দেখে তিনি সেগুলির পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রেরণা দান ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত ভাবে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা সহ রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতির পুনঃ প্রচারের আয়োজন সঙ্ঘের পক্ষ থেকে করা হয়েছে ও ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে করবার চেষ্টা হচ্ছে। **"গুরুমুখী রামায়ণ"** রচনার উদ্দেশ্যেও তাই।

গুরুমুখী রামায়ণের বৈশিষ্ট্য কি? রামায়ণে বর্ণিত ইতিহাস ও উপাখ্যান সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংশয় ও সমস্যা সমূহের সমাধান, চরিত্র ও ঘটনাসমূহ হতে শিক্ষণীয় ও আচরণীয় মহত্ত্ব, আদর্শ, নীতি, কর্ত্তব্যসমূহ প্রদর্শন, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জীবন গঠনের উপাদান নির্দ্ধারণ প্রভৃতি এতে আছে। সে হিসাবে এই গ্রন্থখানি রামায়ণের ব্যাখ্যা ও টীকাস্বরূপ হিন্দুসমাজের নিকট উপস্থাপিত হল।

ইতিহাসের অনুসরণ ক্রমে দেখা যায়—যুগে যুগে মানবজাতির কল্যাণকর বিধিবিধান প্রবর্ত্তনের জন্য ভগবৎপ্রতিনিধি অলৌকিক তপঃশক্তিশালী মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের সঙ্কল্পিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির যুগোপযোগী রূপায়ণের পরিকল্পনার তখনই ব্যাপক ও পরিপূর্ণরূপে

কার্যকরী হয়েছে, যখন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা তার পশ্চাতে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ দুইশত বর্ষ পরে যখন সম্রাট অশোকের সমর্থন লাভ করেছিল, তখনই তা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়; রোমসম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইনের পৃষ্ঠপোষকতায় যিশুখৃষ্টের ধর্ম্মমত দিগ্বিজয়ের শক্তি লাভ করে।

সঙ্ঘনেতা যুগাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত জাতিগঠনের মূল সামগ্রিক কর্ম্মধারাও ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের সমর্থন পেয়ে ভারতকে তথা হিন্দুজাতিকে আদর্শ জাতিরূপে রূপান্তরিত করবে—সুনিশ্চিত।

সিদ্ধসঙ্কল্প আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত হিন্দুজাতি-গঠনের বিপুল কর্ম্মধারার যৎকিঞ্চিৎ যেটুকু সেবা তিনি করিয়ে নিচ্ছেন, সেইটাই, তাঁর অযোগ্য উত্তরসাধক সন্তানগণের প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ-কৃপা ভেবে মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট হচ্ছি।

হিন্দুজাতির পুনরুত্থান, পুনর্গঠন; হিন্দু-রাষ্ট্র-জাতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী;—সিদ্ধ-সঙ্কল্প যুগাচার্য্যের অমোঘ আশীর্ব্বাদ। আর আসন্ন ভবিষ্য যুগে রামায়ণ-মহাভারতাদিতে প্রদর্শিত হিন্দুত্বের আদর্শ ও সাধনাপথে হিন্দুধর্ম্ম-রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও রূপায়ণ—বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

সূচীপত্র
আদিকাণ্ড

অযোধ্যাকাণ্ড

অরণ্যকাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

সুন্দর কাণ্ড

যুদ্ধকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড

ওঁ

গুরুমুখী রামায়ণ

আদিকাণ্ড—প্রথম অধ্যায়

ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

শিষ্য—রামায়ণ-রচয়িতা কে?

গুরু—আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি।

শিষ্য—মহর্ষি বাল্মীকির পূর্ব্ব পরিচয় কি?

গুরু—মহর্ষি বাল্মীকির পূর্ব্ব নাম রত্নাকর।* রত্নাকরের পিতার নাম চ্যবন। ব্রাহ্মণপুত্র হ'য়েও রত্নাকর ছিল বাল্যাবধি দুর্ব্বৃত্ত। যৌবন প্রাপ্ত হ'য়ে সে দস্যুতা, নরহত্যা করে জীবিকার্জ্জন ক'রত। দেবর্ষি নারদ একদা যখন বনপথে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে রত্নাকর তাঁকে আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যায় উদ্যত হ'ল। নারদ তাকে ব'ললেন—"যাদের ভরণপোষণের জন্য তুমি এত পাপ ক'রছ, নিত্য নিত্য লুণ্ঠন নরহত্যা কর, তারা কি তোমার পাপের বোঝা বইবে?" "কেন বইবে না, নিশ্চয় বইবে।"—রত্নাকর উত্তর দিল। দেবর্ষি ব'ললেন—"রত্নাকর! যাও, তোমার পিতামাতা, পত্নী-পুত্রের কাছে; একবার জেনে এস গিয়ে।" রত্নাকর সন্দেহ ক'রল—"এ তোমার পালাবার ছল!" নারদ ব'ললেন—"সন্দেহ হয়, তবে আমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও।"

দেবর্ষিকে বেঁধে রেখে রত্নাকর গেল গৃহে পিতামাতা, পত্নী-পুত্রের কাছে; জিজ্ঞাসা ক'রল একে একে সকলের কাছে যে তারা তার পাপের অংশ নেবে কি না। সকলের নিকট একই নৈরাশ্যকর উত্তর—"আমরা পাপের ভার নেবো কেন? আমাদেরকে ভরণ-পোষণ করা তোমার কর্ত্তব্য; সৎ বা অসৎ—কী উপায়ে তুমি তা' ক'রছ তা' তুমিই জানো। তা ছাড়া, জগতে প্রত্যেকে নিজ নিজ শুভাশুভ কর্মফল ভোগে; কেউ কারো কর্মফল ভোগ করে না, ক'রতে পারে না।"

---

* রত্নাকরের কাহিনী মূল রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রত্নাকরের মাথায় আকাশ ভেঙে প'ড়ল। নিজকৃত অসংখ্য মহাপাতকের পরিণাম ভেবে অস্থির হয়ে উ'ঠল, অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে দেহ-মন দগ্ধ হ'তে লা'গল। দ্রুতপদে বনের মাঝে গেল, ক্ষিপ্র করে বন্ধন মোচন ক'রে দিয়ে দেবর্ষির পায়ে আছড়ে পড়ে রত্নাকর আর্ত্তনাদ ক'রে ব'লল—"প্রভো! আমি মহাপাতকী, আমার উদ্ধারের উপায় কি?" দেবর্ষি তাকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন—"ভয় নেই! উপায় আছে। আমি তোমাকে 'রাম' নাম মহামন্ত্রে দীক্ষা দান ক'রব। এই মহামন্ত্র জপে তোমার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হবে; মলিন হৃদয় বিশুদ্ধ হবে, অন্তরে পরম তত্ত্বজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবে।"

নারদ রত্নাকরকে "রাম" নামে দীক্ষা দিলেন। জিহ্বার জড়তাবশতঃ প্রথমে সে রাম নাম উচ্চারণ ক'রতে পারেনি; পরে দেবর্ষির নির্দ্দেশে 'মরা' শব্দ ব'লতে ব'লতে রাম নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস হ'ল। রত্নাকর তীব্র আবেগের তপস্যায় ব'সে গেল; দিন, মাস, বর্ষ, কেটে যায়, রত্নাকরের সমাধি ভাঙে না। তার শরীরের চারিদিকে ঘিরে উইয়ের ঢিপি (বল্মীক) গ'ড়ে উঠল; এমনি ভাবে ষাট হাজার বছর তপস্যায়, রত্নাকর সিদ্ধি লাভ ক'রলেন। তখন তাঁর নাম হ'ল মহর্ষি বাল্মীকি; কারণ, বল্মীক ভেদ ক'রে উঠলেন তিনি। এই আখ্যানটি কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে।

শিষ্য—মূল রামায়ণে নেই কেন? কৃত্তিবাস পেলেন কোথায়?

গুরু—মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত্র নিয়ে রামায়ণ লিখেছেন। তার মধ্যে তাঁর আত্মচরিতের কথা আসবে কেন? কৃত্তিবাস অন্য কোথাও থেকে মহর্ষির পূর্ব্ব পরিচয় সংগ্রহ ক'রে রামায়ণের আদিকাণ্ডে যোগ ক'রে থাকবেন।

শিষ্য—রত্নাকরের জীবনকাহিনী থেকে শিক্ষণীয় কী কী আছে?

গুরু—(১) **"সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ"**—প্রবাদ। সাধুসঙ্গের মহিমা অসীম; সাধুসঙ্গের পুণ্য প্রভাবে রত্নাকরের ন্যায় মহাপাপীর জীবনেও অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন আসে। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। সাধুসঙ্গের পবিত্র শক্তিতে পাপীর মলিন হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে যায়।

(২) ভগবানের নামের শক্তি অদ্ভুত। একাগ্রতা, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ভগবানের নাম জপে মানব হৃদয় শুদ্ধ, পবিত্র, পাপপ্রবৃত্তিরহিত হয়ে যায়। রামনামের শক্তিতেই রত্নাকর দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হ'তে পেরেছিলেন।

(৩) যে যতই বড় পাপী হোক না কেন, যদি একবার অন্তরে অন্তরে রত্নাকরের মত অনুতপ্ত হ'য়ে দৃঢ়ভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে, তবে অতি দ্রুত তার পাপ ক্ষয় হ'য়ে যায়; সে সৎ, পবিত্র, ধার্ম্মিক হ'য়ে যথার্থ শক্তির অধিকারী হয়।

(৪) সংসারে প্রত্যেক নরনারীকে স্বীয় স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়। কেউ কারো সৎ বা অসৎ কর্ম্মের জন্য দায়ী নয়।

বর্ত্তমান নাস্তিকতা, অশান্তি ও নৈরাশ্যের অন্ধকারময় যুগে রত্নাকরের জীবনকাহিনী আলোকস্তম্ভস্বরূপ।

শিষ্য—রত্নাকর কি যথার্থই ষাট হাজার বৎসর তপস্যা ক'রে ছিলেন?

গুরু—(১) ত্রেতাযুগে মানুষের প্রাণ ছিল—অস্থিগত; তখন তাই মানুষ অস্থিসার হ'য়েও জীবনধারণ ক'রতে পা'রত। তখনকার মানুষ সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী ছিল।

(২) যোগীরা যোগবলে অতি দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ।

(৩) ত্রেতাযুগে নাক্ষত্র বর্ষ প্রচলিত ছিল। এখনকার এক দিন এক রাত্রির অর্থাৎ প্রায় একটি সৌর দিনের সমান একটি নাক্ষত্র বর্ষ। সে হিসাবে রত্নাকর ষাট হাজার দিন তপস্যা ক'রেছিলেন। ষাট হাজার দিনে প্রায় ১৬৫ বছর।

শিষ্য—মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনার প্রেরণা পেলেন কীরূপে কা'র নিকট থেকে?

গুরু—সিদ্ধিলাভের পরে মহর্ষি একদা স্বীয় আশ্রমে বসে ভা'বছিলেন। জগতে সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষোত্তম কে আছেন?' এমন সময়ে তদীয় দীক্ষাগুরু দেবর্ষি নারদ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে ব'ললেন—"ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক বিখ্যাত রাজা আছেন। তিনি বহু গুণসম্পন্ন, বহু শুভলক্ষণযুক্ত পুরুষোত্তম।"

শিষ্য—দেবর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের বহু গুণ ও বহু সুলক্ষণের মধ্যে কী কী উল্লেখ ক'রেছিলেন?

গুরু—দেবর্ষি বললেন—"রামচন্দ্র সংযতচিত্ত, মহাবীর, কান্তিমান্, ধীরস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী, শত্রুঞ্জয়। তাঁর স্কন্ধদেশ স্থূল, গ্রীবা কম্বুতুল্য রেখান্বিত, বক্ষঃ বিশাল, বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক ও ললাট সুগঠিত, বীরোচিত। তিনি আয়তনেত্র, প্রতাপশালী, শুভলক্ষণযুক্ত। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, প্রজাগণের হিতে রত, যশস্বী, জ্ঞানী, শুদ্ধাচার, বিনীতস্বভাব, স্থিরচিত্ত। তিনি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, তিনি ধৈর্য্যে হিমালয়, তিনি আকাশের ন্যায় মহান্।"

শিষ্য—দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেতিহাস কিছু বলেছিলেন?

গুরু—হাঁ, বলেছিলেন। দেবর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের মহত্ত্ব ও গুণাবলীর পরিচয় প্রদানের পর অতি সংক্ষেপে শ্রীরামের জন্ম, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমন, তাড়কাবধ, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা, মিথিলাগমন, হরধনুভঙ্গ, বিবাহ, রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, রাজ্যত্যাগ ও বনগমন, চিত্রকূটে অবস্থান, ভরতমিলন ও ভরতকে পাদুকা প্রদান, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, রাক্ষসগণের অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য মুনি-ঋষি তপস্বিগণকে আশ্বাস-প্রদান, পঞ্চবটীতে নিবাস, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, সসৈন্যে খরদূষণ বধ, ছদ্মবেশে রাবণ কর্ত্তৃক ছলনা পূর্ব্বক সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা, বালীবধ ও সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান, সীতার অনুসন্ধান, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় গিয়ে সীতার সংবাদ আনয়ন, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, সসৈন্যে রাবণবধ ও বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শ্রীরামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক—প্রভৃতি বর্ণনা করেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবর্ষি রামরাজ্যের কী কী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রেছিলেন?

গুরু—"রামরাজ্যে প্রজাগণ আনন্দিত, সন্তুষ্ট, বর্দ্ধিত, ধর্ম্মপরায়ণ, নীরোগ, নির্ভয়, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-ভয়শূন্য। কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের মরণ দেখবে না, নারীগণ বৈধব্য ভোগ ক'রবে না, সতী পতিব্রতা হবে, চতুর্ব্বর্ণের প্রজাগণ স্বীয় ধর্ম ও কর্ম্মে নিযুক্ত থাকবে। এগারো হাজার বছর রাজত্ব করে রাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান ক'রবেন।"

শিষ্য—শ্রীরামচন্দ্রের এগারো হাজার বছরের রাজত্ব কি বিশ্বাসযোগ্য?

গুরু—না হয় অতিরঞ্জন ধরে নাও। রামায়ণের ঐটেই তো বড় কথা নয়, রামায়ণের আদর্শ ও শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে—রামায়ণ ইতিহাসমূলক হ'লেও তা প্রধানতঃ কাব্য।

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে—রামায়ণের কালে নাক্ষত্র বর্ষ প্রচলিত ছিল। এগারো হাজার বছর মানে এগারো হাজার দিন অর্থাৎ প্রায় ৩০ বছর।

শ্রীরামচন্দ্র* ১৫ বছর বয়সে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়ে হরধনুভঙ্গ ক'রে সীতাকে

---

* মতান্তরে ১২ বৎসর বয়সে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যান। তদনুসারে বনবাস গমনকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল ২৫ বৎসর।

বিবাহ করেন। তার ১২ বৎসর পরে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়। রামচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ২৭ বছর; ১৪ বৎসর বনবাস। সুতরাং, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যাভিষেক কালে বয়স প্রায় ৪১ বৎসর; তার পরে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে ৩০ বৎসর রাজত্ব ক'রেছিলেন। সুতরাং, দেহত্যাগকালে রামচন্দ্রের বয়স ৭১ বৎসর।

শিষ্য—দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস ব'লেছিলেন, তার মধ্যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত ঘটনাগুলি—যথা, সীতানির্ব্বাসন, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সীতার পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, শ্রীরামচন্দ্রের সপরিকরে সরযু নদীতে দেহত্যাগ ইত্যাদি নেই কেন?

গুরু — রামায়ণের অন্তর্গত উত্তরকাণ্ডের এই সব ঘটনাগুলি তো মহর্ষি বাল্মীকির প্রত্যক্ষ। নারদ যখন বাল্মীকিকে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনপরিচয় দান ক'রেছিলেন, তখন তো এইসব ঘটনা ঘটেনি। এগুলি ঘ'টেছিল রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পরে। ঋষিকবি রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি নিয়ে উত্তরকাণ্ড রচনা ক'রেছেন।

শিষ্য—অনেকে সন্দেহ করেন যে উত্তরকাণ্ডটি বাল্মীকির রচনা নয়; অন্য কবি রচনা করে যোগ ক'রে দিয়েছেন।

গুরু—এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু দেওয়া শক্ত। তবে তপোবনে সীতাকে বিসর্জন দেবার সময় থেকে মহর্ষি সাক্ষাৎভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সংস্পর্শে এলেন। সেই থেকে অবশিষ্ট জীবনেতিহাসটুকু ঋষিকবি নিজেই জানেন। তাই নিয়ে ঋষিকবি আর একটা কাণ্ড রচনা ক'রবেন—এতে সন্দেহের কী থাকতে পারে? উত্তরকাণ্ডের ভাষাও অন্যান্য কাণ্ডের ভাষা থেকে পৃথক নয়। তবে, যে-গ্রন্থ শত শত শতাব্দী ধ'রে পুরুষ-পরম্পরাক্রমে চলে এসেছে, তাতে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত যে নেই একথা বলা চলে না। এরূপ প্রক্ষেপ শুধু উত্তরকাণ্ডে কেন, অন্যান্য কাণ্ডেও আছে, অনস্বীকার্য্য।

শিষ্য—রামায়ণের ঘটনাবলী এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মহর্ষি বর্ণনা করলেন কীরূপে? তিনি তো চাক্ষুষ দেখেন নি।

গুরু—(১) ব্রহ্মা মহর্ষিকে রামায়ণ রচনায় উৎসাহ দিয়ে—তাঁকে আশীর্ব্বাদ

ক'রেছিলেন যে তাঁর বরে সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঋষিকবির হৃদয়ে উদিত হবে।

(২) একাগ্রচিত্ত, ধ্যানসমাহিত ঋষির চিত্তে ধ্যেয় বিষয় সুস্পষ্ট ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকাশিত হয়।

(৩) ঋষিকবি যখন রামায়ণ রচনা করেন, তখন এক দশরথ ভিন্ন রামায়ণে উল্লিখিত সমস্ত পাত্রপাত্রীগণ জীবিত। এমন কি রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উৎসবে ও অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি সুগ্রীবাদি বানর, হনুমান, জাম্ববান এবং বিভীষণাদি রাক্ষসগণের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। সুতরাং, রামায়ণে বর্ণিত বিষয়ের বিস্তৃত খুঁটীনাটী সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ তিনি যথেষ্ট পেয়েছিলেন।

শিষ্য— একটা প্রবাদ আছে—'রাম না হতে রামায়ণ'—এর কি কোনো ভিত্তি আছে?

গুরু—বর্ত্তমানে রামায়ণের যে সব সংস্করণ পাওয়া যায়, তাতে তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং, নারদ বাল্মীকির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় দান প্রসঙ্গে ব'লেছেন—ইক্ষ্বাকু বংশে রাম নামে এক বিখ্যাত রাজা আছেন।" সুতরাং, ঐ প্রবাদের কোনো ভিত্তি পাওয়া যায় না। মনে হয় এই কথাটি বিদ্রূপাত্মক ভাবেই ব্যবহৃত হ'ত—"কালনেমির লঙ্কা ভাগ" প্রবাদটির মত। কোন ঘটনা ঘটবার আগেই তা' নিয়ে জল্পনাকল্পনা এবং পরিকল্পনা রচনা ক'রলেই ঐরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রবাদটি উল্লেখ করে আকাশকুসুম কল্পনার প্রতিবাদ করা হয়।

শিষ্য—কীরূপে মহর্ষির রামায়ণ রচনার সূচনা হয়েছিল?

গুরু—দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিত রচনার প্রেরণা পাওয়ার পর একদা ঋষিকবি স্নানার্থ তমসা নদীর কূলে গমনকালে দেখলেন অকস্মাৎ এক ব্যাধের বাণে ক্রৌঞ্চদম্পতির ক্রৌঞ্চটি নিহত হ'ল; শোকে ক্রৌঞ্চী করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। মহর্ষির করুণ হৃদয় ক্রৌঞ্চীর শোকে বিগলিত হ'ল। তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ থেকে শোকবাণী নির্গত হ'ল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।*

---

* ওরে নিষাদ! তুই চিরকাল পতিত থাকিবি কারণ তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বধ করেছিস।

(১) যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে। -আদি ২।৩৬
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি। -আদি ২।৩৭

নিজ মুখে উচ্চারিত এই ছন্দোবদ্ধ বাক্যের চিন্তা ক'রছেন এমন সময়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মহর্ষির সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে ব'ললেন—"তোমার জিহ্বায় যে ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারিত হ'য়েছে, এরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যেই তুমি রামায়ণ রচনা কর। শোকবশতঃ উচ্চারিত হ'য়েছে বলে এরূপ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম হবে "শ্লোক"। আমার বরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সমস্ত বিষয় তোমার অন্তরে ফু'টবে। যাবৎকাল পৃথিবীতে পর্ব্বতসমূহ বর্ত্তমান, নদনদীসমূহ প্রবাহমান থা'কবে, তাবৎকাল পুণ্য রামায়ণ জগতে প্রচারিত হবে।"[১]

শিষ্য—মহর্ষি বাল্মীকিকে আদি কবি বলা হয় কেন? রামায়ণের পূর্ব্বে কি কোনোই কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়নি?

গুরু—আর্য্য হিন্দুজাতি যত প্রাচীন, আর্যদের ভাষা সংস্কৃতও তত প্রাচীন। আর্য্য হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম যেমন পৃথিবীর সকল ধার্ম্মিক মতবাদের জননী, সংস্কৃত ভাষাও তেমনি পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার জননী। প্রাচীনতম সংস্কৃত ভাষায় অতি সুপ্রাচীন যুগ থেকে বহু কাব্যগাথা রচিত ও প্রচারিত ছিল—এ বিষয়ে সংশয় নেই। কিন্তু, রামায়ণের ন্যায় এমন সুললিত ছন্দে, এমন মধুর, এমন মহৎ কাব্য পূর্ব্বে রচিত হয়নি—একথাও সুনিশ্চিত। কালক্রমে হয়ত রামায়ণকাব্যের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন হ'য়ে থাকবে; কিন্তু, রামায়ণ যে আদি কাব্য এবং মহর্ষি বাল্মীকিই আদি কবি—এতে আর সন্দেহ কি?

শিষ্য—মহর্ষি রচিত রামায়ণ কাব্যের প্রচার আরম্ভ হ'ল কীরূপে?

গুরু—মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিতা সীতাদেবীর লব ও কুশ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি নিজেই পিতৃস্নেহে পুত্রদ্বয়কে লালন পালন ক'রতে লাগলেন। মেধাবী পুত্রদ্বয়কে মহর্ষি তান-লয়সংযোগে রামায়ণ গান শিক্ষা দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হ'য়ে মহর্ষি বালক শিষ্যদ্বয় সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় গমন করেন। তথায় মহর্ষির আদেশে লব ও কুশ বীণাবাদন সহকারে অযোধ্যার রাজপথে রামায়ণ গান ক'রতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র শুনতে পেয়ে তা'দেরকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়ন করেন এবং সমগ্র রামায়ণ গান শ্রবণ করেন। সেই 'থেকে রামায়ণ ক্রমে ক্রমে নানাভাবে জনসমাজে প্রচারিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিষ্য—রামচন্দ্রের জন্ম কোন রাজবংশে?

গুরু—সূর্য্যবংশে। সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনু। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু এই রাজবংশ স্থাপন করেন। এ জন্য এই বংশকে ইক্ষ্বাকু বংশও বলে।

শিষ্য—সূর্য্য একটি বিরাট জ্যোতিষ্ক। সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে পূজা করা হয়। কিন্তু, তার পুত্র হয় কিরূপে?

গুরু—যদি অবিশ্বাস্য মনে কর, তবে অন্ততঃ এটুকু অবশ্য বিশ্বাস ক'রতে অসুবিধা হবে না যে সূর্য্য দেবতার আরাধনা ক'রে তদীয় আশীর্ব্বাদে তাঁর তেজের অংশে মনুর জন্ম হ'য়েছিল। শ্রেষ্ঠ সন্তান লাভের জন্য দেবতার আরাধনা ও তপস্যা হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। কুন্তীদেবী ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এই তিন দেবতার আরাধনা করে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনকে লাভ করেছিলেন।

শিষ্য—সূর্য্যবংশের অধিকার-ভুক্ত রাজ্যের নাম কী ছিল? সেই রাজ্যের রাজধানীর নাম কী ছিল? কে স্থাপন করেছিল?

গুরু—সূর্য্যবংশের রাজ্যের নাম ছিল—**উত্তর কোশল**। রাজধানীর নাম ছিল অযোধ্যা। সূর্য্যপুত্র মনু এই নগরী নির্ম্মাণ করেন।

শিষ্য—অযোধ্যাপুরীর কীরূপ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়?

গুরু—অযোধ্যা নগরীর অবস্থিতি সরয়ূ নদীর তীরে, এখনো আছে। এই সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃত, সুদৃশ্য রাজপথ (street) এবং প্রশস্ত মহাপথে (trunk road) সুবিভক্ত ছিল। নগরীর প্রবেশপথে সমুচ্চ তোরণ এবং উপযুক্ত ব্যবধানে বিপণিসমূহ স্থাপিত ছিল। বাহিরে গভীর পরিখা ও শালবন দ্বারা নগরী পরিবেষ্টিত ছিল; নগরীর মধ্যে স্থানে স্থানে আম্রকানন, পুষ্পোদ্যান ও নাট্যশালা ছিল। অযোধ্যা ছিল শত্রুর পক্ষে দুর্গম, যুদ্ধযন্ত্র ও আয়ুধপূর্ণ অস্ত্রাগার এবং অসংখ্য শতঘ্নী দ্বারা সুরক্ষিত। নগরবাসিগণ ধার্ম্মিক, নির্লোভ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিল; তারা নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অবিদ্বান্ ছিল না।

শিষ্য—সূর্য্যবংশে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম কী কী?

গুরু—আদি পুরুষ নিরঞ্জন; *তাঁর পুত্র—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং কন্যা—ভানু। জমদগ্নির সহিত ভানুর বিবাহ হয়, জমদগ্নির পুত্র মরীচ, মরীচের পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র সূর্য্য; সূর্য্যের পুত্র মনু। মনু থেকে সূর্য্য বংশের উৎপত্তি। মনুই অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করেন।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু; তৎপুত্র সুষেণ; সুষেণের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা; মান্ধাতা প্রবল পরাক্রান্ত, দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ, মুচকুন্দের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র শতাবর্ত্ত, শতাবর্ত্তের পুত্র আর্য্যাবর্ত্ত; আর্য্যাবর্ত্ত সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হন, এজন্য উত্তর ভারতের নাম—আর্য্যাবর্ত্ত। আর্য্যাবর্ত্তের পুত্র ভরত; ভরত সমগ্র ভারত ভূমির উপর আধিপত্য ক'রতেন; তাঁর অধিকৃত দেশের নাম ভারতবর্ষ।[১] ভরতের পুত্র ভূধর; ভূধরের পুত্র খাণ্ড; তৎপুত্র দণ্ড। দণ্ডের নামে জন্মস্থান দণ্ডকারণ্য হ'য়েছিল। দণ্ড শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করে। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে দণ্ডের অকাল মৃত্যু হয়। অরজার গর্ভে হারীত নামে এক পুত্র জন্মে। বালক হারীতকে মহর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হারীতের পুত্র হরিবীজ, হরিবীজের পুত্র বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং অদ্বিতীয় দাতা বলে খ্যাত হন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব; রোহিতাশ্বের পুত্র সগর।

সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। মহর্ষি কপিলের শাপে সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হয়। সগরের অপর পুত্র অসমঞ্জ; তৎপুত্র অংশুমান; অংশুমানের পুত্র দিলীপ; তৎপুত্র ভগীরথ; ভগীরথই স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে সগরবংশের উদ্ধার করেন। ভগীরথের পুত্র সৌদাস; সৌদাসের অপর নাম কল্মাষপাদ। সৌদাসের পুত্র সুদাম; তৎপুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র রঘু; রঘু স্বর্গমর্ত্য-বিজয়ী বীর এবং অতুলনীয় দাতা ছিলেন। তাঁর কীর্ত্তিপ্রভাবে সূর্য্যবংশ রঘুবংশ নামে পরিচিত হয়। রঘুর পুত্র অজ; অজের পুত্র মহারাজ দশরথ; দশরথের তিন প্রধানা রাণীর গর্ভে নারায়ণ চারি অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্য—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিখ্যাত কেন?

গুরু—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র* অত্যন্ত কোমলহৃদয়, দয়ালু, দানশীল ও

* বংশতালিকা কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

(১) মতান্তরে চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ।

সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় নৃত্যকারিণী পঞ্চকন্যাকে তাদের বিশেষ অপরাধের জন্য দণ্ড দেন—"তোমরা কিছু কাল মর্ত্যে নির্ব্বাসিত হ'য়ে থাক। নির্ব্বাসিতা কন্যাগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনে নিত্য নিত্য পুষ্পচয়ন ও পুষ্পবৃক্ষ নষ্ট করত। নানাভাবে তপস্বিগণের তপোভঙ্গের চেষ্টা করত। ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের অভিশাপে কন্যাগণ পুষ্পচয়ন ক'রতে গিয়ে লতার বন্ধনে আবদ্ধা হয়ে পরিত্রাণের জন্য আর্ত্তনাদ ক'রতে থাকে। মৃগয়ায় বহির্গত হরিশ্চন্দ্র তথায় দৈবক্রমে উপস্থিত হলে, কন্যাগণ তাঁর নিকট বন্ধনমোচনের প্রার্থনা করে। সদয়হৃদয় হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অভিশাপের কথা জেনেও, কন্যাগণের দুঃখে একান্ত বিগলিত হ'য়ে তা'দেরকে মুক্ত করে দেন।

এর পর সুরু হ'ল—হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিপরীক্ষা। মহারোষে বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের নিকট গিয়ে ব'ললেন—"আপনি অতি দয়াবান্, মহাদাতা, আমাকে কিছু দান করুন।" হরিশ্চন্দ্র করজোড়ে ব'ললেন—"আপনি আমার পরমারাধ্য গুরু, আপনাকে আমার অদেয় কী থাকতে পারে?" বিশ্বামিত্র ব'ললেন—"বটে! তবে আপনার সসাগরা সাম্রাজ্য আমাকে দান করুন।" হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সর্বস্ব দান ক'রলেন। মহর্ষি দানের দক্ষিণা চাইলে হরিশ্চন্দ্র ফাঁপরে পড়লেন। রাজকোষসহ রাজ্য তো আগেই দেওয়া হয়েছে। উপায় কি? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হরিশ্চন্দ্রকে মহর্ষি রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন; মহর্ষি ব'ললেন—কাশীধাম শিবের ধাম; সেখানে কারো অধিকার নেই; তুমি সেখানে গিয়ে থাক। আর যেমন করে পার, আমার দক্ষিণার অর্থ পরিশোধ কর। মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বের হাত ধ'রে হরিশ্চন্দ্র কাশীধামে গেলেন। কিন্তু, দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহের কোনো উপায় না দেখে মহারাণী শৈব্যাকে দাসীরূপে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় ক'রলেন; আপনিও এক শ্মশানচণ্ডালের নিকট ভৃত্যরূপে বিক্রীত হ'লেন। এইভাবে লব্ধ অর্থদ্বারা দক্ষিণার কড়ি মহর্ষিকে দিলেন। এইরূপে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং মহারাণী শৈব্যার দুর্ব্বহ দাসত্বের জীবন চলতে লাগল।

বিপদের উপর বিপদ; সর্পদংশনে মৃত্যু হ'ল—পুত্র রোহিতাশ্বের; শোকাতুরা শৈব্যা পুত্রের শবদেহ নিয়ে গেলেন দাহ করবার জন্য শ্মশানে। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে শ্মশান-চণ্ডালরূপী হরিশ্চন্দ্র রোরুদ্যমানা শৈব্যাকে চিনতে পারলেন না;

* হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে গৃহীত।

কর্কশ স্বরে শৈব্যার নিকট শ্মশান-শুল্ক দাবী করলেন। নিঃস্ব, নিরুপায় শৈব্যা ললাটে করাঘাত ক'রে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন ক'রে উঠলেন। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-চমকে হরিশ্চন্দ্র দে'খলেন মৃত-পুত্র কোলে মহারাণী শৈব্যা। শোকে হতচেতন রাজা ও রাণী আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ ক'রছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত। মহর্ষি ব'ললেন—"হরিশ্চন্দ্র। তোমার প্রায়শ্চিত্ত কাল পূর্ণ হয়েছে।" মৃত পুত্রের প্রাণদান পূর্ব্বক মহর্ষি হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যাকে আশীর্ব্বাদ সহ রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রলেন। হরিশ্চন্দ্র মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সগৌরবে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

শিষ্য—হরিশ্চন্দ্রের জীবনকাহিনী থেকে আমাদের কী কী শিক্ষা লাভ করা উচিত?

গুরু—(১) "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"—**কোনো কিছু সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।** হরিশ্চন্দ্র দাতা, প্রার্থীকে বিমুখ করেন না, কিন্তু এই অতিদানের ছিদ্রপথে কীরূপ অনর্থ ঘটতে পারে, তা বোঝাবার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য হরণ ক'রলেন। এজন্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা ক'রে দান করবে। এইরূপেই অতিদানের ফলে—দৈত্যরাজ বলি সর্ব্বস্ব হারিয়ে পাতালে বন্দী হ'লেন। মহাবীর কর্ণ অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল হারিয়েছিলেন।

(২) সৎকাজ বা পুণ্য কর্ম অহঙ্কার আত্মগৌরবের বশে করা উচিৎ নয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরু বা ভগবানে ফলাফল নিবেদন করে নিরহঙ্কার ভাবে দানাদি পুণ্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য; অন্যথা দর্পহারী মধুসূদনের ইচ্ছায় দর্প চূর্ণ হয়; বহু অনর্থ-দুঃখ-কষ্ট ভোগ ক'রতে হয়।

(৩) যত বড় মহৎ উদ্দেশ্য, যত বড় মহৎ কার্য্যই হোক না কেন, গুরু, ঋষি, মহাপুরুষের মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রে করা অকর্ত্তব্য, ক'রলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক লতাপাশে আবদ্ধা কন্যাগণকে দয়াবশে মহর্ষির অনুজ্ঞা না নিয়েই মুক্ত ক'রে দিয়ে এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন ক'রেছিলেন। প্রাচীন কালে রাজারা সর্বভূত-হিতে-রত ঋষি মুনিগণের নির্দেশে রাষ্ট্র ও সমাজের শাসন পরিচালনা ক'রতেন। রাজা যদি সেই মর্য্যাদা অমান্য করেন, তবে প্রজাগণও ক'রবে; তা' হলে সমাজে আসবে—স্বেচ্ছাচার ও

উন্মার্গগামিতা। হরিশ্চন্দ্র স্বীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

(৪) **ভগবান্ সত্যস্বরূপ। সত্যকে যিনি জীবন-পণে ধরে থাকেন তিনি ভগবানকে লাভ করেন। সত্য রক্ষাই সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম ও তপস্যা।** মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ এবং অসহনীয় দুঃখকষ্ট বরণ করেও সত্যপালনে কুণ্ঠিত হননি। সত্যের সাধনা ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কৃতি সাধনার সনাতন আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য।

(৫) **ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।** হরিশ্চন্দ্র ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় প'ড়েও স্বীয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হননি। পরিশেষে সেই ধর্ম্মবলেই তিনি স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ ক'রলেন।

শিষ্য—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হরিশ্চন্দ্রের প্রতি ব্যবহারটা অতি উগ্র, অশোভনীয় নয় কি? সামান্য অপরাধে তিনি অবিচার ক'রে হরিশ্চন্দ্রকে মহাদুঃখ দিলেন কেন?

গুরু—বর্ত্তমান আসুরিক, ভোগৈকসর্ব্বস্ব যুগের বিচারে তোমরা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আচরণ বু'ঝতে পারবে না। প্রাচীন যুগে সর্ব্ব কামনাশূন্য, সর্ব্বত্যাগী, জগৎকল্যাণ-কামী, ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী ঋষিগণ—রাজা-রাজ্য-প্রজা সকলের হিত সাধনে কর্ম্ম ক'রতেন। শিষ্য হরিশ্চন্দ্রের উপরিউল্লিখিত দোষত্রুটীগুলির সংশোধনের জন্য—তথা রাজ্যের, সমাজের ও প্রজাগণের হিতের জন্য বিশ্বামিত্র এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'রেছিলেন; হরিশ্চন্দ্রও স্বেচ্ছায় সানন্দে তা' বরণ করেছিলেন। সম্বৎসরে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হ'লে বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রের প্রাণ দানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রলেন। এই জন্যই তো আজ হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি-মহিমা প্রচারিত; অন্যথা কে তাঁর নাম ক'রত? তাঁর জীবন থেকে শিক্ষালাভেই বা কী থা'কত?

শিষ্য—সগর বংশ ধ্বংস হয়েছিল কেন?

গুরু—সগরের দুই মহিষী—কেশিনী ও সুমতি। কেশিনীর একমাত্র পুত্র অসমঞ্জ; সুমতির ষাট হাজার পুত্র। সম্রাট সগর বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রেছিলেন। একবার অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে সগর সন্তানগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ল। যজ্ঞ নষ্ট ক'রবার উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক মহামুনি কপিলের

আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। অশ্বের সন্ধানে নানাস্থান ঘুরে পরিশেষে সগরসন্তানগণ কপিলমুনির আশ্রমে অশ্ব দে'খতে পায়। অমনি তারা মুনিকেই অশ্বচোর সাব্যস্ত ক'রে তাঁকে অপমানিত করে। ফলে, মুনির অভিশাপে সকলে ভস্মীভূত হয়।

শিষ্য—সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান—বিশ্বাস করি কীরূপে?

গুরু—বিশ্বাস না হয়, ষাট হাজার জ্ঞাতিবন্ধু অথবা ষাট হাজার প্রজা ধ'রে নাও। প্রজাগণ তো সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সন্তান সদৃশ; অথবা, সগর-সন্তানগণের অধীনে যে বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল—ষাট হাজার। মুনির শাপে সগরসন্তানগণ সসৈন্যে বিনষ্ট হয়েছিল।

শিষ্য—মহামুনি কপিলের অভিশাপে ষাট হাজার সৈন্য ধ্বংস হ'ল—এটাই বা কিরূপ?

গুরু—অষ্টবিধ যোগবিভূতিশালী মুনির শাপে ষাট হাজার পুত্র, প্রজা বা সৈন্য বিনষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। কালাগ্নিবিদ্যা প্রাচীনকালে যোগীদের আয়ত্ত ছিল; এযুগেও তার বিষয় শোনা যায়। রামদাস কাঠিয়াবাবা এবং অন্যান্য সাধু মহাপুরুষের জীবনেও উক্ত বিদ্যার প্রয়োগ জানতে পারা গেছে। তবে যোগীদের ক্রোধ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ রূপেও (প্লাবন, মহামারী, ঝঞ্ঝাবাত, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প) প্রকাশ পায়। সগরপুত্রগণের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সেইরূপই হ'য়েছিল।

শিষ্য—নিহত সগরসন্তানগণের উদ্ধার কীরূপে কে ক'রেছিল?

গুরু—সগরের পুত্র অসমঞ্জের সংসারে বৈরাগ্য ছিল; তজ্জন্য সে রাজ্য ত্যাগ ক'রে বনচারী হয়। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্ সগরসন্তানগণের উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হন। অংশুমান্ মহামুনি কপিলের চরণে পাপ মোচন প্রার্থনা ক'রলে, তিনি নির্দেশ দেন যে তপস্যার দ্বারা পতিতপাবনী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামাতে পা'রলে, তাঁর পবিত্র বারি স্পর্শে সগরপুত্রগণের মুক্তি লাভ হ'বে। তদনুসারে অংশুমান্ ও তৎপুত্র দিলীপ বহু তপস্যা ক'রে ব্যর্থকাম হন।

দিলীপের পুত্র ভগীরথ রাজা হ'য়ে অদম্য সংকল্প নিয়ে তপস্যায় ব্রতী হ'লেন। তপস্যায় প্রসন্ন শিব তাঁকে নারায়ণের শরণ গ্রহণ ক'রতে আদেশ দেন। ভগীরথের আরাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ তাঁকে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করেন। ব্রহ্মার কমণ্ডলুর মধ্যে গঙ্গা অবস্থিতা ছিলেন। ভগীরথের কঠোর তপশ্চর্য্যা ও করুণ প্রার্থনায়

গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে অবতরণের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু, সমস্যা হ'ল—স্বর্গচ্যুতা গঙ্গার প্রপাতের বেগকে কে ধারণ ক'রবে? নারায়ণের নির্দ্দেশে ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় শিবকে প্রসন্ন ক'রলেন। আশুতোষ ধূর্জ্জটি গঙ্গার মহাপ্রপাতকে শিরে ধারণ ক'রতে প্রস্তুত হ'লেন। এজন্য শিবের এক নাম **গঙ্গাধর**। কিন্তু, গঙ্গাদেবী ধূর্জ্জটির বিশাল জটাজালের মধ্যে আবদ্ধা হ'য়ে রইলেন; বেরুবার পথ পান না। ভগীরথের প্রার্থনায় শিব একটা জটা ছিঁড়ে গঙ্গাদেবীকে বেরিয়ে আসবার পথ ক'রে দিলেন। ভগীরথ আগে আগে শঙ্খ বাজিয়ে চললেন; আর মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলেন।

চ'লতে চ'লতে গঙ্গাদেবী এক বিরাট পর্ব্বতগহ্বরের মধ্যে আবদ্ধা হয়ে প'ড়লেন; আবার ভগীরথ দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হ'লে তাঁর আদেশে তদীয় ঐরাবত দন্তাগ্রে পর্ব্বতাগ্র চিরে দিলে সুরধনী গঙ্গা তিন ধারায় বেয়ে নামলেন। গঙ্গার ধারা ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে বয়ে চললো। পথে জহ্নুমুনির আশ্রম ভেসে যাওয়াতে ক্রুদ্ধ মুনি গঙ্গাধারাকে গণ্ডুষে পান ক'রে নিলেন। ভগীরথের কাতর আরাধনায় প্রসন্ন মুনি স্বীয় কুক্ষিদেশ ভেদ ক'রে গঙ্গাকে বের করে দিলেন। তদবধি গঙ্গাদেবী জহ্নুমুনির কন্যা **জাহ্নবী** নামে খ্যাতা হ'লেন। পরিশেষে গঙ্গা কপিলাশ্রমের সন্নিধানে সাগরে এসে মিলিতা হ'লেন। জাহ্নবীর পূত বারিস্পর্শে সগরপুত্রগণ অভিশাপমুক্ত হ'ল। ভগীরথের কঠোর সাধনার বলে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন, এজন্য গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী।

শিষ্য—জহ্নুমুনি গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করলেন—এ কি বিশ্বাস যোগ্য?

গুরু—অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধিকারী যোগীদের পক্ষে সম্ভব। আচার্য্য শঙ্কর যোগবলে নর্মদা নদীর প্লাবনের জলরাশিকে একটি কুম্ভের মধ্যে ধারণ ক'রে স্বীয় গুরু যোগীরাজ গোবিন্দপাদের তপোগুহাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করেছিলেন। মহাযোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জীবনেও এরূপ বহু অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

শিষ্য—গঙ্গাবারিস্পর্শে কি যথার্থ প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়?

গুরু—হিন্দুশাস্ত্র ও ঋষি-তপস্বী-মহাপুরুষগণের মতে তা' নিশ্চয়ই হয়; সেই বিশ্বাসেই যোগোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অর্থ ব্যয় ক'রে, অশেষ ক্লেশ স্বীকার ক'রে দিগ্‌দেশ থেকে ছুটে আসে—পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে।

যদি এতে তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে ধ'রে নাও যে দুর্ভিক্ষে সগরের রাজ্যের একাংশের প্রজাগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হিমালয় থেকে গঙ্গার স্রোতোধারাগুলিকে খাত কেটে বইয়ে এনে সূর্যবংশীয় অংশুমান্, দিলীপ, ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতিগণ পুরুষানুক্রমিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে অন্যান্য বহু রাজন্যবর্গের সহায়তায় বিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্ত ভূমিকে কৃষিকার্য্যোপযোগী, উর্ব্বর ও শস্যশালিনী ক'রে প্রজাগণকে রক্ষার বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন। এই বাস্তব কাহিনীই কাব্যে সরস রূপকে বর্ণিত হ'য়েছে।

শিষ্য—গঙ্গা স্বর্গ থেকে অবতরণ কালে শিব তাঁকে মস্তকে ধারণ ক'রলেন—এর অর্থ কি?

গুরু—অধ্যাত্মবাদী ভগবদ্ভক্তের নিকট এর অর্থ অতি সহজ। কিন্তু, আধুনিক জড়দৃষ্টিতে দে'খলেও এর অর্থ কঠিন নয়। নগরাজ হিমালয়ই ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটি; তাঁরই জটাজালরূপী অসংখ্য দুর্গম শিখর ভেদ ক'রেই তো গঙ্গা নেমে এসেছেন।

শিষ্য—সগর সন্তানগণের ধ্বংস, গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন পূর্ব্বক তাদের অভিশাপ-মোচন;—এর মধ্য দিয়ে কী কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

গুরু—(১) **অহংকার ও হঠকারিতার ফল পতন ও ধ্বংস।** কপিলের আশ্রমে যজ্ঞাশ্ব দেখে সগরসন্তানদল মুনিকেই অশ্বচোর সাব্যস্ত ক'রে শক্তিমদমত্ততায় ভাবল না যে সংসারবিরক্ত, আত্মধ্যানপরায়ণ মুনির যজ্ঞাশ্বে কী প্রয়োজন? আরও ভাবল না যে মহাযোগী মুনিকে অপমানিত করলে পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হবে।

(২) জগৎকল্যাণকামী মহাপুরুষগণের ক্রোধ আপাততঃ অনর্থের কারণ হ'লেও পরিণাম শুভঙ্কর। আর অশুভের মধ্য দিয়েও শুভ আসে। মুনির শাপে সগরসন্তানগণের মৃত্যু হ'ল বটে; কিন্তু, এই সগরসন্তানদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করায় অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য জগতের ও মানব সমাজের কল্যাণ সাধিত হ'ল।

(৩) **অটুট সঙ্কল্প, অদম্য অধ্যবসায় এবং কঠোর তপস্যায় অসাধ্য সাধিত হতে পারে।** মহাসাধক ভগীরথের জীবন ও চরিত্র তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শিষ্য—গঙ্গার উৎপত্তির ইতিহাস কি? গঙ্গার মাহাত্ম্য কেন?

গুরু—একদা বৈকুণ্ঠধামে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সমাসীন, এমন সময় মহাদেব বীণাযন্ত্রে বিবিধ রাগরাগিণীতে সঙ্গীতালাপ ক'রতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গীতের

বিষয়বস্তু ছিল—মর্ত্যধামে মানবের অশেষ দুঃখ তাপ-জ্বালামালা। সঙ্গীত শ্রবণে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ জীবদুঃখে বিগলিত হ'লেন। সেই বিগলিত করুণাধারা নারায়ণের চরণ বেয়ে ঝ'রতে লাগল। ব্রহ্মা সেই করুণাধারাকে স্বীয় কমণ্ডলুতে ধারণ ক'রলেন। **বিশ্বপতি নারায়ণের করুণাধারাই পতিতপাবনী জাহ্নবী। নারায়ণের তরল মূর্ত্তিই পতিতপাবনী, জীবনিস্তারিণী গঙ্গা।** শ্রীভগবানের অনন্ত করুণাই তো জীবের ত্রিতাপজ্বালার শান্তির একমাত্র নিদান। সুতরাং, পতিতপাবনী গঙ্গার স্নানে, দর্শনে, স্পর্শনে পাপমুক্তি ও শান্তি হবে না কেন? সেই অপার্থিব, অধ্যাত্ম ভগবৎকরুণার পার্থিব ভৌতিক রূপই তো ভাগীরথী। তাই দ্রবময়ী জাহ্নবী ভৌতিক কল্যাণেরও নিদান। গঙ্গাজলের বিশেষত্ব পাশ্চাত্য গবেষকগণও স্বীকার ক'রেছেন যে গঙ্গাজল অতি সুদীর্ঘকাল পাত্রে রক্ষিত হ'লেও তাতে ক্রীমিকীট জন্মে না। অন্য সব জলেই তা হয়। তাই বাস্তব বিচারেও গঙ্গার মাহাত্ম্য দেখা যায়। গঙ্গার বিরাট বারি ধারাই তো যুগ যুগ ধ'রে আর্য্যাবর্তকে সরস, উর্ব্বর, শস্যশালিনী করে রেখেছে।

শিষ্য—ভগীরথপুত্র সৌদাসের কল্মাষপাদ নাম কেন হ'ল?

গুরু—ভগীরথের পর তৎপুত্র সৌদাস অযোধ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। সৌদাস একদা মৃগয়া করতে গিয়ে দেখেন—এক রাক্ষসদম্পতি* ব্যাঘ্ররূপ ধারণ ক'রে বহু পশুবধ ক'রছে। তিনি রাক্ষসকে নিহত করেন। রাক্ষসপত্নী অভিশাপ দিল—"তোমাকে ব্রহ্মশাপ ভুগতে হবে।"

সৌদাস এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞান্তে একদা সেই রাক্ষসী মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ ক'রে সৌদাসের নিকট মাংস ভোজনের বাসনা প্রকাশ করে। সৌদাসও মাংস রন্ধনের আদেশ দেন। ওদিকে রাক্ষসী পাচকের রূপ ধারণ পূর্ব্বক নরমাংস রন্ধন ক'রে বশিষ্ঠকে খেতে দেয়। বশিষ্ঠমুনি নরমাংস জানতে পেরে সৌদাসকে—"নরমাংসভোজী ব্রহ্মরাক্ষস হও"—এই অভিশাপ দিলেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে সৌদাস দোষী নন; এ কর্ম্ম রাক্ষসীর। রাজাও ক্রুদ্ধ হ'য়ে হাতে জল নিয়ে মুনিকে শাপ দিতে উদ্যত হন; কিন্তু, ধর্ম্মশীলা, রাণী মদয়ন্তী নিষেধ করেন। তখন রাজা সেই মন্ত্রপূত জল কোথায় ফেলবেন তা স্থির করতে না পেরে নিজের পদদ্বয়ের উপর নিক্ষেপ ক'রলেন। তাঁর পা-দুখানি পুড়ে বিরূপ হ'য়ে যায়। তখন তাঁর নাম হ'ল কল্মাষপাদ।

*মতান্তরে ব্রাহ্মণদম্পতি।

শিষ্য—রাজা কল্মাষপাদের শাপ মোচন হয়েছিল কীরূপে?

গুরু—সৌদাস গুরু বশিষ্ঠের নিকট শাপ মোচন প্রার্থনা ক'রলে তিনি বলেন—গঙ্গাবারিস্পর্শে তোমার শাপমুক্তি হ'বে। কল্মাষপাদ দ্বাদশবর্ষ যাবৎ রাক্ষসরূপে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রভাস তীর্থের নিকটে একদা এক ব্রহ্মরাক্ষসের সহিত রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদের কলহ হচ্ছিল, এমন সময়ে ভার্গব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গঙ্গাজল পূর্ণ কলস নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি কুশাগ্রে কিঞ্চিৎ গঙ্গাবারি সিঞ্চন ক'রলে সৌদাসের রাক্ষসত্ব দূর হয়। সৌদাসের রাক্ষসত্ব প্রাপ্তি ও মুক্তি সম্বন্ধে অন্য একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। বশিষ্ঠের কনিষ্ঠ * পুত্র শক্ত্রি। একদা রাজা সৌদাস ও শক্ত্রি এক সঙ্কীর্ণ পথে মুখোমুখি উপস্থিত। কেউ কাউকে পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন; উভয়ের মধ্যে বচসার ফলে শক্ত্রি রাজাকে "ব্রহ্মরাক্ষস হও" বলে শাপ প্রদান করেন। এর পূর্ব্বে বহুকাল ধ'রে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কামধেনু নিয়ে বিবাদ চলছিল। বশিষ্ঠের ব্রহ্মবলের নিকট বিশ্বামিত্রের ক্ষাত্রবল পুনঃ পুনঃ পরাজিত হ'ল। বশিষ্ঠের একশত পুত্র নিহত হ'ল। বিশ্বামিত্র তাঁর প্রতিশোধের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। শক্ত্রির নিকট সৌদাস যখন রাক্ষসত্ব প্রাপ্তির শাপ পেল, বিশ্বামিত্র সেই সময়ে এক রাক্ষসকে সৌদাসের শরীরে প্রয়োগ ক'রলেন। রাক্ষস শক্ত্রিকে ধরে নিহত ক'রে ভক্ষণ করল। ক্রমে একে একে, বশিষ্ঠের শত পুত্র সেই রাজরাক্ষসের কবলে নিহত হ'ল। দ্বাদশবর্ষ রাজা রাক্ষসত্ব ভোগ করেন।

একদা বশিষ্ঠদেব বনপথে যাচ্ছিলেন, সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্র শক্ত্রির বিধবা পত্নী অদৃশ্যন্তী পিছনে পিছনে ছিলেন। এমন সময়ে রাক্ষসরূপী সৌদাস অদৃশ্যন্তীকে আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হ'ল। অদৃশ্যন্তী ভয়ে শ্বশুর বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হলেন। বশিষ্ঠ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন —ও রাক্ষস নয়; ইনি রাজা সৌদাস। তিনি কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন ক'রে সৌদাসের রাক্ষসত্ব মোচন করলেন।

শিষ্য—রাজা সৌদাস ও গুরু বশিষ্ঠের কাহিনী থেকে আমরা কী শিক্ষা পেতে পারি?

---

* মতান্তরে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

গুরু—(১) মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনে* মত্ত হ'লে মানুষের জীবনে বহু অনর্থ ঘটতে পারে। মৃগয়ামত্ত সৌদাস রাক্ষস বধ ক'রেই দুর্ভোগ ভু'গলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ নল পাশাখেলার ব্যসনে মত্ত হ'য়ে কী অবর্ণনীয় দুঃখই না ভুগেছিলেন।

(২) ক্রোধকে জয় না করতে পারলে অতি জ্ঞানী পুরুষের দ্বারাও বহু অকল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্ত বশিষ্ঠদেব নিরপরাধ সৌদাসকে অভিশাপ দিয়ে রাজার জীবনে ও সমগ্র রাজ্যে মহাবিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছিলেন, নিজেও শত পুত্রের মৃত্যুশোক ভোগ ক'রেছিলেন।

(৩) গঙ্গাবারিস্পর্শে সৌদাসের রাক্ষসত্ব মোচন ও মনুষ্যদেহ প্রাপ্তিতে পতিতপাবনী জাহ্নবীর মাহাত্ম্য জানা যায়।

শিষ্য—সূর্যবংশের নাম রঘুবংশ হ'য়েছিল কেন?

গুরু—রাজা সৌদাসের পুত্র ছিলেন সুদাম। সুদামের পুত্র দিলীপ। দিলীপের মহাকীর্ত্তিমান্ পুত্র রঘু। অশেষ গুণ-মহত্ত্ব-পরাক্রমশালী রঘুর নামেই সূর্য্যবংশ বা ইক্ষ্বাকু বংশ রঘুবংশ নামে খ্যাত হয়।

শিষ্য—রাজা দিলীপ কীরূপে রঘুর ন্যায় মহৎ সন্তান লাভ করেন?

গুরু—মহারাজ দিলীপ ধার্ম্মিক ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। কিন্তু বহুকালেও তাঁর কোন পুত্র সন্তান হয়নি; তজ্জন্য রাজা বড়ই মনোদুঃখে ছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজার মনোভাব বুঝে আদেশ করলেন—"সপত্নীক আমার আশ্রমে বাস ক'রে কামধেনু সুরভির সেবা কর। সুরভির বরে পুত্রলাভ হ'বে।"*

তদনুসারে মহিষী সুদক্ষিণা সহ রাজা দিলীপ গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সুরভির সেবা ক'রতে লাগলেন। কামধেনু সুরভি স্বেচ্ছামত বিচরণ ক'রত, রাজ্য ও রাজমহিষী দিবারাত্র অনুক্ষণ কামধেনুর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তার রক্ষণ ও পালন ক'রতেন। সম্বৎসরকাল[১] এরূপ চ'লল।

---

* মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়োমদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ।।

জীবহিংসা, জুয়াখেলা, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, ব্যভিচার, মদ্যপান, গীত, বাদ্য, নৃত্য, উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ—দশপ্রকার ব্যসন।

* এই কাহিনীটি কবি কালিদাসের রঘুবংশে উল্লিখিত আছে। (১) মতান্তরে একুশ দিন। (১) কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই কাহিনী বর্ণিত আছে।

একদিন সুরভি যখন হিমালয়ের পাদদেশে বিচরণ করছিল, তখন সেই কামধেনু এক দিব্য মায়া সৃষ্টি ক'রল। এক সিংহ এসে সুরভিকে আক্রমণ করল, রাজা দিলীপ সুরভিকে রক্ষার জন্য ধনুর্ব্বাণ হাতে নিলেন; কিন্তু তাঁর হাত স্তব্ধ ও অবশ হ'য়ে রইল। সিংহ ব'লল, "রাজা! বৃথা চেষ্টা ক'রনা, অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবে না; দেবী ভবানীর বরে এ অরণ্যে আমার অধিকার। সুরভি আমার অধিকারের মধ্যে এসেছে; আমি একে ভক্ষণ ক'রব।" রাজা বললেন—"পশুরাজ! তুমি আমার গুরুদেবের এই প্রিয় গাভীটি ব্যতীত যা যা চাইবে, দেব, গাভীকে মুক্তি দাও। তখন সিংহ ব'লল—"সুরভিকে আমি মুক্তি দিতে রাজী আছি, যদি তুমি তার বিনিময়ে তোমার রাজভোগ পরিপুষ্ট দেহটি আমাকে দান কর।" দিলীপ সানন্দে নিজ দেহ দিতে স্বীকৃত হ'লেন। অমনি দৃশ্য বদলে গেল। মায়াসিংহ অন্তর্হিত হ'ল। সুরভি রাজাকে ব'লল—"তোমাদের অবিচলিতা গুরুভক্তি, অকুণ্ঠ সেবাব্রতে আমি তৃপ্ত হ'য়েছি; বর প্রার্থনা কর।" সুরভির বরে দিলীপ পুত্র লাভ ক'রলেন। তিনিই মহাযশস্বী রঘু।[১]

শিষ্য—রাজা দিলীপের গুরুভক্তি ও তপস্যার কাহিনী থেকে কী কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

গুরু—(১) গুণবান, ধার্ম্মিক, মহৎ সন্তান লাভ ক'রতে হ'লে পতিপত্নী উভয়কে ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক দেহমনকে শুদ্ধ ও ভগবানের আরাধনা ক'রতে হয়।

(২) দৃঢ় গুরুভক্তি ও কঠোর তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট লাভ সুনিশ্চিত; ইন্দ্রিয়সংযম ও বীর্য্যধারণ শ্রেষ্ঠ তপস্যা।*

শিষ্য—মহারাজ রঘু কী কী গুণে প্রসিদ্ধ হন?

গুরু—(১) রঘু যখন বালক তখন দিলীপ এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সসৈন্য রঘু অশ্বমেধের অশ্বরক্ষা ও দিগ্বিজয়ে নিয়োজিত হন। রঘু সসাগরা ধরণী জয় করেন। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ ক'রলে, রঘু তাঁকে পরাজিত ও বন্দী ক'রে নিয়ে আসেন। শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমে রঘু অদ্বিতীয় ছিলেন। সিংহাসনে

---

* ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধ্বরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।।

আরোহণ ক'রে রঘু দানে কল্পতরু হন। তিনি যেমন অদ্বিতীয় দাতা, তেমনি ত্যাগী ও বিলাসহীন ছিলেন। তিনি সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন ও মৃত্তিকা পাত্রে জল পান ক'রতেন।

একদা এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য অর্থ ভিক্ষা ক'রতে মহারাজ রঘুর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁকে মৃত্তিকাশয্যায় আসীন ও মৃৎপাত্রে জলপান ক'রতে দেখে নিরাশ হ'য়ে ব্রাহ্মণ ফিরে যাচ্ছিলেন। রঘু তাঁকে অর্থদানের আশ্বাস দিয়ে ধনলাভের জন্য ধনপতি কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রলেন। নারদের নিকট সংবাদ পেয়ে যক্ষপতি কুবের রঘুর নামে ভয় পেয়ে বন্ধুভাবে তাঁকে যথেচ্ছ অর্থদান ক'রলেন। রঘু আদর্শ নৃপতি ছিলেন। প্রজারঞ্জন ও প্রজাপালনের জন্য সর্ব্বস্ব দান ক'রে স্বয়ং দারিদ্র্যব্রত বরণ ক'রে চ'লতেন। ভারতে রাজার আদর্শ এরূপই ছিল। শুধু রঘু নয়, ভারতের ইতিহাসে বহু রাজ্য ও সম্রাট স্বীয় স্বীয় জীবনে এই আদর্শের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

শিষ্য—ইন্দ্র স্বর্গের রাজা। রঘু মর্ত্যের রাজা। তিনি ইন্দ্রকে জয় ক'রলেন, —এর তাৎপর্য্য কি?

গুরু—স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, এ বিশ্বাস ক'রতে যদি অসুবিধা হয়, তবে ধরে নাও ইন্দ্র পৃথিবীরই একজন পরাক্রান্ত সম্রাট।

শিষ্য—যক্ষপতি কুবেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ধন লাভের তাৎপর্য্য কি?

গুরু—অর্থশালী ব্যক্তিদেরকে ধনকুবের বলা হয়। ধ'রে নাও মহারাজ রঘু কোনো ধনী রাজার রাজ্য আক্রমণ ক'রে, তাকে পরাজিত ক'রে অর্থ সংগ্রহ করেন; অথবা, ধনীদের নিকট থেকে ভয় দেখিয়ে অথবা বন্ধুভাবে ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য ক'রতেন।

শিষ্য—রাজা রঘুর চরিত্র থেকে কী কী শিক্ষালাভ করব?

গুরু—(১) রাজার জীবন—আরাম বিলাস ভোগের জন্য নয়। রাজার ধর্ম্ম প্রজাপালন, প্রজারক্ষণ ও প্রজারঞ্জন; তজ্জন্য সর্ব্বস্ব দান ক'রতেও রাজার প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। এই হচ্ছে—ভারতীয় আর্য্য আদর্শ।

(২) ত্যাগ, সংযম, সেবা মানুষের জীবনের সার্ব্বজনিক আদর্শ; ভোগবিলাস জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

শারীরিক শক্তি, মানসিক বল, নৈতিক তেজঃ যেখানে, সকল সদ্‌গুণ ও মহত্ত্বের বিকাশ প্রকাশ সেখানে। দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতাই সকল পাপ ও হীনতার জননী।

রঘুর জীবনে যেমন শারীরিক ও সামরিক শক্তির বিকাশ, তেমনি মানসিক বল, সংযমের শক্তি, নৈতিক তেজ, ত্যাগের মহত্ত্ব, সর্ব্ববিধ শক্তির সমবায় ঘটেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

শিষ্য—রামচন্দ্রের পিতা কে ছিলেন?

গুরু—রঘুর পুত্র অজ; অজের পুত্র দশরথ। অজ স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী ইন্দুমতীর শোকে দেহত্যাগ করেন। দশরথের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বৎসর। বাল্য বয়সেই দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দশরথ গুরু বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রবিদ্যা এবং মহাশূর ভৃগুরামের নিকট শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। কালে দশরথ মহাপরাক্রান্ত, দিগ্বিজয়ী হ'য়ে উঠেন। দেবরাজ ইন্দ্র রাজা দশরথের সখ্য কামনা ক'রতেন। রাজা দশরথের তিন প্রধানা মহিষী ছিলেন—জ্যেষ্ঠা কৌশল্যা, মধ্যমা সুমিত্রা এবং কনিষ্ঠা কৈকেয়ী। * কৌশল্যার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এবং কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত— এই চারি অংশে নারায়ণ দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্য—নারায়ণ কী কারণে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ হন?

গুরু—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের দ্বাররক্ষক—জয় ও বিজয় মুনিশাপে মর্ত্যধামে জন্ম নিতে বাধ্য হন। শাপমুক্তির উপায় প্রার্থনা ক'রলে মুনি বলেন—"তোমরা ভক্তভাবে নারায়ণের আরাধনা করলে সাত জন্মে; আর শত্রুভাবে সাধনা ক'রলে তিন জন্মে মুক্তি লাভ ক'রবে। জয়-বিজয় প্রথম জন্মে সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় জন্মে দ্বাপরযুগে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয়সেবক জয়-বিজয়ের উদ্ধারের জন্য নারায়ণ স্বয়ং যথাক্রমে—বরাহ ও নৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম রূপে অবতীর্ণ হন। ত্রেতাযুগে অত্যাচারী দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কেশ্বর রক্ষোরাজ রাবণকে সবংশে নিধন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে নারায়ণের মর্ত্যে অবতরণ।

শিষ্য—অপুত্রক রাজা দশরথ কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে পুত্র লাভের আশ্বাস পেয়েছিলেন?

গুরু—রাজা দশরথ বীর, ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক, কিন্তু অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন।

* কৃত্তিবাসের মতে কৈকেয়ী মধ্যমা এবং সুমিত্রা কনিষ্ঠা।

শব্দভেদী বাণ দ্বারা তিনি অলক্ষিতে শব্দমাত্র শ্রবণেই লক্ষ্যভেদ ক'রতে পারতেন। একদা রাত্রিতে হাতী শিকার ক'রবার জন্য তিনি এক সরোবরতীরে গোপনে অবস্থান ক'রতে লাগলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু উপবাসী পিপাসার্ত্ত পিতামাতার জন্য জল নিতে সরোবরে এলেন; তখন জলপাত্রে জল ভরার ভক্ ভক্ শব্দে, হাতী জলপান ক'রছে ভেবে দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করেন। আহত মুনিপুত্র আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলে দশরথ দ্রুতপদে গিয়ে দেখেন—হস্তিভ্রমে তিনি মুনিকুমারকে বধ ক'রেছেন। মৃত মুনিপুত্রকে স্কন্ধে করে রাজা দশরথ তপোবনে তার অন্ধ পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে মুনিদম্পতির নিকট আত্মদোষ স্বীকার ক'রলেন। একমাত্র পুত্রের শোকে বৃদ্ধ অন্ধ মুনিদম্পতি প্রাণত্যাগ ক'রলেন। মৃত্যুকালে তাঁরা অভিশাপ দিলেন—"পুত্রশোকে যেমন আমাদের প্রাণ বিয়োগ হচ্ছে, তোমাকেও তেমনি নিদারুণ পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে।" মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পুত্রহীন ছিলেন। মুনির অভিশাপের মধ্যে পুত্রলাভের আশ্বাস পেয়ে তিনি বর লাভ করে হৃষ্টচিত্ত হলেন। *

শিষ্য—পুত্রলাভের জন্য মহারাজ দশরথ কী ক'রলেন?

গুরু—গুরু বশিষ্ঠের উপদেশে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে পুত্রলাভ ক'রেছিলেন?

শিষ্য—রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কে সম্পাদন করেছিলেন?

গুরু—মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ।

শিষ্য—ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা কে?

গুরু—কশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা।

শিষ্য—দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে কোথায় কীরূপে পেলেন?

গুরু—অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ছিলেন দশরথের পরম বন্ধু। দশরথের একমাত্র কন্যা শান্তাকে লোমপাদ পালিত কন্যারূপে গ্রহণ করেন। অঙ্গদেশে পর পর কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজা সুচতরা নারীদলকে পাঠিয়ে মুনি বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতির সুযোগে পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশলে ভুলিয়ে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করেন। তখন অঙ্গরাজ্যে সুবৃষ্টি হ'ল। মহাতপস্বী বিভাণ্ডকের ক্রোধ শান্তির জন্য লোমপাদ স্বীয় কন্যা শান্তার

---

* বাল্মীকি রামায়ণের মতে এই ঘটনাটি ঘটেছিল দশরথের যৌবনকালে বিবাহের পূর্ব্বে।

সহিত বিবাহ দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যের অধিকার দান করেন। প্রকৃত পক্ষে দশরথেরই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য বশিষ্ঠের উপদেশে দশরথ জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্য থেকে অযোধ্যায় আনয়ন করেন।

শিষ্য—পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কীরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল?

গুরু—রাজা দশরথ প্রধানা তিন পত্নীর সহিত সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞে ব্রতী হয়ে তপশ্চর্য্যা করতে লাগলেন। বসন্তকালে অশ্বমেধের অশ্ব দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'ল। নানা দেশ ঘুরে সম্বৎসরান্তে যজ্ঞাশ্ব অযোধ্যায় ফিরে এল। সরযু নদীর উত্তর তীরে সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞক্ষেত্র স্থাপিত হ'ল। তথায় পুরোহিত, ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত, আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের বাসস্থানের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হ'ল।

যজ্ঞ মহোৎসব আরম্ভ হ'লে—শাস্ত্রজ্ঞ, সুবক্তা ব্রাহ্মণগণ একদিকে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন; অপর দিকে অতিথি, অভ্যাগত, দীন, দুঃখী, জনগণের জন্য দিবারাত্র অন্নছত্র খোলা রইল। একুশটি যূপকাষ্ঠে বিবিধ জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণী বলি দেওয়া হ'ল। অশ্বমেধের অশ্বটিকে রাণী কৌশল্যা পরিচর্য্যা পূর্ব্বক তিনবার খড়্গাঘাতে বধ ক'রলেন। এইরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল। যাজক ব্রাহ্মণগণকে রাজা প্রচুর দক্ষিণা দিলেন।

তৎপরে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। যজ্ঞাগ্নি হ'তে প্রজাপতিপ্রেরিত এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হ'লেন; তাঁর হস্তে পায়সপূর্ণ পাত্র। তিনি দশরথকে সন্তানদায়ক পায়সপাত্র দান ক'রলেন। দশরথ পায়স নিয়ে কৌশল্যাকে অর্দ্ধেক দিলেন। অবশিষ্ট পায়সের অর্দ্ধভাগ দিলেন সুমিত্রাকে; অবশিষ্ট অংশের অর্দ্ধভাগ কৈকেয়ীকে প্রদান পূর্ব্বক শেষ অংশ পুনরায় সুমিত্রাকেই দিলেন। অর্থাৎ সমগ্র পায়সের ১৬ ভাগের ৮ ভাগ কৌশল্যা, ৬ ভাগ সুমিত্রা এবং ২ ভাগ কৈকেয়ী পেলেন।*

মর্ত্যধামে যখন দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হচ্ছিল, সেই সময়ে স্বর্গে দেবতাগণ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবিজয়ী, অত্যাচারী, রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করবার

---

* কৃত্তিবাসের মতে দশরথ পায়স দুই ভাগ করে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দেন। সুমিত্রার প্রার্থনায় কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে দেন।

মন্ত্রণা করছিলেন। দেবগণের কাতর আবেদনে নারায়ণ চারি অংশে পুত্রলাভার্থী দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হ'তে স্বীকৃত হ'লেন।

শিষ্য—যজ্ঞকুণ্ডের মধ্য থেকে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব কেমন করে হয়?

গুরু—চর্মচক্ষুর দ্বারা মানুষ কী কতটা দেখতে পায়? জ্ঞানদৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ হতেন, এখনো হন। যজ্ঞমধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিগণই দেখেছিলেন। তাও যদি বিশ্বাস না ক'রতে পার, তবে ধ'রে নাও, যজ্ঞাগ্নিতে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পায়সপ্রসাদ রাণীদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

শিষ্য—যজ্ঞের প্রসাদপায়স খেলেই কি সন্তান লাভ হয়? রাজা দশরথপ্রদত্ত পায়স খেয়েই কি তিন রাণী পুত্রবতী হয়েছিলেন?

গুরু—না, শুধু তা নয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে, শুধু বীজ ছড়িয়ে দিলেই ফসল হয় না। দশরথ ও তাঁর তিন রাণী সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুনির্দ্দেশে নারায়ণের প্রসন্নতা কামনায় দীর্ঘ কাল তপশ্চর্য্যা করেছিলেন; তদ্দ্বারা তাঁদের আশীর্ব্বাদ লাভের যোগ্যতা হয়েছিল। তাই যজ্ঞের পায়সরূপ আশীর্ব্বাদ পেয়ে তাঁদের পুত্রকামনা পূর্ণ হ'য়েছিল।

শিষ্য—যজ্ঞপায়স ভোজনে গর্ভবতী রাণীরা কে কাকে পুত্ররূপে পেলেন?

গুরু—সন্তানদায়ক চরু ভোজনে তিন রাণীরই গর্ভ সঞ্চার হ'ল। দ্বাদশ মাস পরে চৈত্র নবমীর্তে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কৌশল্যা এক সন্তান প্রসব করলেন; পুষ্যানক্ষত্রে কৈকেয়ী একটি এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে সুমিত্রা যমজ সন্তান প্রসব করলেন। একাদশ দিবসে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব শিশুদের নামকরণ করলেন। কৌশল্যার পুত্রের নাম **রাম**, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম **ভরত** এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম হ'ল **লক্ষ্মণ** ও **শত্রুঘ্ন**।

শিষ্য—চারি কুমারের শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাবচরিত্র কার কীরূপ হল?

গুরু—গুরু বশিষ্ঠের তত্ত্বাবধানে কুমারগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রতে লাগলেন। কুমারগণ সকলেই বীর, তেজস্বী, লোকহিতকারী, জ্ঞানবান ও গুণবান হলেন। জ্যেষ্ঠ রাম সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী, পরাক্রমশালী, হস্তী, অশ্ব ও রথচালনায় দক্ষ, ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী, পিতৃশুশ্রূষায়

অনুরক্ত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হলেন। লক্ষ্মণ রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও প্রাণস্বরূপ, শত্রুঘ্নও তেমনি ভরতের প্রতি অনুরক্ত হলেন।

শিষ্য—নিষাদরাজ গুহকের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের কখন কীরূপে মিত্রতা হয়েছিল?

গুরু— *রাজকুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে একদা পুণ্যতিথিতে রাজা দশরথ পুত্রগণকে নিয়ে সৈন্যসামন্ত সহ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। গুহকের রাজ্যের মধ্য দিয়েই পথ। নিষাদরাজ গুহক দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান শুনে তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। গুহক রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দশরথের পথ অবরোধ করলেন। তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল; দশরথ নাগপাশ অস্ত্রে গুহককে বেঁধে ফেললেন। তথাপি সে দু'পায়ে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে যুদ্ধ করতে লাগল। ভরত রামচন্দ্রের নিকট এই আশ্চর্য্য ব্যাপার বললে, রাম গুহককে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং স্বহস্তে তার বন্ধন মোচন করলেন। গুহক শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে কৃতার্থ হলেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক সসৈন্য রাজা দশরথকে যাবার পথ দিলেন। রামচন্দ্র গুহককে মিত্র ব'লে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রকে দর্শনের জন্য গুহক এত আগ্রহান্বিত ছিল কেন? রামচন্দ্রই বা গুহককে মিত্র বলে আদর করে গ্রহণ করলেন কেন?

গুরু— *রাজা দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে হস্তিভ্রমে বধ ক'রে ব্রহ্মহত্যার পাপে পতিত হন। বশিষ্ঠের পুত্র বামদেবের নিকট রাজা প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করেন। বামদেব দশরথকে তিনবার 'রাম' নাম জপ করান। একবার রাম নামেই ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়; কিন্তু দশরথকে তিনবার 'রাম' নাম উচ্চারণ ক'রতে বলায় যে সংশয় প্রকাশ পেয়েছিল, পিতা বশিষ্ঠদেব তজ্জন্য পুত্র বামদেবকে অভিশাপ দেন—"তুমি চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ কর।" অনুতপ্ত বামদেব শাপমুক্তি প্রার্থনা ক'রলে বশিষ্ঠ বললেন—"দশরথের গৃহে নারায়ণ রামরূপে অবতীর্ণ হবেন, তাঁর দর্শনে তোমার শাপমুক্তি হবে।" বামদেব চণ্ডাল জন্মে গুহক নামে পরিচিত হন। তদবধি গুহক রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় রামনাম জপে ও রামধ্যানে জীবনযাপন করছিল।

---

* কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত কাহিনী আছে।

* এই কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে।

শিষ্য—'রাম' নাম যদি পাপনাশক হয়, তবে তা বেশীবার বললে অপরাধ কেন?

গুরু—'রাম' নাম বেশী বলায় অপরাধ নয়। বামদেবের মনে রাম নামের পাবনী শক্তি সম্বন্ধে যে সংশয় ও অবিশ্বাস ছিল, অন্তর্য্যামী বশিষ্ঠদেব তা জেনে সংশোধনের জন্য শাপ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন এবং শাপমুক্তির উপায়ও যে 'রাম নাম' ও 'রামদর্শন' তা নির্দ্দেশ করেন।

শিষ্য—কিরূপে কোন্ সময়ে কার নিকট থেকে রামচন্দ্র তদীয় অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ লাভ করেন?

গুরু—গুহকের সহিত মিত্রতা স্থাপনান্তে পিতার সহিত রাম ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গাস্নান পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন। মহর্ষি রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার জানতে পেরে বিশেষ আদর আপ্যায়ন করেন এবং রাত্রিতে বালক রামচন্দ্রকে স্বীয় কুটীর মধ্যেই শয়ন করতে দেন। রাত্রিতে দেবরাজ ইন্দ্র আবির্ভূত হয়ে মহর্ষিকে বললেন—"রামচন্দ্র রাক্ষস বংশ ধ্বংস করে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করবেন; তজ্জন্য তাঁকে এই অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ দিতে হবে।" এই বলে ইন্দ্র ভরদ্বাজকে ধনুর্ব্বাণ দিলেন। পরদিন প্রভাতে মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রকে সেই অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ দিলেন।*

---

* এই ঘটনাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত আছে। মূল বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে রাম মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট থেকে দেবরাজ ইন্দ্রপ্রদত্ত অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ লাভ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শিষ্য—ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র দশরথের রাজসভায় এসেছিলেন কেন?

গুরু— ঋষি বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে এক যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প ক'রেছিলেন। কিন্তু, রাক্ষসগণের উৎপাতে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাই রাক্ষসদের অত্যাচার থেকে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করবার জন্য শ্রীরাম - লক্ষ্মণকে নিতে এসেছিলেন।

শিষ্য—বিশ্বামিত্র প্রথমে রাজা ছিলেন; তপস্যা করে বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করেছিলেন, তা ছাড়াও তিনি মহাতপঃশক্তিশালী। রাম-লক্ষ্মণের সহায়তা ভিন্ন তিনি নিজেই কি যজ্ঞ রক্ষায় সমর্থ ছিলেন না?

গুরু—ছিলেন বৈ কি! কিন্তু, কয়েকটি কারণে তিনি তা করেন নি, করতে পারেন নি ঃ—

(১) যজ্ঞে দীক্ষিত কোনো ব্যক্তির পক্ষে প্রাণী হিংসা করা অনুচিত। বিশেষতঃ দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ইত্যাদি ক্ষত্রিয় রাজার কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের নয়। বিশ্বামিত্র তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন।

(২) বিশ্বামিত্র ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ। রামচন্দ্র যে নারায়ণের অবতার, রাক্ষসকুল নিধন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাষ্ট্র গঠনের জন্য তাঁর আবির্ভাব—এ তিনি জানতেন।

(৩) রামলক্ষ্মণ ভবিষ্যতে বনগমন এবং তথায় মহাযুদ্ধে রাক্ষস বংশ নিপাত করবেন, তা জেনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও অস্ত্রাদি দানের নিমিত্ত তাদের নিতে এসেছিলেন।

(৪) অত্যাচারিণী যক্ষী তাড়কার জনপদধ্বংসী অভিযান এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রাক্ষসগণের অমানুষিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রামচন্দ্রের অন্তরে রাক্ষসকুল নিধন ও শান্তিরাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প জাগিয়ে দেওয়াও বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত সব কারণ না থাকলে বিশ্বামিত্র রাজা দশরথকেই যজ্ঞ রক্ষার্থ আহ্বান করতেন।

শিষ্য—মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিতে চাইলে রাজা দশরথ কী করলেন?

গুরু— পাত্রমিত্রগণকে নিয়ে রাজা দশরথ কৃতবিদ্য পুত্রগণের বিবাহ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আগমন করলেন। রাজা মহানন্দে ব্রহ্মর্ষিকে অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করলেন—"বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হ'লে যেমন আনন্দিত হয়, আপনার শুভাগমনে আমি তেমনি আনন্দিত। আপনার অভীষ্ট কী? আমি সানন্দে তা করব।" বিশ্বামিত্র বললেন—"আমি সিদ্ধাশ্রমে এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছি; রাক্ষসেরা যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করে; আপনি রামকে আমার সঙ্গে দিন, তিনি যজ্ঞ রক্ষা করবেন।"

মহর্ষির প্রস্তাব শুনে কিছুকাল স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। পরে বললেন—"রাম নিতান্ত বালক, অস্ত্রশস্ত্রে অপটু, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ। আজ্ঞা করলে আমি বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রাণপণে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রব। রামের বিচ্ছেদ আমার অসহ্য।"

শিষ্য—রাজার প্রস্তাব শুনে বিশ্বামিত্র কী করলেন?

গুরু—বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"তুমি অগ্রে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন প্রত্যাখ্যান করছ? তুমি সুহৃদগণকে নিয়ে সুখে থাক, আমি যেমন এসেছি, তেমনি চলে যাচ্ছি।" বিশ্বামিত্রের ক্রোধে পৃথিবী কম্পিতা হলেন। বশিষ্ঠদেব রাজাকে বললেন—বিশ্বামিত্র বহুবিধ আশ্চর্য্য অস্ত্রের অধিকারী; ভূত-ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নখদর্পণে। বিশ্বামিত্র রক্ষক থাকলে রাক্ষসেরা রামের বিক্রম সইতে পারবে না। আপনি পুত্রস্নেহে সত্যভ্রষ্ট হবেন না। বশিষ্ঠের বাক্যে আশ্বস্ত দশরথ রামলক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিলেন।

শিষ্য—একটা অবান্তর প্রশ্ন আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি দশরথ বিশ্বামিত্রকে প্রতারণা করে রামলক্ষ্মণের বদলে ভরত শত্রুঘ্নকে দিয়েছিলেন। পথে যখন তাড়কা রাক্ষসীর রাজ্য দিয়ে যেতে তারা ভয় পেল, তখন বিশ্বামিত্র বুঝলেন যে এ দুটি রামলক্ষ্মণ নয়, এরা ভরতশত্রুঘ্ন। এটা কিরূপ?

গুরু—কৃত্তিবাস একটু কৌতুক রস পরিবেশন করতে গিয়ে বাঙ্গালী সমাজের যে অতি বিরল বাস্তব জঘন্য চিত্র এঁকেছেন, তাতে দশরথকে নীচ ও প্রতারক, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নির্ব্বোধ এবং ভরতশত্রুঘ্নকে কাপুরুষ ক'রে তুলেছেন। অবশ্য এ চিত্র বাঙ্গালী সমাজে কৃত্তিবাসের যুগেও দুর্লভ ছিল।

শিষ্য—পুত্রস্নেহান্ধ দশরথের পক্ষে কি এরূপ করা অসম্ভব?

গুরু—নিশ্চয়ই অসম্ভব। মহারাজ দশরথ বীর, ধার্ম্মিক, সত্যসন্ধ; এই সব গুণেই নারায়ণ তাঁকে পিতা নির্ব্বাচন ক'রে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। রামলক্ষ্মণের বদলে যদি তিনি ভরতশত্রুঘ্নকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিতেন, তবে দশরথ হতেন ধূর্ত্ত, শঠ, কপট, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, অধিকন্তু স্বীয় ঔরসজাত পুত্র ভরতশত্রুঘ্নের প্রতি হতেন বিমাতৃসুলভ স্নেহহীন, নিষ্ঠুর। তেমন পিতার পুত্র কি সর্ব্বগুণধাম, নারায়ণের অবতার রামচন্দ্র হ'তে পারেন? নিমের বীজে কি আম্র বৃক্ষ জন্মে? তারপর যে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রহ্মর্ষিত্বে উন্নীত হয়েছিলেন, বিধাতার সহিত স্পর্ধা ক'রে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি কি এতই নির্ব্বোধ যে দশরথের এই প্রতারণাটুকু বুঝতে পারেন নি? ভরতশত্রুঘ্নও অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত মহাবীর ছিলেন। তাড়কা রাক্ষসীর ভয়ে ভীত হবার মত কাপুরুষ তাঁরা হবেন কেন?

শিষ্য—ঋষি বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে কোথায় দীক্ষা দিলেন?

গুরু—রামলক্ষ্মণ সহ অযোধ্যা থেকে বহির্গত হয়ে বিশ্বামিত্র সরযূর তীরে এসে বললেন—বৎস শ্রীরাম-লক্ষ্মণ! তোমরা সত্বর সরযূ নদীতে স্নান কর; আমি তোমাদের এক আশ্চর্য্য মন্ত্রে দীক্ষা দেব। এই "বলা-অতিবলা" মন্ত্র জপের দ্বারা তোমাদের শ্রম বা জ্বর হবে না, রূপের কোনো হানি হবে না; শীততাপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, অনাহার-অনিদ্রা প্রভৃতি কোনো কিছুতেই তোমরা পীড়িত হবে না, সুপ্ত বা অনবহিত হ'লেও রাক্ষসেরা তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না; এই মন্ত্র সাধনের প্রভাবে সৌভাগ্যে, দক্ষতায়, জ্ঞানে বা তথ্য নির্ণয়ে তোমাদের সমকক্ষ কেউ হবে না।

শিষ্য—তা হ'লে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ভূতভবিষ্যৎ জানতেন। রাম-লক্ষ্মণকে ভবিষ্য জীবনে রাক্ষস বংশ ধ্বংসের কার্য্যে সমর্থ ক'রে তোলার জন্যই তিনি তাদের আনতে গিয়েছিলেন; সিদ্ধাশ্রমের যজ্ঞ রক্ষাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

গুরু— উপলক্ষ্যই বা বলবে কেন? যজ্ঞরক্ষার সূত্রেই তো রামলক্ষ্মণের রাক্ষসবধ কার্য্যে হাতে-খড়ি হ'ল।

শিষ্য—তারপর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে কোন্ পথে কোথায় গেলেন?

গুরু—প্রথম রাত্রি সরযুর তীরে বিশ্রাম পূর্ব্বক পরদিন পদব্রজে গঙ্গা-সরযুর সঙ্গমস্থলে অঙ্গদেশে উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—অঙ্গদেশ নাম হ'ল কেন?

গুরু—গঙ্গা-সরযুর সঙ্গমস্থলে কন্দর্প দেবের আশ্রম ছিল। একদা দেবাদিদেব মহাদেব সেই আশ্রমের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে কন্দর্প তাঁর চিত্তবিকার উৎপাদন করেন। তখন রুদ্রের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কন্দর্প ভস্মীভূত হয়। তদবধি কন্দর্পের নাম অনঙ্গ এবং সেই স্থানের নাম অঙ্গদেশ হয়। এইখানে তাঁরা গঙ্গা পার হ'য়ে ক্রমে তাড়কা রাক্ষসীর বনে উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—তাড়কা রাক্ষসী কে ছিল? সেই স্থানকে তাড়কা রাক্ষসীর বন বলা হ'ত কেন?

গুরু—সুকেতু নামক এক যক্ষ ব্রহ্মার আরাধনা ক'রে তাড়কাকে কন্যারূপে লাভ করে। ব্রহ্মার বরে তাড়কার সহস্র মত্ত হস্তীর বল ছিল। জম্ভাসুরের পুত্র সুন্দের সহিত তার বিবাহ হয় এবং মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধের জন্য সুন্দকে বধ করেন। ক্রোধোন্মত্তা তাড়কা ও মারীচ ঋষিকে বধ করতে যায়। অগস্ত্যের অভিশাপে তাড়কা এক বিকৃত-বদনা রাক্ষসী এবং মারীচ রাক্ষসে পরিণত হ'ল। এখানে মলদ ও কারূষ নামে দুটি জনপদ ছিল। তাড়কা জনপদ দুটির যাবতীয় অধিবাসিগণকে ধ্বংস করে। এজন্য এ স্থানের নাম তাড়কার অরণ্য।

শিষ্য—মলদ ও কারূষ এই জনপদদ্বয়ের প্রাচীন ইতিহাস কি?

গুরু—বৃত্রাসুরকে বধ ক'রে দেবরাজ ইন্দ্র মলযুক্ত, ক্ষুধিত ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। দেবতা ও ঋষিগণ এখানে স্নান করিয়ে তাঁকে পাপমুক্ত ও নির্ম্মল করেন। ইন্দ্রের মল ও ক্ষুধা (কারূষ) বিদূরিত হওয়ায়, এখানে পরবর্ত্তী কালে যে দুটি জনপদ গড়ে উঠল, তার নাম হয়েছিল মলদ ও কারূষ।

শিষ্য—তাড়কার অরণ্যের ইতিহাস শুনে রামলক্ষ্মণ কী করলেন?

গুরু—বিশ্বামিত্রের নিকট তাড়কা রাক্ষসীর অত্যাচারের কথা শুনে রামচন্দ্র তাকে বধ ক'রে সেই দেশকে নিরুপদ্রব করতে উৎসাহিত হলেন। তাড়কা ভীমবেগে আক্রমণ করলে রামচন্দ্র যুদ্ধে তাকে নিহত করেন।

শিষ্য—বিশ্বামিত্র কি রামকে তাড়কা বধ করতে বলেছিলেন?

গুরু—বিশ্বামিত্র রামকে আদেশ দিলেন—"রাম! তুমি গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এই দুর্ব্বৃত্তা তাড়কাকে বধ কর। স্ত্রীহত্যাজনিত পাপের ভয় ক'র না। প্রজারক্ষার নিমিত্ত নৃশংস বা অনৃশংস, পাপজনক বা দোষযুক্ত—সকল কর্ম্মই করতে হবে। যাদের উপর রাজ্য রক্ষার ভার তাদের এইই সনাতন ধর্ম্ম।*

শিষ্য—নারীহত্যা মহাপাতক ব'লে শাস্ত্রে কথিত আছে। রামচন্দ্র কি তাড়কা বধ করে পাতকী হননি?

গুরু—না। নারীবধ পাতক—সত্য। কিন্তু, যদি কোন নারী সমাজের শতসহস্র নরনারীর হত্যাকারিণী হয়, যদি তার দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্মাদি নষ্ট, রাজ্যের ও সমাজের ব্যাপক অনিষ্ট হতে থাকে; যদি সেই দুর্ব্বৃত্তাকে বধ ক'রলে সমাজে নিরাপত্তা ও রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং শতসহস্র নিরপরাধ নরনারী রক্ষা পায়, তবে সেই নারীর বধই পরম ধর্ম্ম, মহাপুণ্য; নারীবধের পাতকের প্রশ্নই সেখানে আসতে পারে না। মনুস্মৃতিতে আছে "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।"—উদ্যত আততায়ীকে বিনা বিচারে হত্যা করা উচিত।

প্রথমতঃ রাম তাড়কাকে বধ করতে চান নি; অঙ্গহানি ক'রে শাস্তি দেবেন—লক্ষ্মণকে বললেন। কিন্তু, দুষ্টা তাড়কা যখন ভীষণ বেগে শিলাবৃষ্টি সহ যুদ্ধ ক'রতে লাগল, তখন বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ রামকে বললেন—রাম! মায়াবিনী যক্ষীকে দয়া ক'র না, স্ত্রীলোক ব'লে হত্যায় ঘৃণা ক'র না; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একে বধ কর; রাত্রিতে এর বল বৃদ্ধি হবে। নিরুপায় হ'য়ে রামচন্দ্র অগত্যা ঋষির আদেশে তাড়কাকে বধ করলেন।

শিষ্য—বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করতে এসেছিল কারা? রামের হাতে তারা কিরূপে নিহত হ'ল?

গুরু—রাক্ষস-সেনানী সুবাহু ও মারীচ বিরাট রাক্ষসবাহিনী নিয়ে উত্তর ভারতের নানাস্থানে আর্য্যধর্ম্ম-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিল। যজ্ঞাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান

---

* নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্ত্তব্যং রক্ষতা সদা।। আদি ২৫/১৮
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।।— আদি ২৫/১৯

পণ্ড করা, ব্রাহ্মণ তপস্বী ও ঋষিগণকে বধ করা, গোহত্যা ও আর্য্য জনগণের বসতি স্থানসমূহ ধ্বংস করা—এই সব ছিল তাদের কাজ। সিদ্ধাশ্রমে বিশ্বামিত্র দশ অহোরাত্রব্যাপী এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। মারীচ ও সুবাহু সৈন্যবাহিনী নিয়ে হানা দিল। রামচন্দ্রের প্রতি যজ্ঞরক্ষার ভার দিয়ে বিশ্বামিত্র ছয় রাত্রি ছয় দিন মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন। রাম লক্ষ্মণ তুমুল যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনী সহ সুবাহুকে নিহত করলেন; মারীচ আহত হ'য়ে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পলায়ন করে।

শিষ্য—রাম বিশ্বামিত্রের নিকট নানাবিধ দিব্যাস্ত্র কোথায় কখন পেয়েছিলেন?

গুরু—তাড়কাবধের পর বিশ্বামিত্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে রামকে আশ্চর্য্য অস্ত্রসমূহ দিতে চাইলেন। মহর্ষি ধ্যানে বসলে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র রামের সম্মুখে এল। বিশ্বামিত্র বললেন—রাম! এরা প্রজাপতি কৃশাশ্বের পুত্র। রাম তাদেরকে স্পর্শ করে বললেন—আমি স্মরণ করলেই তোমরা উপস্থিত হ'য়ো। এই সব অস্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই রাম মারীচ ও সুবাহুর বিরাট বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রতে পেরেছিলেন।

শিষ্য—সিদ্ধাশ্রম থেকে রামলক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র কোথায় গেলেন?

গুরু— সিদ্ধাশ্রম থেকে বহির্গত হ'য়ে তাঁরা শোণ নদীর তীরে পৌঁছিলেন। বিশ্বামিত্র রামের প্রশ্নের উত্তরে পরিচয় দিলেন—**কুশ** নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর চারি পুত্র **কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা** ও **বসু**। চারিজনে চারিটি নগর স্থাপন করেন, যথা—'**কৌশাম্বী, মহোদয়া,ধর্ম্মারণ্য** ও **গিরিব্রজ**। এই স্থান গিরিব্রজপুরের অধীন। কুশনাভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ ক'রে গাধি নামে এক পুত্র লাভ করেন। এই গাধিই আমার পিতা।

গিরিব্রজপুর থেকে তাঁরা বিশালা নগরীতে গেলেন। রামের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বামিত্র বললেন—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র বিশালাপুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালার রাজা সুমতি রামলক্ষ্মণ সহ মহর্ষিকে বহু সমাদর সৎকার করলেন। পরদিন তাঁরা মহর্ষি গৌতমের পরিত্যক্ত নির্জ্জন তপোবনে উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—গৌতমের আশ্রম পরিত্যক্ত হয়েছিল কেন?

গুরু—মহর্ষি গৌতম স্বীয় পত্নী অহল্যার সহিত এই তপোবনে বহু কাল তপস্যা করেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বিদ্যার্থী হয়ে তাঁর আশ্রমে বাস করতেন। একদা মহর্ষির অনুপস্থিতি কালে ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যার সহিত

ব্যাভিচার করেন। গৌতম ক্রুদ্ধ হ'য়ে ইন্দ্র ও অহল্যা উভয়কে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে অহল্যা পাষাণে পরিণত হ'য়ে তথায় প'ড়ে রইলেন। গৌতম আশ্রম পরিত্যাগ করলেন।

শিষ্য—অহল্যার শাপমোচন হল কিসে?

গুরু—আশ্রম পরিত্যাগ কালে মহর্ষি গৌতম ব'লে গেলেন—"নারায়ণ রাজা দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হবেন; তাঁর পদস্পর্শে তোমার মুক্তি হবে।" বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশে রাম পাষাণরূপিণী অহল্যার দেহে পদস্পর্শ করলেন; তৎক্ষণাৎ অহল্যা মানবী হলেন। সংবাদ পেয়ে গৌতম ফিরে এসে অহল্যার সহিত পুনর্মিলিত হ'য়ে বিশ্বামিত্র ও রামলক্ষ্মণের আতিথ্য সৎকার করলেন।

শিষ্য—এখানে আমার দুটি জিজ্ঞাস্য। প্রথম—ঋষির শাপে কি অহল্যা যথার্থই জড় পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন? দ্বিতীয়—রামের পদস্পর্শেই কি তিনি সচেতন মানবদেহ প্রাপ্ত হলেন?

গুরু—জড় পাষাণ হয়েছিলেন—এ বিশ্বাস যদি না হয়, তবে ধরে নাও অতি পাপের ফলে তথা ঋষির অভিশাপে অহল্যার পক্ষাঘাত জাতীয় কোন ব্যাধি হয়েছিল; অথবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও চিত্তশুদ্ধির জন্য মহর্ষি অহল্যাকে অনাহারে, নির্জ্জনে রামনামে ও রামধ্যানে সমাহিত হ'য়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। অহল্যা সেই ভাবেই অনাহারে নির্জ্জনে তপস্যা করছিলেন। অহল্যার পাষাণ হওয়ার কথা কৃত্তিবাসীতে আছে। কিন্তু, বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায়—অহল্যা ভস্মাচ্ছাদিত হ'য়ে অবস্থিতা ছিলেন।

গৌতম কর্ত্তৃক অভিশপ্তা ও পরিত্যক্তা হ'য়ে অহল্যা অতিমাত্র অনুতপ্তা হন। গৌতমের নির্দ্দেশে তিনি রামনাম জপ ও রামধ্যানে ডুবে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এতেই তাঁর চিত্তশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল। তাঁকে রামচন্দ্র দর্শন দেন ও আশীর্ব্বাদ করেন। পদস্পর্শের কথা বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসীতে আছে।

শিষ্য—অহল্যা উদ্ধারের পর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে কোথায় গেলেন? পথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল কি?

গুরু—বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলা গমনের উদ্দেশ্যে গঙ্গা-শোণ সঙ্গমে উপস্থিত হলেন। গঙ্গা পার হবার জন্য এক নাবিকের সহায়তা চাইলেন। নাবিক লোকমুখে শুনেছিল যে শিশু রামের চরণস্পর্শে পাষাণ মনুষ্য হয়েছে। তাই প্রথমে

নাবিক তাঁদের নৌকায় উঠাতে রাজী হয়নি। তার ভয় হয়েছিল-তার নৌকাখানি রামের পদস্পর্শে মানুষ হ'য়ে যাবে; তা হলে তার জীবিকার উপায়টিও বন্ধ হ'য়ে যাবে। পরিশেষে বিশেষ আশ্বাস পেয়ে নাবিক রামলক্ষ্মণ সহ মুনিকে পার করে দিল। রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে নাবিকের নৌকাখানি সুবর্ণময় হ'য়ে গেল। দরিদ্র নাবিকের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচে গেল।*

শিষ্য—যথার্থই রামের পদস্পর্শে নৌকা সুবর্ণময় হয়েছিল?

গুরু—ঘটনাটি মূল রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসীতে আছে। যদি অতটা বিশ্বাস ক'রতে বাধে, ধ'রে নাও যে শ্রীরামচন্দ্রের শুভাশীর্ব্বাদে, অতীত জন্মের বিশেষ সুকৃতিবশে নাবিকের দারিদ্র্য দূর হ'ল, নাবিকের সুখসমৃদ্ধি হ'ল। দীনহীন নাবিকের এই আকস্মিক সুখসমৃদ্ধি দেখেই লোকে রটনা ক'রল—রামের চরণ-রজের গুণে নাবিকের নৌকা স্বর্ণময় হ'য়ে গেছে। আচার্য্য শঙ্করের জীবনে দেখা যায় তাঁর প্রার্থনায় লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় এক দরিদ্র গৃহস্থ অতুল ধনের অধীশ্বর হয়।

শিষ্য—মিথিলা কোথায়? রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মুনি মিথিলায় কোথায় কার গৃহে গেলেন?

গুরু—বিহারের অন্তর্গত ত্রিহুত বিভাগে দ্বারভাঙাই প্রাচীন মিথিলা। রাজধানীর নাম ছিল মিথিলা; সমগ্র রাজ্যটির নামও ছিল মিথিলা। মিথিলা রাজ্যের আর এক নাম ছিল বিদেহ। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে রাজধানীতে রাজা জনকের গৃহে গেলেন।

শিষ্য—বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে জনকের গৃহে কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন?

গুরু—জনকের পালিতা কন্যা সীতার স্বয়ম্বর হচ্ছিল। পণ ছিল—হরধনুতে যে গুণ দিতে পারবে, সীতাদেবী তাকেই পতিত্বে বরণ করবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের বীর্য্যবত্তা দেখে স্থির সিদ্ধান্ত ক'রেছিলেন যে রামচন্দ্রই হরধনুতে জ্যা আরোপণ করে সীতাকে লাভ করতে পারবেন। তাই তিনি রামলক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় গিয়েছিলেন।

শিষ্য—জনকের পালিতা কন্যা সীতাদেবী যথার্থতঃ কার কন্যা? জনক তাঁকে কোথায় কী ভাবে পেলেন?

গুরু—প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল—রাজারা স্বহস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ ও শোধন করবেন। একদা রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করছিলেন। ভূমিকর্ষণের সময়ে লাঙ্গ-

---

* এই ঘটনাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়।

লের ফালের দ্বারা জমিতে যে রেখা অঙ্কিত হ'য়ে যায়, তার নাম সীতা। যজ্ঞভূমি কর্ষণ কালে সীতার মধ্যে আকস্মিক ভাবে কন্যাকে পেয়ে জনক ঔরসজাত কন্যাপেক্ষা তাকে স্নেহযত্নে লালন পালন করেন। সীতার মধ্যে প্রাপ্ত ব'লে কন্যাটির নাম রাখেন সীতা। ভূমি হতে উৎপন্ন বা প্রাপ্ত বলে সীতাকে বলা হয় পৃথিবীর কন্যা। বিদেহ রাজ্যের কন্যা ব'লে তাঁর নাম বৈদেহী। জনকের কন্যা এজন্য তাঁকে জানকীও বলা হয়। *

শিষ্য—হরধনু কার ধনুক? জনক পেলেন কোথায়?

গুরু—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করবার সময়ে (অন্য মতে ত্রিপুরাসুর বধের সময়ে) মহাদেব যে ধনু ব্যবহার করেছিলেন, সেই ধনু তাঁর কাছ থেকে দেবতারা পেয়েছিলেন। দেবতারা সেই ধনু জনক রাজার পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন। মতান্তরে পরশুরাম স্বীয় গুরু মহাদেবের নিকট থেকে এই ধনু পেয়েছিলেন; তিনিই উহা জনকরাজাকে দেন এবং নির্দ্দেশ দেন এই ধনুকে যে গুণ দিতে পারবে, সেইই সীতাকে লাভ করবে। মহাদেবের এক নাম হর, এজন্য ধনুখানাকে হরধনু বলা হ'ত।

শিষ্য—ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জীবন বৃত্তান্ত কীরূপ?

গুরু—মহর্ষি গৌতমের পুত্র শতানন্দ রাজা জনকের পুরোহিত ছিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক মাতা অহল্যার শাপমোচন হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বিশ্বামিত্র সহ রামলক্ষ্মণকে সৎকার করলেন। কথাপ্রসঙ্গে শতানন্দ রামলক্ষ্মণের নিকট বিশ্বামিত্রের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।

গাধি রাজার পুত্র বিশ্বামিত্র রাজা হ'য়ে একদা সৈন্যসামন্ত সহ মৃগয়ায় গিয়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠ স্বীয় কামধেনু শবলার সহায়তায় সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে রাজোচিত সৎকার করেন। কামধেনুর অলৌকিক শক্তি দর্শনে লুব্ধ হ'য়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট শবলাকে প্রার্থনা করলেন; বহু প্রলোভন দেখালেন; বশিষ্ঠ কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন বিশ্বামিত্র বলপ্রয়োগে গাভীকে নিতে চাইলে যুদ্ধ বেধে গেল। শবলার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অসংখ্য পহ্লব, কিরাত শক, যবন, ম্লেচ্ছ সৈন্য নির্গত হ'য়ে বিশ্বামিত্রকে পরাজিত ও বিতাড়িত করল। বিশ্বামিত্র শিবের তপস্যা

---

* অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।।—আদি ৬৬/১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সাতু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।।—আদি ৬৬/১৪

ক'রে বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করলেন। আবার বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ। এবারও বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের প্রভাবে বিশ্বামিত্র পরাজিত হ'য়ে বললেন—"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো পরং বলম্"—ক্ষত্রিয় বলে ধিক, ব্রহ্মতেজই শ্রেষ্ঠ বল।

ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের জন্য অটুট প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিশ্বামিত্র তপস্যায় ব'সে গেলেন। অপ্সরা মেনকার মায়ায় প'ড়ে একবার পথভ্রষ্ট হলেন। বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে স্বীয় একশত পুত্র নিহত হ'লে, তিনি আক্রোশবশে বশিষ্ঠের শত পুত্রকে রাক্ষসদ্বারা নিহত করালেন। আর একবার স্বীয় সমগ্র তপস্যার ফল প্রদান পূর্ব্বক রাজা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করেন এবং দেবগণ স্বর্গে তাকে স্থান না দেওয়ায় বিশ্বামিত্র তপোবলে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি পূর্ব্বক ত্রিশঙ্কুকে তথায় স্থাপন করেন। এই ভাবে কোনো না কোনো সূত্রে পুনঃ পুনঃ তাঁর তপস্যা বিফল হ'য়ে গেল। পরিশেষে তিনি তপঃপ্রভাবে রিপু ও ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ জয় করে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বহ্মর্ষি ব'লে স্বীকৃত হলেন। দেবতাদের অনুরোধে বশিষ্ঠদেবও কর্ত্তৃক বহ্মর্ষি ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হ'ল। এইখানেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সুদীর্ঘ বিরোধের অবসান।

শিষ্য—শবলার অঙ্গ থেকে বিবিধ জাতীয় সৈন্য নির্গত হ'ল— এর অর্থ কি?

গুরু—বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁর সহিত বিরোধে কোনো ভারতীয় ক্ষত্রিয় রাজার সহায়তা পাওয়া যাবেনা জেনে, বশিষ্ঠদেব বহির্ভারতের অনার্য্য ও সীমান্তের পার্ব্বত্য জনগণের সাহায্য নিয়ে বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধ করেছিলেন—এরূপ মনে হয়।

শিষ্য—কামধেনু শবলা বিশ্বামিত্রের বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভোগ্যবস্তু প্রদান করল—এও বা কেমন?

গুরু—বশিষ্ঠের তপোবলই মূল; শবলা উপলক্ষ্য মাত্র। মহর্ষি ভরদ্বাজও সসৈন্য ভরতকে তপঃশক্তি বলে রাজোচিত সৎকার করেছিলেন।

শিষ্য—বশিষ্ঠ অনার্য্য ও পার্ব্বত্য জনগোষ্ঠীর সাহায্যে যুদ্ধ না ক'রে তপোবলে বিশ্বামিত্রকে সসৈন্য বিনষ্ট করতে পারতেন নাকি?

গুরু—পারতেন বৈ কি! কিন্তু, তপস্বীরা জাগতিক ব্যাপারে তপঃশক্তির অপব্যয় করেন না। এই কারণেই বিশ্বামিত্র যজ্ঞ রক্ষার্থ রামলক্ষ্মণকে চেয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র নিজে তপঃশক্তিকে তখন শত্রুবিনাশে অপপ্রয়োগ করেন নি।

শিষ্য—বিশ্বামিত্রের জীবন কাহিনী থেকে কী কী শিখিবার আছে?

গুরু— (১) আত্মিক ও দৈববল বাহুবল থেকেও শ্রেষ্ঠ।

(২) উৎকট পুরুষকার দৈবকেও অনুকূল করে তোলে।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ ও দৈব—এই পাঁচটির সংযোগে সমস্ত কিছু সাধিত ও ফলপ্রদ হয়। প্রথম চারিটি পুরুষকারের অন্তর্গত। দৈব অনুকূল না হ'লে পুরুষকারও বিফল হয়। বিশ্বামিত্রের অত্যুৎকট পুরুষকার দৈবকেও অনুকূল ক'রে তুলেছিল।

(৩) তীব্র সঙ্কল্পের সংবেগ ও উদ্যম-অধ্যবসায়-সহকৃত সাধনা সফল না হ'য়ে পারে না। এ যুগের ভগবদবতার আচার্য্যের বাণী— **"সঙ্কল্পে যে সুদৃঢ়, প্রতিজ্ঞায় যে অবিচলিত, যাবতীয় সিদ্ধি তার করতলগত। সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হবার পূর্ব্বে যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।"**

(৪) কঠোর তপস্যার (কায়িক, মানসিক, বাচিক) দ্বারা শক্তি ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু কাম ও ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করতে না পারলে তপস্যার ফল নষ্ট হ'য়ে যায়।

(৫) ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত নয়, গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী।—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" যখন থেকে ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন থেকেই ব্রাহ্মণ-সমাজের তথা সমগ্র হিন্দু-সমাজের অধঃপতন।

শিষ্য—বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণ সহ জনকের* গৃহে উপস্থিত হ'লে তিনি কী করলেন?

গুরু—রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের আগমনে অতিমাত্র আনন্দিত হ'য়ে তাঁকে যথাযোগ্য ভক্তি সহকারে আদর আপ্যায়ন করলেন। সুকুমার রামলক্ষ্মণ অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র জেনে জনক বিশেষ হৃষ্ট হ'য়ে তাঁদেরও সাদর সৎকার করলেন। কথাপ্রসঙ্গে সীতার স্বয়ম্বর ও হরধনুতে গুণ দেওয়া পণের কথা উঠল। রাজর্ষি জনক বললেন— দেশ দেশান্তর থেকে বহু রাজা এসে হরধনুতে গুণ দিতে ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে গেছেন। প্রত্যাখাত রাজারা দলবদ্ধ হ'য়ে মিথিলা আক্রমণ করে। এক বৎসর যুদ্ধে আমার সমস্ত উপকরণ নষ্ট হ'ল। পরিশেষে দেবগণ আমার তপস্যায় প্রসন্ন হ'য়ে চতুরঙ্গ সৈন্য দিলেন। তখন যুদ্ধে আমি জয়ী হলাম; রাজারা পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন ক'রল। আমি সেই ধনু দেখাব; যদি রাম তাতে গুণ দিতে পারেন, তবে সীতা তাঁকে বরণ করবে।

---

* জনক মিথিলার রাজবংশের কৌলিক উপাধি। সীতার পিতার নাম — সীরধ্বজ জনক।

শিষ্য—সমস্ত বীর ক্ষত্রিয় রাজারা যাতে গুণ দিতে পারেন নি, সেই হরধনু কত বড় ছিল? রাম কীভাবে তাতে জ্যা সংযোগ করলেন?

গুরু— জনকের আদেশে পাঁচ হাজার লোকে একখানি অষ্টচক্র শকট টেনে নিয়ে এল। তার উপর লৌহনির্মিত একটি মঞ্জুষার মধ্যে ধনুখানি রক্ষিত ছিল। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম ধনুখানি মাঝখানে ধ'রে মঞ্জুষা থেকে তুলে নিলেন এবং অনায়াসে জ্যা সংযোগ ক'রে আকর্ষণ করলেন;ভীষণ শব্দে ধনু ভেঙে গেল। রামলক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র ও রাজা জনক ছাড়া সকলেই সেই শব্দে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল। রামচন্দ্র বালক হ'লেও, তিনি নারায়ণের অবতার, অদ্বিতীয় বীর, রাক্ষসকুল নিধনের জন্য অবতীর্ণ, তা একমাত্র বিশ্বামিত্রই জানতেন। হরধনু ভঙ্গ হলে রামের বিক্রম সকলেই জানতে পারলেন।

শিষ্য—ধনুকের বিরাটত্বের যে বিবরণ পাওয়া গেল তা কি অবিশ্বাস্য নয়?

গুরু—মনে রাখতে হবে—রামায়ণ জীবনবৃত্তান্ত বটে, কিন্তু উহা কাব্য। কাব্যকে সরস ও জনগণের মনোরঞ্জক ও সুপাঠ্য করতে হ'লে, ইতিহাসের সহিত অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার, কল্পনা ইত্যাদি কিছু কিছু থাকবেই। মূল বক্তব্য বিষয় তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

শিষ্য—ধনুর্ভঙ্গের পর রাজা জনক কী করলেন?

গুরু—রাজা জনক রামের সহিত সীতার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিশ্বামিত্র বললেন—সেজন্য রামলক্ষ্মণের পিতা দশরথের অনুমতি চাই। তা ছাড়া, এরা চারি ভাই একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, এক দিনে চারিজনের বিবাহ হওয়া উচিৎ। রাজা জনক চিন্তিত হলেন। পুরোহিত শতানন্দ বললেন—মহারাজ! আপনার দুই কন্যা—সীতা ও উর্ম্মিলা।* আপনার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুইটি কন্যা—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি। আপনার দুই কন্যা—সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত যথাক্রমে রাম ও লক্ষ্মণের এবং ভ্রাতার দুই কন্যা—মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে রামের অপর দুই ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিন। তা হ'লেই সমস্যার সমাধান হবে। রাজা জনক এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলেন।

শিষ্য—রামাদির বিবাহ ব্যাপার কীরূপে সম্পন্ন হ'ল?

গুরু—জনকের দূত অযোধ্যায় গিয়ে রাজা দশরথকে সংবাদ জানাল। রাম কর্তৃক তাড়কা বধ, যজ্ঞ রক্ষা ও রাক্ষসবাহিনী ধ্বংস, অহল্যা উদ্ধার, হরধনু ভঙ্গ প্রভৃতি

---

* জনকের ঔরসজাত কন্যা—উর্ম্মিলা

সংবাদ জেনে দশরথ আনন্দে আত্মহারা হয়ে সসৈন্যে বশিষ্ঠাদি গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রী ও পুত্রগণ সহ জনকের আমন্ত্রণক্রমে মিথিলায় গমন করলেন। পরস্পর আদর আপ্যায়ন ও বংশপরিচয় দেওয়া হ'ল।*

পরে যথারীতি শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন হ'ল। তৎপরে রাজা জনক প্রথমে সীতাকে এনে অগ্নি-সমক্ষে রামের অভিমুখী ক'রে স্থাপন পূর্ব্বক সম্প্রদান ক'রে বললেন—এই আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্ম্মচারিণী, তুমি একে নাও, তোমার পাণির দ্বারা এর পাণি গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হোক। এই মহাভাগা পতিব্রতা সর্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হবে।[১] তৎপরে অপর তিন কন্যাকে যথারীতি সম্প্রদান করলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। যে পুণ্য লগ্নে বিবাহ-সময় নির্দ্ধারিত হয়েছিল, তাতে স্বামিস্ত্রীতে কদাচ বিচ্ছেদ হয় না। দেবগণ মন্ত্রণা করলেন—রামসীতার বিচ্ছেদ যদি না হয়, তবে সীতাহরণ, রাবণ সহ রাক্ষসকুল ধ্বংস হবে কী উপায়ে। তাঁরা যুক্তি ক'রে চন্দ্রদেবকে সুন্দরী নর্ত্তকী বেশে রাজা জনকের সভায় পাঠিয়ে দিলেন। ছদ্মবেশী নর্ত্তকী চন্দ্রের নৃত্যগীতে মোহিত হ'লে, নির্দ্ধারিত লগ্ন অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল।

শিষ্য—বিবাহের পরে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কী ঘটনা ঘটেছিল?

গুরু— অযোধ্যার রাজা দশরথপুত্র রাম হরধনু ভেঙ্গে সীতাকে বিবাহ করেছেন শুনে ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরাম ক্রুদ্ধ হ'য়ে মিথিলাভিমুখে আসছিলেন; পথে সদলবল দশরথের সঙ্গে দেখা। কালান্তক সম ক্রুদ্ধ ভীমদর্শন ভৃগুরামকে দেখে ভীত, ত্রস্ত দশরথ তাঁর পূজা করলেন। ভৃগুরাম রামচন্দ্রকে বললেন—তুমি জীর্ণ হরধনু ভেঙ্গে বীরত্ব দেখিয়েছ; আমার এই ধনুতে শর যোজনা ক'রে বীরত্ব দেখাও। বিশ্বকর্ম্মা দুইটি ধনু নির্মাণ করেছিলেন। তুমি যেটা ভেঙেছ সেটা মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধে ব্যবহার করেছিলেন। আমার এই ধনু ছিল বিষ্ণুর। রাম ভার্গবের হাত থেকে ধনু নিয়ে অনায়াসে

---

*জনকের কুলপরিচয়ঃ—ধর্ম্মাত্মা রাজা নিমির পুত্র মিথি; তৎপুত্র প্রথম জনক; তার তিন পুরুষ পরে দেবরাত; তার চৌদ্দপুরুষ পরে হ্রস্বরোমা; তাঁর দুই পুত্র—সীরধ্বজ ও কুশধ্বজ. সীরধ্বজই সীতার পিতা জনক।

১। ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব।।—আদি ৭৪।২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীস্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা।। আদি ৭৪।২৭

শর যোজনা করলেন। পরশুরাম পরাভূত ও নিষ্প্রভ হ'য়ে রামকে প্রদক্ষিণ ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

শিষ্য—পরশুরাম কে? এ নাম হওয়ার কারণ কি?

গুরু — ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জমদগ্নির কনিষ্ঠ পুত্র রাম। ভৃগুবংশীয় ব'লে ইনি ভৃগুরাম বা ভার্গব নামেও অভিহিত হন। রাম মহাতেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কঠোর-প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর পিতৃভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি মহাদেবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা ক'রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর হ'য়ে উঠেন। কথিত আছে—দেবাদিদেবের সমীপে শিক্ষার্থীরূপে অবস্থান কালে একদা পিতৃ-মাতৃ-দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'লে, অনুমতির জন্য গুরু মহাদেবের নিকট যান। পুত্র গণপতি দ্বাররক্ষকরূপে তাঁকে নিবারণ করেন। তখন ক্রুদ্ধ ভৃগুরাম একটানে তাঁর একটি দাঁত উৎপাটন করেন। তদবধি গণেশ একদন্ত।

একদা জমদগ্নি পত্নীকে জল আনয়নের জন্য নর্ম্মদা নদীতে প্রেরণ করেন। তখন সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পত্নীগণ সহ জলবিহার করছিলেন। সেই দৃশ্য দেখতে থাকায় ঋষিপত্নী রেণুকা দেবীর জল আনতে বিলম্ব হ'ল। ক্রুদ্ধ জমদগ্নি রেণুকা দেবীকে বধ করবার জন্য একে একে পুত্রগণকে আদেশ দিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ আদেশ পালন করল না;—পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃনির্দেশ পালনার্থ মাতৃহত্যা করলেন। পরে অবশ্য তাঁর প্রার্থনায় ঋষি স্বীয় পত্নীকে পুনর্জ্জীবন দান করেন। পিতার বরে পরশুরাম অমর হন।

জমদগ্নির একটি কামধেনু ছিল। সম্রাট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সেটি দাবী করেন। অসম্মত হ'লে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নিকে হত্যা ক'রে কামধেনু হরণ করেন। ভৃগুরাম এসে এই নিদারুণ সংবাদ জেনে ক্রোধে জ্ব'লে ক্ষত্রিয় ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিলেন। তিনি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। তিনি সর্ব্বদা এক ভীষণ কুঠার হাতে রাখতেন, এজন্য তাঁর এক নাম পরশুরাম; পরশুরাম ভগবানের অন্যতম অবতার।

শিষ্য— জমদগ্নি স্বীয় পত্নীকে সামান্য অপরাধের জন্য অন্য দণ্ড বিধান না ক'রে চরম দণ্ড দিলেন কেন?

গুরু—জমদগ্নি মহাতপস্বী ছিলেন। তপোবলে মৃতব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবন দান তাঁর পক্ষে কঠিন কার্য্য ছিল না। সুতরাং, তাঁর পক্ষে এই দণ্ড দান বিশেষ কিছু চিন্তার বিষয় নয়। অথচ সাধারণের নিকট এ হচ্ছে চরম দণ্ড। পত্নী রেণুকা এই চরম দণ্ড

পেয়ে চিরজীবনের জন্য শুদ্ধ ও সাবধান হ'য়ে গেলেন। জনসাধারণের সমক্ষেও পতি সেবায় অমনোযোগিতা ও ব্যসনপ্রবৃত্তি যে কতদূর অন্যায় ও দণ্ডনীয়, তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হ'ল।

শিষ্য—ভৃগুরাম নির্ব্বিচারে পিতার আদেশে মাতৃহত্যা করলেন; এটা কেমন? শাস্ত্রে বলে—"পিতা স্বর্গঃ", "মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী", "পিতুরপ্যধিকা মাতা"

গুরু—ভৃগুরাম স্বীয় পিতার মহত্ত্ব ও তপোবল জানতেন। তিনি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হ'য়ে হঠকারিতার বশে আদেশ করেন নি, করতে পারেন না; তা রামের জানা ছিল। তাছাড়া মাতৃহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেছিলেন। মায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি, পিতৃভক্তি অপেক্ষা কম ছিল না।

শিষ্য—পরশুরাম ভগবানের অবতার, রামচন্দ্রও ভগবানের অবতার। তবে উভয়ের মধ্যে এরূপ সঙ্ঘর্ষ হ'ল কেন?

গুরু — এই রহস্য বুঝতে হলে স্মরণ রাখতে হবে—পরশুরাম দশরথের অস্ত্রগুরু; পরশুরামই সীতার স্বয়ম্বরের জন্য হরধনুতে গুণ দেবার পণ নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে নারায়ণ রাক্ষসবংশ ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ হবেন; তিনিই সীতাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করবেন। তিনি ছাড়া কেহ হরধনুতে জ্যা সংযোগ করতে পারবেন না।

বাইরে ক্রোধের ভাব দেখা গেলেও পরশুরাম বস্তুতঃ ক্রুদ্ধ হন নি; স্বীয় তেজের পূর্ণ প্রকাশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, হরধনু ভঙ্গের সংবাদে তিনি বুঝলেন রামই নারায়ণের অবতার—রাক্ষসবংশ নিধন ক'রে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য। তাই ভৃগুরাম চাইলেন স্বীয় তেজঃ রামের মধ্যে সঞ্চার করতে। রামের হাতে ধনু প্রদান ছলে তিনি তাই করলেন। বাইরের ঘটনা দেখে লোকে ভাবল—একটা সঙ্ঘর্ষ হ'য়ে গেল।

শিষ্য—একই সময়ে জগতে দুইজন অবতার থাকেন কীরূপে?

গুরু—ভগবান অনন্ত। অনন্ত থেকে অনন্ত বার অনন্ত বিয়োগ করলে অনন্তই অবশিষ্ট থাকে। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" সুতরাং, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কাজের জন্য একই সময়ে বহু অবতার হ'তে বাধা কি?

আদিকাণ্ড সমাপ্ত

অযোধ্যা কাণ্ড

শিষ্য— বিবাহের পর রাম কত বৎসর অযোধ্যায় ছিলেন? রাজা দশরথ যখন রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন, তখন রামের বয়স কত?

গুরু—দ্বাদশ বর্ষ বয়সে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিতে আসেন। বিবাহের পর আরও দ্বাদশ বৎসর রামচন্দ্র অযোধ্যায় বাস করেন। বিবাহের পর ত্রয়োদশ বর্ষে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, সুতরাং রাজ্যাভিষেক ও বনগমনের সময়ে রামের বয়স ২৫ বৎসর হয়েছিল। মতান্তরে ১৫ বৎসর বয়সে বিশ্বামিত্র রামকে নিতে আসেন। সে মতে বনগমনের সময়ে রামের বয়স ২৮ বৎসর।

শিষ্য—রাজ্যাভিষেকের সময়ে ভরত শত্রুঘ্ন কোথায় ছিলেন?

গুরু—ভরতের মাতুলালয় কেকয় রাজ্যের (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) রাজধানী গিরিব্রজপুরে (কাবুল) ভরত-শত্রুঘ্ন গিয়েছিলেন।

শিষ্য—পুত্রদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে এতবড় একটা গুরুতর কার্য্য—রাজ্যাভিষেকের উৎসব সম্পন্ন করবার জন্য দশরথ এত ত্বরান্বিত হ'লেন কেন? এতেই তো সন্দেহের উদয় হয়। ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনিয়ে নিলেন না কেন?

গুরু—রাজা দশরথ, একে তো বার্দ্ধক্যে অচলপ্রায়, তদুপরি চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখলেন। তারপর ভীষণ দুঃস্বপ্ন তাঁকে আকুল ক'রে তুলল; তাঁর ধারণা হল যে রামের রাজ্যাভিষেকে বাধা ঘটবে। এরূপ আশঙ্কা তাঁর মনে অহরহঃ জাগতে লাগল। তাই তিনি জীবদ্দশাতেই রামের রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করতে চাইলেন। তাই ভরতশত্রুঘ্ন তথা তাঁদের মাতামহ অশ্বপতি এবং মাতুল যুধাজিৎকে সংবাদ দিবার অবসরও দিতে চাইলেন না। রাজা জনককেও তিনি এই শুভ সংবাদ দিতে পারেন নি।

তা ছাড়া, তিনি কৈকেয়ীকে বিবাহের সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর গর্ভজাত সন্তান রাজসিংহাসন পাবে। এজন্য ভরতের অনুপস্থিতিতেই তিনি রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করতে চাইলেন। তাঁর সংশয় ছিল—ভরত উপস্থিত থাকলে হয়তো কোনো অভিসন্ধিপরায়ণ লোক

ভরতকে অবলম্বন ক'রে রাজার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির বিষয় নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

শিষ্য—দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করবার সময়ে তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে রাজসিংহাসন দানের প্রতিশ্রুতি কেন দিলেন?

গুরু—দশরথের সকল রাণীই অপুত্রক ছিলেন। তাঁদের পুত্র লাভের আশা নেই স্থির জেনে তিনি পুত্র-বাসনায় কৈকেয়ীকে বিবাহ করেন, সুতরাং প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাঁর অসঙ্গত হয় নি।

শিষ্য—মহারাজ দশরথ স্বীয় প্রতিশ্রুতি মত কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্য দিলেই তো পারতেন!

গুরু—না, তা সম্ভব ছিল না। কারণ, (১) ইক্ষ্বাকু বংশের সনাতন রীতি অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসিংহাসনের অধিকারী হয়; এ রীতি লঙ্ঘন দশরথের পক্ষে অসম্ভব।

(২) সামন্ত রাজগণ এবং প্রজা-প্রতিনিধিগণের অভিমতানুসারে যৌবরাজ্যের অধিকারী নির্ব্বাচিত হ'ত। রাজার ইচ্ছায় হত না।

(৩) রামচন্দ্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন; তিনি স্বীয় গুণ ও মহত্ত্বের দ্বারা সামন্ত রাজগণের এবং সমগ্র প্রজাবর্গের হৃদয় জয় করেছিলেন। সকলের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষাই ছিল যে রামচন্দ্র রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

শিষ্য—রাজা দশরথ যে স্বেচ্ছামত রামকে রাজপদে বরণ করতে চান নি—তার কী প্রমাণ আছে?

গুরু—আছে বৈ কি! রামচন্দ্রের অতুলনীয় গুণে মুগ্ধ প্রজাবর্গ মনে প্রাণে রামচন্দ্রকে চাচ্ছিল। রাজসিংহাসনে অভিষেকের পূর্ব্বেই রামচন্দ্র সমগ্র প্রজাবর্গের হৃদয়সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাজা দশরথ সমবেত রাজন্য ও প্রজাবর্গের নিকট যখন প্রস্তাব করলেন তখন সকলে আনন্দোন্মত্ত হয়ে মহাকোলাহলে সমর্থন জানাল। দশরথ ভালরূপ যাচাই করে নেবার জন্য কপটভাবে বললেন—আপনারা সকলে যখন রামকেই রাজারূপে পাবার জন্য এত ব্যগ্র, তখন কি মনে করতে হবে যে আমি ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করি নি? তখন সকলে বললেন—মহারাজ! বহু ভাগ্য বলে আপনি রামের ন্যায় পুত্র পেয়েছেন; রামের অশেষ সদ্‌গুণ। সমগ্র প্রজাবর্গ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনায় দেবারাধনা করে। সকলে

রামের বল, আয়ু, আরোগ্য কামনা করে। আমরা সকলেই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে চাই।

শিষ্য—রামচন্দ্রের চরিত্রে রাজোচিত কী কী গুণ বিকসিত হয়েছিল?

গুরু—তিনি রূপবান, বীর্য্যবান, অসূয়াশূন্য, সর্ব্বদা প্রশান্তচিত্ত, মৃদুভাষী; পরুষবাক্যে উত্তর দেন না; একটিমাত্র উপকার করলেও সন্তুষ্ট; কিন্তু শত অপকার করলেও তা স্মরণ রাখেন না। ক্ষাত্রধর্ম্মে এবং স্বধর্ম্ম পালনে তিনি অটুট নিষ্ঠাবান্। অমঙ্গলকর বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁর রুচি নেই; বিচার ক্ষেত্রে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় ধীমান্। তিনি নীরোগ, তরুণ, বাগ্মী, বিশালবপু, দেশকালজ্ঞ, লোকঅভিজ্ঞ, চরিত্রবান্, অপরাজেয়, লোকনাথ-তুল্য।

শিষ্য—রামের এই যৌবরাজ্যে অভিষেকের প্রস্তাবটির মধ্য দিয়ে তদানীন্তন কালে রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায়?

গুরু—তখনকার রাষ্ট্র রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু সে রাজতন্ত্রে স্বৈরতন্ত্রের স্থান ছিল না। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হ'ত বটে; কিন্তু রাজপুত্রের রাজোচিত গুণ—প্রজারঞ্জন, প্রজাপালন ও প্রজারক্ষণের মহত্ত্ব ও সামর্থ্য অর্জ্জন করতে হত; তবেই তিনি সামন্ত, মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ এবং পৌর ও জানপদ প্রজাবর্গের সমর্থন পেতেন। রাজাকে রাজ্য শাসন, পরিচালন ও পালনের জন্য গুরু, পুরোহিত, মন্ত্রী, অমাত্য, সামন্ত রাজন্য এবং পৌর ও জানপদ প্রজাগণের প্রতিনিধিগণের মতামতের উপর নির্ভর করতে হ'ত। উক্ত সকলের সাগ্রহ সমর্থনে রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য দিবার আয়োজন করেছিলেন। রামায়ণে বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে, যা থেকে জানা যায় যে যখনই কোনো রাজা স্বৈরাচারী হয়েছে, তখনই সকলের সমবেত প্রতিবাদ ও বিরোধিতায় তাকে সিংহাসনচ্যুত হ'তে হয়েছে।

শিষ্য— কৈকেয়ী কি রামের প্রতি বিমাতৃসুলভ দ্বেষ পোষণ করতেন? না হ'লে, তিনি রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক চাইলেন কি শুধু মন্থরার কু-পরামর্শে?

গুরু—ভরতের চেয়েও কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে অধিক স্নেহ করতেন। রামচন্দ্র কৈকেয়ীর গৃহেই অধিক সময় থাকতেন; প্রভাতে শয্যা ত্যাগ ক'রে রাম কৈকেয়ীকেই আগে প্রণাম করতেন। কৈকেয়ী যখন মন্থরার নিকট রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদ পেলেন, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে, মন্থরাকে স্বীয় কণ্ঠের

অমূল্য রত্নহার দান করতে উদ্যত হন। মন্থরার কুপরামর্শেই তাঁর চিত্তবিকৃতি ও বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছিল।

শিষ্য—রামের প্রতি এতদূর স্নেহশীলা কৈকেয়ী মন্থরার কুপরামর্শে ক্ষণকালের মধ্যেই এমনি কুটিল, স্বার্থপর, সপত্নী-বিদ্বেষিণী হ'তে পারেন?

গুরু—হয়েছিলেন। কৈকেয়ীর প্রতি কৌশল্যার কিরূপ সপত্নীবিদ্বেষ তা নানা কল্পিত দৃষ্টান্ত দিয়ে মন্থরা দেখিয়ে দিল; পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত থেকেও যে দশরথ ভরতের অনুপস্থিতিতে রামের রাজ্যাভিষেক করছেন, এর পিছনে যে কৌশল্যার ষড়যন্ত্র আছে—তা বুঝিয়ে দিল; আরও জানিয়ে দিল যে রামচন্দ্র রাজা হ'লে কৌশল্যা হবেন রাজমাতা; বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর সে কৈকেয়ী ও ভরতকে নির্ব্বাসন দেবেই। এরূপ বহু কুটিল মধুমাখা বিষময় বাক্যবিষ কৈকেয়ীর কাণে ঢেলে দিল; তা কৈকেয়ীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিষক্রিয়া জাগাল।

শিষ্য— কৈকেয়ী কীরূপে দশরথের কাছ থেকে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল?

গুরু—মন্থরার কুটিল পরামর্শে বশীভূতা কৈকেয়ী বসনভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মলিন বেশ গ্রহণ ক'রে ভূমিশয্যায় শুয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এদিকে মহাসমারোহে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের যথাযোগ্য আয়োজন করবার আদেশ দিয়ে দশরথ যখন কৈকেয়ীর আবাসে গেলেন, দেখেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী ধূলায় ধূসরিতা ক্রন্দনপরায়ণা। বড় আনন্দেই রাজা এসেছিলেন কৈকেয়ীকে শুভ সংবাদ দিতে; ভেবেছিলেন এ সংবাদে কৈকেয়ী সবচেয়ে খুশি হবেন। কিন্তু বিপরীত দৃশ্য দেখে দশরথ দুঃখে বিচলিত হ'য়ে কৈকেয়ীকে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কৈকেয়ী প্রথমে রাজাকে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিলেন যে তিনি কৈকেয়ীর কোনো প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না। দশরথ সরল মনে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমনি কৈকেয়ী-নাগিনী তার তীব্র হলাহল ঢেলে দিল—পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দুই বরে (১) রামচন্দ্রের চৌদ্দবর্ষ বনবাস এবং (২) ভরতের রাজ্যাভিষেক —চাই।

শিষ্য—কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা শুনে রাজার অবস্থা কীরূপ হল? তিনি কী করলেন?

গুরু—কৈকেয়ীর প্রার্থনা বজ্রাঘাতের ন্যায় দশরথের মস্তকে পতিত হল; তিনি

শোকে, ব্যথাবেদনায় অচেতন হয়ে পড়লেন। চেতনা পেয়ে রাজা কৈকেয়ীকে মিষ্ট বাক্যে ও তিরস্কারে কত বুঝালেন; পুত্রশোকে যে রাজার অপমৃত্যু হবে—সে আশঙ্কাও বললেন; কিন্তু, কৈকেয়ী অটল রইলেন। দশরথ কখনো অচেতন হ'য়ে পড়ছেন, কখনো উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বক্‌ছেন, আবার কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীর প্রতি গালি ও অভিসম্পাৎ বর্ষণ করছেন। এইভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

শিষ্য—দশরথ কি স্ত্রৈণ ছিলেন? তিনি রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ দিতে প্রথমেই কেন কৈকেয়ীর নিকট গেলেন?

গুরু—এ প্রশ্ন করার পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল যে দশরথ সাধারণ লোকের ন্যায় স্ত্রৈণ হলে কি তিনি রামচন্দ্রের ন্যায় নরোত্তমের পিতা হতে পারতেন? নিম গাছে কি আম ফলে? তবে, কৈকেয়ীর ন্যায় বহুগুণবিভূষিতা পত্নীর পক্ষপাতী হওয়া দশরথের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল।

শিষ্য—তিনি কৈকেয়ীর নিকট প্রথমেই কেন গেলেন?

গুরু—(১) দশরথ জানতেন—রামের প্রতি কৈকেয়ীর স্নেহ কৌশল্যাপেক্ষা অধিক। সুতরাং, রামের রাজ্যাভিষেকের প্রিয় শুভ সংবাদে কৈকেয়ীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত ও সুখী হবেন।

(২) কৈকেয়ীকে বিবাহ করবার সময়ে তাঁর পিতার নিকট দশরথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর গর্ভজাত পুত্রই অযোধ্যার সিংহাসন পাবে। অথচ বংশরীতি, যোগ্যতা ও সমস্ত প্রজাবর্গের আগ্রহে রামচন্দ্রকেই সিংহাসনে বসাতে হবে। যদি কৈকেয়ীর আপত্তি না থাকে, তবে তার পিতারও আপত্তি থাকবে না। তবেই তিনি প্রতিশ্রুতি হতে নিষ্কৃতি পাবেন। কৈকেয়ীর অসম্মতি নেই, থাকতে পারে না;—এ ধারণা রাজার ছিল। তাই রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তথাপি তো একটা মৌখিক সম্মতিরও প্রয়োজন আছে; এজন্য রাজা কৈকেয়ীর কাছে প্রথমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটা রাজার স্ত্রৈণতা নয়, তাঁর সত্যপরায়ণতা।

শিষ্য—কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের পক্ষপাতিত্ব অপরিহার্য্য কেন ছিল?

গুরু—কৈকেয়ী যে শুধু রূপে অদ্বিতীয়া ছিলেন, তা নয়, তিনি বহুগুণে ও শক্তিতে বিভূষিতা ছিলেন। কৈকেয়ী যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সারথ্য ও সৈন্য পরিচালনা

করতেন, স্বীয় প্রাণকে উপেক্ষা ক'রে তিনি রাজার সেবা করতেন, রাজকার্য্যে কৈকেয়ীর মন্ত্রণার বিশেষ মূল্য ছিল; গুরুতর রাজকার্য্যে শ্রান্ত ক্লান্ত রাজার চিত্তকে নৃত্যগীত, মধুর আলাপন দ্বারা আনন্দিত ও অবসাদমুক্ত করতেন। এজন্য সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা কৈকেয়ীর সাহচর্য্য রাজার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল।

শিষ্য—দশরথ কী কী কারণে, কখন কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিতে অঙ্গীকার করেন?

গুরু—একদা দেবরাজ ইন্দ্রের আমন্ত্রণে রাজা দশরথ সম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধ করতে যান। কৈকেয়ী রাজার সারথ্য করেন। যুদ্ধে রাজা সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হন, তাঁর রথের যুগকাষ্ঠ ভেঙে যায়; রাজার এই মহাসঙ্কট কালে কৈকেয়ী এক হাতে দৃঢ়ভাবে যুগকাষ্ঠ, অন্য হাতে রথরশ্মি ধরে সুনিপণভাবে রথ পরিচালন করেন; অবশেষে দশরথ জয়ী হন; আহত ও মরণাপন্ন রাজা কৈকেয়ীর প্রাণপাতী, অকুণ্ঠ সেবায় বেঁচে উঠেন। সেই সময়ে দশরথ কৈকেয়ীকে একটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন।

আর একবার রাজার হাতের আঙ্গুলে একটি মারাত্মক বিস্ফোটক হয়। ধন্বন্তরির ভ্রাতা চিকিৎসা করেন। চিকিৎসক বলেন রাজার প্রাণ বাঁচান দুষ্কর। যদি কেহ মুখ দিয়ে ব্রণের বিষ শোষণ ক'রে নিতে পারে, তবেই রাজা বাঁচবেন। কিন্তু, যিনি বিষ মুখ দিয়ে শোষণ করবেন, তাঁর প্রাণের আশঙ্কা আছে। কৈকেয়ী নিজ প্রাণ উপেক্ষা ক'রে ব্রণবিষ শোষণ পূর্ব্বক দশরথের প্রাণ রক্ষা করেন। তখনও রাজা কৈকেয়ীকে একটি বর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্র স্বীয় বনবাসের নির্দ্দেশ ও ভরতের রাজ্যাভিষেকের বার্তা কীরূপে কার নিকট থেকে পেলেন?

গুরু—রাজা শোকে, দুঃখে, অনুতাপে অচেতন হয়ে রইলেন। প্রত্যুষে সকলে রাজসভায় তাঁর আগমন প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু, বিলম্ব হওয়ায় বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে সংবাদ নিতে পাঠালেন। সুমন্ত্রকে দেখে রাজা বললেন—শীঘ্র রামচন্দ্রকে নিয়ে এস। রামচন্দ্র পিতার আহ্বানে কৈকেয়ীর প্রাসাদে উপস্থিত হ'য়ে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হলেন। পিতা ভূমিশয্যায় বিলুণ্ঠিত, চক্ষু রক্তবর্ণ; শোকে দুঃখে মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিশীর্ণ; পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বিমাতা কৈকেয়ী। 'রাম' এই শব্দ ছাড়া রাজা কিছুই বলতে পারলেন না। রামচন্দ্রও কিছুই বুঝতে পারলেন না।

রাজা কোনো কথাই বলতে পারছেন না। কৈকেয়ী তখন নিঃসঙ্কোচে, নির্লজ্জভাবে রামচন্দ্রকে শুনিয়ে দিলেন—"রাজা আমাকে দুটি বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি এক বরে তোমার চৌদ্দ বৎসর বনবাস, আর এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক চেয়েছি। তোমাকে নিজমুখে তিনি একথা বলতে পারছেন না। তুমি পিতৃসত্য পালনার্থ সত্বর বনে গমন করলে রাজা প্রসন্ন হবেন।"

শিষ্য—নির্ব্বাসন আদেশ জেনে রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'ল?

গুরু—রামচন্দ্র রাজ্যাভিষেকের সংবাদ যেরূপ আনন্দে গ্রহণ করেছিলেন, পিতৃসত্য পালনের জন্য নির্ব্বাসনের সংবাদও ঠিক তেমনি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করলেন; বিন্দুমাত্রও চিত্তবিকৃতি তাঁর হয়নি। বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর বিরক্তি বা বিদ্বেষ হয়নি, ভরতের প্রতিও কোনো বিরূপ ভাব আসেনি; পিতার প্রতি তাঁর ভক্তি ও আনুগত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি সানন্দে বনবাসী হ'তে প্রস্তুত হলেন। কণামাত্র নৈরাশ্য বা অবসাদ তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়নি। রামচন্দ্র বলেছিলেন—"রাজার আজ্ঞায় আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, বিষ খেতে পারি, সমুদ্রে ডুবতে পারি।"*

শিষ্য—রামচন্দ্রের বনবাস বার্ত্তা শুনে জননী কৌশল্যার কিরূপ অবস্থা হ'ল?

গুরু—রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে জননী কৌশল্যা পরমানন্দে পুলকিতা হ'য়ে রামের কল্যাণকামনায় দেবপূজাদিতে ব্যাপৃতা ছিলেন। রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসের সঙ্কল্প নিয়ে মায়ের নিকট বিদায় নিতে এলেন, তখন তাঁর মুখে নির্ব্বাসনের কথা শুনে কৌশল্যাদেবী সুমধুর সুখ-কল্পনার স্বর্গ থেকে দুঃখশোকের মহাসমুদ্রে নিপতিতা হলেন। হাহাকার করে কেঁদে কেটে তিনি আত্মহারা হলেন। বহুপ্রকার যুক্তি ও প্রবোধ দিয়ে তিনি রামচন্দ্রকে নিরস্ত করতে চাইলেন; কিন্তু, যখন দেখলেন রাম স্বীয় সঙ্কল্পে অটল, তখন অগত্যা অনুমতি দিলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রকে নিরস্ত করবার জন্য কৌশল্যা কী কী যুক্তি দিলেন?

গুরু—কৌশল্যা বললেন—"স্বামিসৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতা হ'য়ে পুত্র হলে

---

* অহং দি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।।—অযোধ্যা ১৮।২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।।—অযোধ্যা ১৮।২৯

দুঃখ দূর হবে সেই আশায় ছিলাম। কিন্তু তুমি পরিত্যাগ করলে আমি কীরূপে প্রাণ ধারণ করব? তোমার অভাবে আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর জীবনযাপন করতে হবে। পিতার আজ্ঞা পালনীয় বটে, কিন্তু মাতার আজ্ঞাও কি পালনীয় নয়?"

শিষ্য— কৌশল্যাকে রাম কী ব'লে সান্ত্বনা দিলেন?

গুরু—রাম বললেন—"জননি! রাজা যেমন আমার পূজনীয় তেমনি তোমারও। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন আমি কিছুতেই করতে পারি না। ভৃগুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতাকেও হত্যা করেছিলেন; পিতৃ আজ্ঞা সর্বদাই পালনীয়। পিতৃ-আজ্ঞায় আমার পূর্ব্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ ভূমি খনন করতে গিয়ে বিনষ্ট হন। যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে, সে পিতামাতা ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করতে পারে না। আপনার, আমার, লক্ষ্মণের, সীতার ও মাতা সুমিত্রার শ্রেষ্ঠ ধর্ম—পিতা দশরথের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া। আজ্ঞা করুন—আমি পিতৃসত্য পালন ক'রে ফিরে এসে আপনার চরণ বন্দনা করব।"

শিষ্য—রামের নির্ব্বাসন-নির্দ্দেশ শ্রবণে রামগতপ্রাণ লক্ষ্মণ কী করলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ এতদূর মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি রামের বনগমন প্রতিরোধ করবার জন্য দৃঢ়তা দেখাতে লাগলেন। বহু যুক্তিতর্ক দিয়ে রামকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন।

শিষ্য—লক্ষ্মণ কী কী যুক্তি দিয়েছিলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ বললেন—"বার্দ্ধক্যে রাজার বুদ্ধি বিপরীত হয়েছে, স্ত্রৈণতার বশে তিনি কী না বলতে পারেন! লোকে এ সংবাদ জানবার পূর্ব্বেই আমার সহায়ে আপনি রাজ্য অধিকার করুন। পিতা যদি কৈকেয়ীর প্ররোচনায় শত্রুতা করেন, তবে তাঁকেও কারারুদ্ধ, এমন কি বধ করতে হবে। গুরুজনও যদি কার্য্যাকার্য্য না বুঝে বিপথে চলেন, তবে তাঁর শাসন কর্ত্তব্য। যা ন্যায়তঃ আপনার প্রাপ্য, রাজা তা কোন্ যুক্তিতে কৈকেয়ীকে দিতে চান?"

শিষ্য—পিতাকে এরূপ নিন্দা ও পিতার বিরুদ্ধে ওরূপ বিদ্রোহভাব প্রকাশ করা লক্ষ্মণের পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয় নয় কি?

গুরু—লক্ষ্মণের এই আপাত অশোভনীয় উক্তি ও আচরণের রহস্য বুঝতে হ'লে দেখতে হবে—(১) লক্ষ্মণ ছিলেন একান্ত রামগতপ্রাণ। রামই ছিলেন তাঁর পিতা, মাতা, ভ্রাতা—আরাধ্য দেবতা। রাম ছাড়া তিনি জগতের কাউকে চাইতেন

না বা ভাবতেন না। এই অনন্যসাধারণ রামগতপ্রাণতা তাঁর একান্ত নিজস্ব। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে তাঁর বহিশ্চর প্রাণ বলেছেন।

(২) সেই জীবনসর্ব্বস্ব রামকে অবিচারের ফলে, তুচ্ছ স্ত্রীলোকের আবদারে ন্যায্য প্রাপ্য রাজসিংহাসন ত্যাগ ক'রে বনে যেতে হচ্ছে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, এতে লক্ষ্মণের প্রাণে কীরূপ অসহনীয় ব্যথা বেজেছিল, তা বিচার কর। বাস্তবিক লক্ষ্মণের এই বিদ্রোহভাব যে তাঁর প্রকৃতিগত নয়, সাময়িক মর্ম্মবেদনার উচ্ছ্বাস, তা পরে প্রমাণিত হ'ল, যখন রামকে বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প জেনে তিনি তাঁর সেবার ব্রত নিয়ে বনে যাবার জন্য কাতর ভাবে রামের চরণে পতিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নিদারুণ মর্ম্মবেদনার উচ্ছ্বাসেও তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন নি।

শিষ্য—রাম লক্ষ্মণকে কী বলে সান্ত্বনা দিলেন?

গুরু—রাম বললেন—"লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার গভীর স্নেহ জানি, তোমার বিক্রমও জানি; কিন্তু ধর্মকে আশ্রয় ক'রে পিতার নিকট যে কথা দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করতে পারি না। অতএব, তুমি অনার্য্য ক্ষাত্রবুদ্ধি ত্যাগ কর। তুমি জান যে কৈকেয়ী আমাকে নিজ পুত্রের চেয়েও অধিক স্নেহ করতেন; তথাপি তিনি উগ্র বাক্যে অভিষেক নিবারিত করেছেন; দৈবই এর একমাত্র কারণ। নতুবা, এই সৎস্বভাবা, গুণবতী রাজপুত্রী গ্রাম্য নারীর ন্যায় এরূপ ব্যবহার কেন করছেন!"

লক্ষ্মণ বললেন—"যে ধর্ম্মবুদ্ধি আপনাকে মোহগ্রস্ত করেছে, সেই ধর্ম্ম আমি মানি না। আপনি যাকে দৈব বলছেন, সে দৈবের উপর আমার আস্থা নেই। যে হীনবীর্য্য, বিহ্বল, সে দৈবের অনুসরণ করে; যারা বীর, আত্মনির্ভরশীল, তারা দৈবকে স্বীকার করে না।"

রাম লক্ষ্মণকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়ে তাঁর আহত হৃদয়ের উত্তেজনা শান্ত করলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রকে বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে কৌশল্যা কী করলেন?

গুরু—রাম যখন কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না, তখন কৌশল্যা রামের কল্যাণকামনায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামকে বার বার আলিঙ্গন ক'রে বললেন—"রাম! যেখানে তোমার অভিরুচি, যাও। তুমি নীরোগে কর্ত্তব্য পালন ক'রে অযোধ্যায় এসে রাজ্য লাভ করবে—আমি যেন দেখতে পাই।"

শিষ্য—রামের বনগমন-ঘটনায় কৌশল্যা-চরিত্রের কী মহত্ব প্রকাশ পেয়েছিল?

গুরু—একমাত্র প্রিয়তম পুত্র রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে নির্বাসিত হচ্ছেন; এতে কোমলহৃদয়া, পুত্রস্নেহাতুরা কৌশল্যা কীরূপ শোক ও ব্যথা পেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু, রামের যুক্তি বিচারে ধৈর্য্য ধ'রে সেই কৌশল্যাই রামকে বনগমনে অনুমতি দিলেন। পুত্রস্নেহান্ধ হ'য়ে ধর্ম্মপথ ও কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারেন নি। কুসুমের ন্যায় কোমল হ'লেও ধর্ম্ম ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাঁর হৃদয় কঠোর ও দৃঢ় ছিল।

শিষ্য—রামচন্দ্রের বনবাসবার্ত্তা শ্রবণে সীতাদেবী কী বললেন?

গুরু—সীতাদেবী দেবার্চ্চনা ক'রে হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমন সময়ে সমাগত রামকে অধোবদন ও বিষণ্ন দেখে সীতা আতঙ্কিতা হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী হল প্রভু! শুভদিনে তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখছি কেন? তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন? তোমার অগ্রে চতুরশ্ব রথ, কৃষ্ণগিরি তুল্য হস্তী এবং কাঞ্চনময় সিংহাসন কেন এল না?"

শিষ্য—সীতাদেবীর নিকট রাম বিষাদগ্রস্ত ও অধোবদনে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন? তবে কি রাজ্যবঞ্চিত ও নির্ব্বাসিত হ'য়ে তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন?

গুরু—না, রামচন্দ্র পূর্ব্বাপর নির্ব্বিকার চিত্তে নির্ব্বাসন দণ্ড বরণ করেছিলেন। সীতাদেবীকে এ সংবাদ কী ভাবে শোনাবেন এবং কীভাবে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বিদায় নেবেন—সেই চিন্তায় রাম বিষাদিত হয়েছিলেন।

শিষ্য—রাম সীতাকে কী বললেন?

গুরু—"সীতে! পূজনীয় পিতা আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে পাঠাচ্ছেন এবং ভরতকে যৌবরাজ্য দিচ্ছেন। বনে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।" পরে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে সীতাকে জানিয়ে উপদেশ দিলেন—"কল্যাণি! তুমি ব্রত উপবাসে নিরতা থাকবে, শোকার্ত্তা মাতা কৌশল্যার সেবা করবে, আমার পিতার পাদবন্দনা করবে; অন্যান্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা করবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়; তাদের পুত্রের মত দেখবে।"

শিষ্য—রামচন্দ্রের বনবাসবার্ত্তা ও সীতার কর্ত্তব্য বিষয়ে রামের উপদেশ বাক্য শুনে সীতাদেবী কী উত্তর দিলেন?

গুরু—পাতিব্রত্যের প্রতিমূর্ত্তি সীতার হৃদয়ে রামের যৌবরাজ্য ও নির্বাসন দণ্ড প্রভৃতিতে কোনো দুঃখ, বা উদ্বেগের তরঙ্গ জাগেনি। তাঁর হৃদয়ে জাগল—ক্ষোভ ও অভিমান—রাম তাঁকে কেন অযোধ্যায় ফেলে রেখে বনে যেতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন—"তুমি আমাকে সাধারণ নারী ভেবে যা বলছ, তাতে আমার হাসি পাচ্ছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রবধু—এরা নিজের পুণ্যফল ও ভাগ্য ভোগ করে, কেবল পত্নীই পতির ভাগ্য পায়; অতএব তোমার সঙ্গে আমিও বনে যেতে আদিষ্ট হয়েছি। যেমন পিতার ভবনে, তেমনি বনে, আমি সুখে বাস করব, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভাবব না; পতিসেবা, পতির হিতচিন্তাই করব, তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গও চাইনে।"*

শিষ্য—বনবাসে রামের সহযাত্রিণী হবার সঙ্কল্প শুনে সীতাকে রামচন্দ্র কী ব'লে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন?

গুরু—সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য রামচন্দ্র তাঁর পিতৃবংশের ও শ্বশুরকুলের গৌরব, মর্য্যাদা ও রীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে গৃহে থেকে ধর্ম্মাচরণ করতে বললেন। অরণ্যবাসের দুঃখকষ্ট এবং হিংস্র জন্তু ও দুর্দ্দান্ত রাক্ষসাদির ভয় দেখালেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রের নিবৃত্তিকর বাক্য সীতাদেবী কী ভাবে নিলেন?

গুরু—সীতা সাশ্রুনয়নে বললেন—"তোমার সাথে থেকে বনের কষ্ট হবে আমার পরম আনন্দ। আমি তোমার বিরহে জীবন ধারণ করতে পারব না। আমি পতিব্রতা, তোমার সুখদুঃখের অংশভাগিনী। আমাকে নিয়ে চল; নতুবা আমি অগ্নিপ্রবেশ, বিষভক্ষণ বা জলনিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করব।"

রামের প্রবোধ ও অনুনয়ে সীতা সঙ্কল্প ত্যাগ করলেন না। রামচন্দ্রকে শ্লেষ ক'রে বললেন—"আমার পিতা যদি জানতেন যে তাঁর জামাতা আকারে পুরুষ, কিন্তু কার্য্যে স্ত্রী, তবে তিনি কী মনে করতেন? তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ, তোমার বিরহই নরক—এই স্থির জেনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

শিষ্য—রামের সহিত বনগমনসংক্রান্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে সীতার চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়?

---

* শুশ্রূষমানা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু।।—অযোধ্যা ১৭।১৩
স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে।।—অযোধ্যা ১৭।২১

গুরু—(১) সীতার অনন্য-সাধারণ পাতিব্রত্য।
(২) সীতার একান্ত রামগতপ্রাণতা।
(৩) সীতার সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহতা।
(৪) অনমনীয়া তেজস্বিতা।

শিষ্য—সীতার বনগমন সঙ্কল্প সুদৃঢ় জেনে রাম সীতাকে কী বললেন? সীতাই বা কী করলেন?

গুরু—সীতাকে দুঃখশোকে অচেতন এবং বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প জেনে রামচন্দ্র তাঁকে অনুমতি দিয়ে বললেন—"দেবি! তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমি স্বর্গবাসও চাইনে। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার আন্তরিক ভাব জানার জন্যই আমি তোমাকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলাম। তুমি আমার সহধর্ম্মচরী হ'য়ে চল। তৎপূর্ব্বে, তোমার যা কিছু ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য আছে, তাহা ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে বিতরণ কর; দরিদ্রগণকে উত্তম ভোজ্যাদি দান কর।" সীতা প্রফুল্ল মনে তাই করলেন।

শিষ্য—রামের সহিত তাঁর বনগমনের সঙ্কল্প জেনে লক্ষ্মণ কী বললেন?

গুরু—লক্ষ্মণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামের চরণ ধারণ ক'রে বললেন—"যদি বনে যাওয়াই স্থির ক'রে থাকেন, তবে ধনুর্ব্বাণ ধারণ ক'রে আমি আপনার আগে আগে যাব। আপনাকে ছেড়ে আমি দেবলোক, অমরত্ব, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য,—কিছুই চাইনে।"

শিষ্য—লক্ষ্মণকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য রাম কী বলেছিলেন?

গুরু—রাম বললেন—"লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণসম প্রিয় সখা; তুমি বনে গেলে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে দেখবে? কৈকেয়ীর সপত্নীবিদ্বেষ থেকে রক্ষা ক'রে কে তাঁদের পালন করবে? তুমিই সে ভার নাও।"

শিষ্য—বনগমনে রামের নিষেধ শুনে লক্ষ্মণ কী বললেন ও করলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ বললেন, "আর্য্য! আপনার ভয়ে ভরত নিশ্চয়ই কৌশল্যা সুমিত্রাকে পালন করবে। আর্য্যা কৌশল্যার যা সম্পত্তি আছে, তাতে স্বচ্ছন্দে তাঁদের ভরণ পোষণ চলবে। আমাকে আপনার অনুচর ক'রে কৃতার্থ করুন। আমি ধনু, খনিত্র ও পেটক নিয়ে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব; নিত্য ফলমূল

এনে দেব; আপনারা রাত্রিতে সুখে নিদ্রিত থাকলে আমি জেগে থেকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে পাহারা দেব।" সহবনগমনের অনুমতি পেয়ে লক্ষ্মণ রামের আদেশে গুরুগৃহ থেকে অভেদ্য কবচ, অক্ষয় ধনুর্ব্বাণ, দিব্য তূণ ও স্বর্ণালঙ্কৃত খড়্গাদি এবং যাবতীয় আয়ুধ নিয়ে এলেন।

শিষ্য—সাধারণে জানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে অন্য কোনো লোক না নিয়ে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু এত অস্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন ক'রে নিতে নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে আরও লোক ছিল!

গুরু—ছিল বৈকি! তবে সে লোক তাঁরা অযোধ্যা থেকে নিয়ে সর্ব্বদা সঙ্গী ক'রে রেখেছিলেন কিনা—বলা যায় না। আবশ্যক মত বিভিন্ন গন্তব্য স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রেও নিতে পারেন।

শিষ্য—বনবাস যাত্রার পূর্ব্বে রামলক্ষ্মণ কী করলেন?

গুরু—রামচন্দ্র ও সীতা বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞকে ও তাঁর পত্নীকে বহু ধনরত্ন, অলঙ্কার, হস্তী, গো প্রভৃতি দান করলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও ভৃত্যগণকে ধন, উষ্ট্র, বলীবর্দ্দ, গাভী, খাদ্যশস্য দান করলেন।

শিষ্য—রাম,সীতা ও লক্ষ্মণ যখন দান করছিলেন, তখন উল্লেখযোগ্য কী ঘটনা ঘটেছিল?

গুরু—ত্রিজট নামক এক বৃদ্ধ দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রের নিকট দান প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্র তাঁকে পরিহাস ক'রে বললেন—"আমার বহু গাভী আছে; আপনি আপনার হাতের দণ্ডখানা যতদূর পর্য্যন্ত ছুঁড়ে দিতে পারবেন ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত ধেনু আপনার।" ব্রাহ্মণ সজোরে দণ্ড নিক্ষেপ করলে, তা সরযূর পরপারস্থ গোষ্ঠে পড়ল। গোষ্ঠের সব গাভী ও বৃষভ ব্রাহ্মণ পেয়ে গেলেন।

শিষ্য—রামলক্ষ্মণকে বনগমনোদ্যত দেখে মাতা সুমিত্রা কী বললেন?

গুরু—সুমিত্রা প্রণত লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলেন—তুমি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হ'য়ে রামের সেবা করবে। বিপদগ্রস্ত বা সমৃদ্ধিসম্পন্ন যেরূপই হও না কেন, রাম তোমার গতি; জ্যেষ্ঠের বশবর্তী হওয়াই সদ্ধর্ম। রামই দশরথ, জনকাত্মজা সীতাই আমি এবং অরণ্যই অযোধ্যা—এরূপ জ্ঞান করবে। বৎস! সুখে যাত্রা কর।"*

---

* রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যাং অটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্।।—অযোধ্যা ৪০।৯

শিষ্য—লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশের মধ্য দিয়ে সুমিত্রার কীরূপ মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে?

গুরু—সমগ্র রামায়ণের মধ্যে সুমিত্রার নাম আরও দু'এক স্থানে উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই নেই বা তাঁর মুখে তেমন কোনো কথা উচ্চারিত হয়নি; এই স্থানে লক্ষ্মণের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশের মধ্যে এবং অন্য একটি স্থানে কৌশল্যার প্রতি সান্ত্বনাবাক্যে দেখা যায় রাজমহিষী সুমিত্রা—

(১) শান্ত, সংযত ও আত্মগোপনশীলা।

(২) দুঃখে ও শোকে অবিচলিতা।

(৩) সকলের সেবা ও শান্তিবিধানে অনুক্ষণ আত্মনিবেদিতা।

(৪) রামের প্রতি অবিচলিত স্নেহ ও বিশ্বাসবতী।

(৫) স্বার্থসুখের আকাঙ্ক্ষা ও পুত্রবিচ্ছেদশোক অগ্রাহ্য ক'রেও পুত্রকে কর্ত্তব্যপথে প্রেরণা দান করতে অকুণ্ঠিতা। এসব বিবেচনা করলে দেবী সুমিত্রার চরিত্রা যথার্থই অতুলনীয়।

শিষ্য—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কীভাবে শেষ বিদায় নিলেন এবং কী বেশে বনযাত্রা করলেন?

গুরু—রাম বনযাত্রায় প্রস্তুত হয়ে শেষ বিদায় নিতে এসেছেন দেখে শোকে দশরথ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁকে সন্তর্পণে উঠিয়ে পর্য্যঙ্কে শয়ন করালেন। সহস্র কণ্ঠে 'হা রাম' 'হা রাম' আর্ত্তনাদ উঠল। রাম বললেন—"মহারাজ! আমি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি, আমার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন; সীতা ও লক্ষ্মণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তাঁরা আমার বারণ মানলেন না। শোক ত্যাগ ক'রে অনুমতি দিন।" দশরথ বললেন—"রাম! কৈকেয়ীর বশীভূত আমাকে বন্ধন ক'রে তুমি রাজ্য অধিকার কর।" রাম করজোড়ে উত্তর দিলেন—"আপনি সহস্র বর্ষ রাজত্ব করুন। আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে এসে আপনার চরণ বন্দনা করব।" তখন দশরথ অনুমতি দিলেন—"বৎস! শ্রেয়োলাভ ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত তুমি নির্ভয়ে শুভ-বনগমন কর। তুমি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ, তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার সাধ্য নয়। কিন্তু, অদ্য রাত্রি তুমি যেয়ো না। তোমাকে একদিন দেখলেও আমি ভাল থাকব।" রাম বললেন—"আমি আজই যেতে চাই। আপনি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ; আপনাকে মিথ্যাবাদী ক'রে আমি রাজ্য বা কোনো কাম্য বিষয় এমন কি

মৈথিলীকেও চাইনে; আপনার সত্য রক্ষিত হোক।" কৈকেয়ী ভিন্ন সকলেই হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগল।

দশরথ সুমন্ত্রকে আজ্ঞা দিলেন—"রামের সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যদল দাও; আয়ুধ, শকট, ধনকোষ, বণিক, মল্ল, ব্যাধগণকে রামের সঙ্গে দাও।" রাজার আদেশ শুনে ভীতা কৈকেয়ী শুষ্কমুখে বললেন, "মহারাজ! সব ধন যদি চ'লে যায়, তবে শূন্য রাজ্য ভরত নেবে না।" তখন রাম বললেন, "আমি সর্ব্বপ্রকার ভোগ ত্যাগ ক'রেই বনে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে লোকজন ও ধনধান্যাদির কী প্রয়োজন? আমি সবই ভরতকে দিলাম। আমাকে বনবাসের উপযুক্ত চীর, খনিত্র ও পেটক এনে দিন।" নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বয়ং চীর এনে দিল। রামলক্ষ্মণ চীর পরলেন। রাম সীতার পরিধেয় বস্ত্রের উপর চীর বেঁধে দিলেন। সীতার বেশ দেখে সকলে বলতে লাগল সীতার তো বনবাসে যাবার কথা নয়। বশিষ্ঠ বললেন—"দুঃশীলে কৈকেয়ি! রাজাকে বঞ্চনা করে তোর আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে; সীতাই রামের সিংহাসনে বসবেন। তিনি যদি বনে যান, আমরা সকলেই যাব।" দশরথ বললেন—"সুকুমারী জানকী চীর পরে বনে যাবেন—এমন প্রতিজ্ঞা আমি করিনি; সীতা সর্ব্বাভরণভূষিতা হ'য়ে যাবেন। তাঁকে চতুর্দ্দশ বর্ষের উপযোগী প্রয়োজনীয় উত্তম বস্ত্রআভরণাদি দাও।" দশরথের আদেশে সুমন্ত্র রথে চাপিয়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে জনপদের বাইরে নিয়ে চলল।

শিষ্য—পিতার ইচ্ছানুসারে রাম একটি দিন তো অযোধ্যায় থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন; রাম কেন তা করলেন না?

গুরু—বনযাত্রায় বাধা ঘটবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, রাম ছিলেন পৌর ও জনপদ—সমগ্র জনগণের অতিমাত্র প্রিয়। তজ্জন্যই তো তাঁরা তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল। রামের রাজ্যচ্যুতি ও বনবাসের কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হ'য়ে পড়লে, সমগ্র প্রজাগণই বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রে বসত। সেইজন্য রাম বনবাসের সংবাদ প্রজাগণের কাছে যাবার আগেই বনযাত্রায় ব্যগ্র ছিলেন। যখন তিনি বনযাত্রা করলেন, তখন অযোধ্যা নগরীর অধিবাসিগণই অকস্মাৎ সংবাদ জেনে শোকাচ্ছন্ন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে তাঁর পশ্চাৎ ছুটেছিল। অন্য কোনো করণীয়ের চিন্তা তাদের মনে উদিত হবার সুযোগ পায়নি।

শিষ্য—শেষ বিদায়ের সময়ে কৌশল্যা সীতাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন? সীতাই বা কৌশল্যাকে কী বলেছিলেন?

গুরু—কৌশল্যা সীতাকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বললেন— "যাঁরা সাধ্বী, তাঁরা সৎপথে থেকে পতিকেই পরম পুণ্যসাধন জ্ঞান করেন। আমার বনবাসী পুত্র নির্ধন বা সধন যাই হ'ক, তুমি তাকে দেবতুল্য জ্ঞান করবে।" সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—"আর্য্যে! আপনার সকল আদেশ আমি পালন করব। ভর্ত্তার প্রতি আমার কী কর্ত্তব্য তা আমি জানি, শুনেছিও। চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্র থেকে পৃথক্ হ'তে পারে না, আমিও তেমনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হ'তে চ্যুত হব না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র যা দেন, তা পরিমিত; কিন্তু, পতির দান অপরিমিত; তাঁকে কে পূজা করবে না?"*

শিষ্য—রামাদির বনযাত্রা কালে অযোধ্যাবাসীরা কি করল?

গুরু—রাম রথারোহণে প্রস্থান করতে লাগলে নগরবাসী সকলে শোকগ্রস্থ হ'য়ে আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করে কাঁদতে কাঁদতে রথের পশ্চাৎ ধাবিত হল। রথের পার্শ্বে ও পশ্চাতে ঝুলতে ঝুলতে তারা সুমন্ত্রকে কাতরকণ্ঠে ধীরে ধীরে রথ চালাতে অনুরোধ করতে লাগল। আর বলতে লাগল—রামমাতা কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয় লৌহনির্ম্মিত, নতুবা বিদীর্ণ হল না কেন? ধন্য বৈদেহী, যিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করছেন। ধন্য লক্ষ্মণ, যিনি দেবতুল্য ভ্রাতার সেবা করবেন।

শিষ্য—বনবাসের প্রথম রাত্রি রাম-সীতা-লক্ষ্মণ কোথায় কিভাবে যাপন করলেন?

গুরু—অযোধ্যাবাসিগণ সহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিলাপ করতে করতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন ও সুমন্ত্রকে ধীরে রথ চালাতে অনুরোধ করছেন দেখে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ রথ থেকে নেমে পদব্রজে চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা তমসাতীরে উপস্থিত হলেন। সেই রাত্রি সকলকে নিয়ে রাম সেখানেই বাস করলেন। তাঁরা শুধু জল পান ক'রে রইলেন। সান্ধ্য উপাসনার পর লক্ষ্মণ শয্যা প্রস্তুত ক'রে দিলে রামসীতা নিদ্রিত হলেন। লক্ষ্মণ জাগ্রৎ থেকে সুমন্ত্রের সহিত রামচন্দ্রের অশেষ গুণাবলী আলোচনা করতে লাগলেন।

---

* মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ॥—অযোধ্যা ৩৯।৩০

শিষ্য—পরদিন তাঁরা কী করলেন? কোথায় গেলেন?

গুরু—অযোধ্যাবাসীদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথারোহণে উত্তর দিকে বহু দূরে গিয়ে গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—অযোধ্যাবাসিগণ কি করল? গুহক, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার কীরূপ সৎকার করল? কীরূপ কথাবার্ত্তা হ'ল?

গুরু—নিদ্রাভঙ্গে অযোধ্যাবাসিগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে না দেখে বহু বিলাপ করতে করতে নগরে ফিরে গেল। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ নিষাদরাজ গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে সেই রাত্রি সেখানে এক বৃক্ষতলে যাপন করলেন। গুহক প্রিয়সখা রামচন্দ্রের আগমন সংবাদ জেনে নানা উপহারের দ্রব্যাদি নিয়ে তথায় এলেন। রাম বললেন, "আমাকে তাপস ব'লে জেন। আমি তোমার প্রদত্ত ভোজ্য শয্যাদি কিছুই নিতে পারি না। শুধু অশ্বের খাদ্যই নেব।"

রামসীতা নিদ্রিত হলে গুহক লক্ষ্মণকে শয়ন করতে অনুরোধ করল। লক্ষ্মণ বললেন—"রামসীতা ভূতলে শয়নে আছেন, আমার নিদ্রা বা সুখভোগে প্রয়োজন কি? প্রিয় পুত্রকে বনবাসে দিয়ে দশরথ কি বাঁচবেন? শত্রুঘ্নের মুখ চেয়ে আমার মাতা হয়ত জীবন ধারণ করতে পারেন; কিন্তু রামবিরহে মাতা কৌশল্যা বাঁচবেন না।"

শিষ্য—রাম অযোধ্যা ত্যাগ করে গেলে সেখানে কিরূপ কী ঘটনা হ'ল?

গুরু—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বনে গেলে অযোধ্যা বিশেষ করে রাজপুরীর দৃশ্য শ্মশানের ন্যায় ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল। দশরথ ও কৌশল্যা শোকোন্মত্ত হ'য়ে হাহাকার করতে লাগলেন। দেবী সুমিত্রা পুত্রশোকাতুরা কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"আর্য্যে! তোমার পুত্র সদ্‌গুণশালী নরশ্রেষ্ঠ; সে পিতৃসত্য রক্ষার্থ বনে গেছে, তার জন্য শোক করছ কেন? নিষ্পাপ, সর্ব্বভূতে দয়ালু লক্ষ্মণ তার সেবা করবে; সীতা সঙ্গে আছে। রামের শুদ্ধ স্বভাব ও মহত্ত্ব জেনে সূর্য্য তাকে সন্তপ্ত করবেন না, সুখস্পর্শ বায়ু তার সেবা করবেন, চন্দ্রমা তাকে শীতল করজালে পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করবেন।" সুমন্ত্র ফিরে এসে সংবাদ দিলে দশরথ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। কৌশল্যা বিলাপ করতে করতে সুমিত্রার সাহায্যে তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্তা হলেন। দশরথ অচেতন প্রায় অবস্থায় বিলাপ করতে লাগলেন—

"হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াস নাশন।
হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুত।।—অযোধ্যা ৬৪।৭৫
হা কৌশল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি।
হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি।।"—অযোধ্যা ৬৪। ৭৬

এইরূপ বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে অর্দ্ধরাত্রে প্রাণত্যাগ করলেন।

শিষ্য—দশরথের মৃত্যু হলে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কী হ'ল? কৌশল্যা প্রভৃতি কী করলেন? দশরথের মন্ত্রিগণ এবং গুরু বশিষ্ঠ কী করলেন?

গুরু—রাজকুমারগণ কেউ উপস্থিত না থাকায় রাজার অসন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় কেউ মত দিলেন না। কৌশল্যা শোকোন্মত্তা হ'য়ে হাহাকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে পতির সহিত অগ্নিদগ্ধ হবার জন্য ইচ্ছা জানালেন। তখন বশিষ্ঠাদি গুরু ও মন্ত্রিগণ তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং রাজার শবদেহ তৈলদ্রোণীতে রাখলেন। বশিষ্ঠ মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ ক'রে অরাজক রাজ্যে বহু অনর্থ ঘটতে পারে বিবেচনা ক'রে ভরত ও শত্রুঘ্নকে অযোধ্যায় আনবার জন্য শীঘ্রগামী দূত প্রেরণ করলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যচ্যুতি ও বনগমন ব্যাপারের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কী কী শিক্ষালাভ করতে পারি?

গুরু— (১) "Man proposes but God disposes"— মানুষ অনেক কিছু কামনা, কল্পনা, ইচ্ছা করে; কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার অমোঘ বিধানই ঘ'টে থাকে। সুতরাং মানুষ সাধ্যানুসারে পৌরুষ সহকারে কর্ত্তব্য ক'রে যাবে; কিন্তু, ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন ক'রে অনুকূল বা প্রতিকূল বিধানকে শান্ত ও অনুদ্বিগ্ন চিত্তে বরণ ক'রে নেবে। রাম, সীতা ও সুমিত্রার চরিত্রে, ব্যবহারে আমরা এই আদর্শই দেখি।

(২) ধর্ম্মই বিশ্ব-জগৎকে তথা মানবসমাজকে ধারণ ক'রে আছে। সুতরাং মানুষের কর্ত্তব্য—সর্ব্বস্ব পণ ক'রেও ধর্ম্মকে পালন করা। রামচন্দ্র ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই নারায়ণের অবতার। তাই তিনি সত্যরক্ষা ও পুত্রের কর্ত্তব্যরূপ ধর্ম্ম পালনের জন্য রাজ্যত্যাগ ও বনবাস বরণ করলেন।

(৩) ভগবান্ সত্যস্বরূপ। মানুষ সব ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু সত্য ত্যাগ করতে পারে না, করা উচিত নয়। রাজা দশরথ সত্যরক্ষার জন্য প্রিয়তম

পুত্রকে বনবাস দিয়ে প্রাণত্যাগ করলেন, তথাপি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে সত্যভ্রষ্ট হন নি। সত্যরক্ষাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধন।

(৪) সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় অবিচলিত থেকে কর্ত্তব্য পালনেই পৌরুষ ও মহত্ত্বের পরিচয়। রামচন্দ্রের চরিত্রে এই মহত্ত্বই লক্ষ্য করি।

(৫) লক্ষ্মণের চরিত্রের **ভ্রাতৃগতপ্রাণতা ও নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম সেবাব্রত শিক্ষণীয়।**

(৬) দেবী সুমিত্রার চরিত্রের **শান্ত, গাম্ভীর্য্য, উদার মহত্ত্ব ও নিঃস্বার্থতা** বিশেষ অনুকরণীয়।

(৭) সীতার চরিত্রের **পতিপ্রেম, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও অনমনীয়া তেজস্বিতা** আদর্শ শিক্ষণীয়।

(৮) সরল, মহৎ, সহানুভূতিশীল ব্যক্তিও কুটিল, স্বার্থপর লোকের সংস্পর্শে ও কুমন্ত্রণায় মুহূর্ত্তের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় এবং পাপের পথে পা বাড়িয়ে মহাবিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর চরিত্রের বিকৃতিই তার চরম পরিচয়। **খল ও কুটিল প্রকৃতির লোকের সংসর্গ অতি সতর্কতার সহিত ত্যাগ করা উচিত।**

(৯) স্ত্রীলোকের হৃদয় স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ; নারীর বিচারবুদ্ধি অতি কম। সুতরাং, ধূর্ত্ত, কুটিল, অভিসন্ধিপরায়ণ লোকের কবলে তারা অতি সহজেই পতিত হয়। এজন্যই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের আত্মরক্ষার জন্য বহু বিধিনিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে।

শিষ্য—নিষাদ রাজ্য হতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কোথায় গেলেন?

গুরু—গুহক নৌকায় তাঁদের গঙ্গা পার ক'রে দিলে তাঁরা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের দিকে অগ্রসর হলেন। তথায় তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হ'লে মুনিরাজ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বললেন—"রাম! বহুদিন পর তোমাকে দেখলাম, তুমি রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হয়েছ তা জানি। তুমি এই পবিত্র সঙ্গমস্থলে রমণীয় প্রদেশে আনন্দে বাস কর।" কিন্তু, পরিচিত স্থানে বাস করতে অসম্মত হ'য়ে রাম মুনির নিকট নির্জ্জনে বাসোপযোগী স্থানের সন্ধান চাইলেন। ভরদ্বাজ তাঁদের সেখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করবার জন্য বললেন। তদনুসারে তাঁরা ভেলা প্রস্তুত ক'রে যমুনা পার হ'য়ে এক বনে রাত্রিযাপন করলেন। পর দিবস প্রভাতে চিত্রকূটের অভিমুখে চললেন।

চিত্রকূটে পৌঁছে, তাঁরা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে নিজ পরিচয় দিলে, মহর্ষি সানন্দে তাঁদের সৎকার করলেন।

শিষ্য—চিত্রকূটে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কিভাবে বাস করতে লাগলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ বৃক্ষ কেটে কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে শীতাতপ-বায়ু নিবারক কুটির নির্ম্মাণ করলেন। রাম স্নান ক'রে মন্ত্রপাঠ ও জপ ক'রে যথাবিধি হোম দেবার্চ্চনা ও বাস্তুশান্তির পর গৃহে প্রবেশ করলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে মাল্যবতী নদীর তীরে ফলপুষ্পসমন্বিত রমণীয় কাননে তাঁরা মনের আনন্দে বাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—বনবাস সময়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কি শুধু ফলমূলাদি আহার করতেন?

গুরু—তা কেন? নানাবিধ পশু, মৃগাদি বধ ক'রে তাদের মাংস পাক ক'রে খেতেন; ফলমূলাদিও খেতেন; গৃহপ্রবেশের দিনে লক্ষ্মণ কৃষ্ণ মৃগ বধ ক'রে এনে তার মাংস অগ্নিপক্ক ক'রে রামকে দিলেন; রাম তদ্বারা দেবতার পূজার্চ্চনা পূর্ব্বক ভোগ নিবেদন করলেন।

শিষ্য—অযোধ্যার এই বিপর্য্যয়ের সময়ে ভরত মাতুলালয়ে কীরূপ ছিলেন? তিনি অযোধ্যায় ফিরে এসে কীরূপ অবস্থা দেখলেন, কী কী করলেন?

গুরু—মাতুলগৃহে ভরতের মনে নিদারুণ অস্বস্তি; কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না। তিনি ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখলেন—দশরথ পর্ব্বত থেকে গোময়হ্রদে পড়ছেন; তিনি তিলমিশ্রিত অন্ন খেয়ে অধোমস্তকে তৈলমধ্যে প্রবেশ করছেন; খরযোজিত রথে তিনি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। অযোধ্যা থেকে দূত উপস্থিত হতেই তিনি মাতামহ ও মাতুলের নিকট বিদায় নিয়ে দ্রুত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। অযোধ্যায় এসে পিতার গৃহে পিতাকে না দেখতে পেয়ে কৈকেয়ীর গৃহে গিয়ে মাতার চরণ বন্দনা করলেন। প্রশ্ন করলেন—"পিতাকে এখানে দেখছি না কেন? তিনি কি কৌশল্যার গৃহে?" কৈকেয়ীর নিকট পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে ভরত শোকাতুর ও ভূতলে পতিত হ'য়ে বললেন—"আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে! পিতার কীসে মৃত্যু হ'ল? দশরথের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামই আমার পিতা। তাঁকে শীঘ্র সংবাদ দাও।" কৈকেয়ী জানিয়ে দিলেন যে রাম বৈদেহী ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চীর ধারণ করে মহাবনে গেছেন। ভরত জিজ্ঞাসা করলেন—

"রাম কী পাপ করেছিলেন?" তখন কৈকেয়ী সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে বললেন—"আমি দুইটি বরে রাজার নিকট থেকে যথাক্রমে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এবং তোমার রাজ্যলাভ প্রার্থনা করেছিলাম। প্রিয় পুত্রের বিচ্ছেদে রাজা প্রাণ ত্যাগ করেছেন।"

শিষ্য—কৈকেয়ীর নিকট রামের বনগমন ও স্বীয় রাজ্যাভিষেকের সংবাদ শুনে ভরতের মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

গুরু—কৈকেয়ীর কথা শুনে ভরত নিদারুণ দুঃখে সন্তপ্ত হ'য়ে বললেন—"পিতা আর পিতৃসম ভ্রাতাকে হারিয়ে এ হতভাগ্যের রাজ্যে কী প্রয়োজন? পিতাকে বিনষ্ট ক'রে, ভ্রাতাকে বনে পাঠিয়ে তুমি ক্ষতের উপর ক্ষার, দুঃখের উপর দুঃখ দিয়েছ। পাপীয়সি! রাম যদি তোমাকে সর্ব্বদা মাতৃবৎ না দেখতেন তবে তোমাকে ত্যাগ করতাম। নৃশংসে! দুষ্টচারিণি কৈকেয়ি! এই রাজ্য থেকে দূর হও, ধর্ম্ম তোমাকে ত্যাগ করেছেন, মৃত রাজার জন্য তোমার রোদনের অধিকার নাই। তুমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নও, আমার পিতৃকুল ধ্বংসের জন্য তুমি রাক্ষসী হ'য়ে জন্মেছ।"*

ভরত কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের নিকট কাতর ভাবে অশ্রুজলে শপথ করতে লাগলেন যে তিনি এ সকলের কিছুই জানেন না। তিনি শপথ করলেন—"সূর্য্যের অভিমুখে যে মূত্রত্যাগ করে, সুপ্ত গাভীর অঙ্গে যে পদাঘাত করে, কাজ শেষ হলে যে ভৃত্যকে বেতন দেয় না, যে গুরুপত্নীগামী, যে মিত্রদ্রোহী, যে গৃহদাহকারী, তাদের যে পাপ হয়, আমি যদি নির্ব্বাসন চেয়ে থাকি, তবে আমার সেই পাপ হোক।"

শিষ্য—অতঃপর ভরত কী করলেন?

গুরু—গুরু বশিষ্ঠের আদেশে ভরত দশরথের তৈলাক্ত দেহ সরযূতীরে নিয়ে যথারীতি দাহন ক'রে তর্পণাদি করলেন। তৎপর দ্বাদশাহে শ্রাদ্ধাদি ক'রে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধনরত্ন দান করলেন।

---

* রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ি নৃশংসে দুষ্টাচারিণি।
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব।।—অযোধ্যা ৭৪।২
ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ।।—অযোধ্যা ৭৪।৯

শিষ্য—অনর্থের মূল মন্থরার কী অবস্থা হ'ল?

গুরু—মন্থরা মনের আনন্দে কুব্জদেহ পুষ্পচন্দনাদির দ্বারা ভূষিত ক'রে বিবিধ আভরণে অলঙ্কৃতা হ'য়ে ভরত শত্রুঘ্নের সমক্ষে উপস্থিত হ'ল। ভরত তাকে টেনে এনে শত্রুঘ্নের হাতে দিলেন। শত্রুঘ্ন তাকে সবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিগৃহীত করতে লাগলেন। তখন ভরত তাকে নিষেধ ক'রে বললেন—"স্ত্রীলোক অবধ্যা; রাম যদি মাতৃঘাতক ব'লে আমার উপর ক্রুদ্ধ না হতেন, তবে আমি কৈকেয়ীকে বধ করতাম। কুব্জ দাসীকেও যদি বধ করি তবে রাম আমাদের সঙ্গে কথা কইবেন না।"

শিষ্য—ভরতের রাজ্যাভিষেকের কী হ'ল?

গুরু—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চতুর্দ্দশ দিবসে রাজপুরুষগণ ভরতকে রাজসিংহাসনে ব'সে রাজকার্য্য চালনা করতে অনুরোধ করলেন। ভরত তা অস্বীকার করে রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে এনে রাজ্যে অভিষিক্ত করবার সঙ্কল্প জানালেন।

গুরু, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী, অমাত্য, পুরবাসিগণ সহ চতুরঙ্গিণী সেনাবাহিনী নিয়ে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে যাবেন; তজ্জন্য ভূমিতত্ত্বজ্ঞ সূত্রকর্ম্মজ্ঞ, খনক, স্থপতি, বর্দ্ধক, বৃক্ষচ্ছেদক, সূপকার, পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা হ'ল। তারা বৃক্ষাদি কেটে পথ রচনা, শূন্য স্থানে বৃক্ষরোপণ, গর্ত্তপূরণ, সেতু নির্ম্মাণ, জলহীন স্থানে জলাধার স্থাপন, শিবির স্থাপন ও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করল।

শিষ্য—ভরত বাহিনী সহ কোন পথে কী ভাবে রামকে আনতে গেলেন?

গুরু—বাহিনী সহ ভরত শৃঙ্গবের পুরে গুহকের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। গুহক ভরতের বাহিনী আসছে জেনে সন্দিগ্ধ হ'য়ে স্বীয় নৌবাহিনী সজ্জিত ক'রে প্রস্তুত রইল। গুহক ভরতকে খাদ্যাদি নিবেদন ক'রে অভ্যর্থনা জানাল। ভরত গুহকের নিকট রামচন্দ্র কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলেন। গুহক স্পষ্টভাবে বললেন, "রামের প্রতি কোনো দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে যাচ্ছ না তো? বিপুল সেনাবাহিনী দেখে আমার শঙ্কা হচ্ছে।"* ভরত তাকে বুঝিয়ে বললেন—"আমি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।"

---

* কচ্চিন্ন দুষ্টোব্রজসি রামস্যাক্লিষ্ট কর্ম্মণঃ।
ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে।।—অযোধ্যা ৮৫।৭

গুহক প্রভাতে বাহিনী সহ ভরতকে গঙ্গা পার ক'রে পথ দেখিয়ে নিয়ে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হ'ল। মহামুনি ভরদ্বাজ যোগবলে সবাহিনী ভরতকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য দ্রব্যসম্ভার দিয়ে আতিথ্য করলেন।

মুনিরাজের নিকট সন্ধান পেয়ে ভরত চিত্রকূট যাত্রা করলেন। ভরদ্বাজও ভরতের উদ্দেশ্য বিষয়ে সন্দেহ করলে ভরত বললেন—"আপনিও যদি আমাকে এমন সন্দেহ করেন, তবে আমার মরণই ভাল।"

শিষ্য—বাহিনী সহ ভরতকে চিত্রকূটে উপস্থিত দেখে রাম ও লক্ষ্মণের মনে কীরূপ ভাব হয়েছিল?

গুরু—লক্ষ্মণ সৈন্য কোলাহল শুনে বৃক্ষাগ্রে উঠে ভরতের সৈন্যবাহিনী জানতে পেরে তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে, যুদ্ধার্থ রামকে প্রস্তুত হ'তে বললেন এবং ভরত ও কৈকেয়ীকে আক্রমণ ক'রে বহু নিন্দা ও উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগলেন। 'ভরতের প্রতি সন্দেহের কোনো কারণ নেই' ব'লে লক্ষ্মণকে শ্লেষবাক্যে রাম বললেন—"লক্ষ্মণ! রাজ্যের নিমিত্ত যদি তুমি উৎসুক হ'য়ে থাক, তবে ভরতকে বলব—লক্ষ্মণকে রাজ্য দাও; আমার কথা ভরত অবশ্য শুনবে।" রামের বাক্যে লক্ষ্মণ লজ্জায় ম'রে গেলেন।

শিষ্য—রামকে দেখে ভরত কী করলেন? রামই বা ভরতকে দেখে কী করলেন?

গুরু—রামকে পর্ণশালায় উপবিষ্ট দেখে ভরত ছুটে গিয়ে "আর্য্য!" ব'লে পদপ্রান্তে নিপতিত হ'লে রাম আদর করে তাঁকে উঠিয়ে কোলে বসিয়ে অশ্রু মুছিয়ে দিলেন এবং অযোধ্যার যাবতীয় সংবাদ জেনে নিলেন। পিতার মৃত্যু হয়েছে জেনে তিনি রোদন করতে করতে মন্দাকিনী তীরে গিয়ে জল দ্বারা তর্পণ এবং কুশ বিছিয়ে তদুপরি বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদীপিণ্ড দান করলেন। পরে কুটিরে এসে সকলের সহিত মিলিত হ'য়ে বসলেন।

শিষ্য—রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেবার জন্য ভরত কী বললেন?

গুরু—ভরত রামের চরণে কাতর ভাবে নিবেদন করলেন—"ইক্ষ্বাকু বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমানে, কনিষ্ঠ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় না। অযোধ্যার নাগরিকগণ ও রাজ্যের প্রজাগণ সকলে আপনাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে চায়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গুণে ও বয়সে আমি আপনার তুল্য নহি; রাজ্যপালন ও প্রজারঞ্জনের

সামর্থ্য আমার নেই। অতএব, আপনি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করুন।"

শিষ্য—রামচন্দ্র কী উত্তর দিলেন?

গুরু—রাম ভরতকে বললেন, "পিতা দশরথ তোমার মাতার নিকট দুইটি সত্য করেছেন। আমি একটি সত্য রক্ষার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে বাস করছি; তোমারও কর্ত্তব্য রাজ্যগ্রহণ ও পালন পূর্ব্বক অপর সত্যটি পালন করা। ভরত! তুমি মানুষের রাজা হও। আর আমি বন্য মৃগদের রাজাধিরাজ হই; তুমি অযোধ্যায় যাও, আমি দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করি।"*

শিষ্য—রামকে বনবাস থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য আর কে কী বলেছিলেন? তদুত্তরে রামই বা কী উত্তর দিয়েছিলেন?

গুরু—দশরথের অন্যতম অমাত্য ব্রাহ্মণ **জাবালি নাস্তিক্য** বুদ্ধি ক'রে বললেন—"সংসারে কেহ কারো নয়; জীব একাকী আসে, একা চ'লে যায়। পিতামাতার সহিত সম্বন্ধ সাময়িক। সুতরাং পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ অনুচিত। পরলোক ব'লে কিছু নেই। ধার্মিক ব্যক্তিরাই দুঃখ ভোগ করে। পিতৃশ্রাদ্ধে শুধু অন্নের নাশ হয়; মৃত ব্যক্তি কি কদাচ আহার্য্য গ্রহণ করতে পারে?"

জাবালির প্রতি রুষ্ট হ'য়ে রাম বললেন—"ধর্ম্মবিগর্হিত নাস্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা আমাকে ধর্ম্মপথ হতে বিচলিত করতে পারবেন না। **প্রজারা রাজার চরিত্রই অনুসরণ করে।** আমি যদি সমাজের অমঙ্গলকর আচরণ করি, তবে কে আমাকে সম্মান করবে? **সত্যের ন্যায় ধর্ম্ম নেই, সত্যের ন্যায় তপস্যা নেই। সত্যেই লক্ষ্মী অবস্থান করেন। সত্যেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আমি লোভ মোহ বা অজ্ঞানবশে সত্যকে কদাচ পরিত্যাগ করব না।**"

গুরু বশিষ্ঠও রামকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার নেবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাম জানিয়ে দিলেন যে তিনি পিতৃ আজ্ঞা কিছুতেই লঙ্ঘন করবেন না।

---

* ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং
বন্যানামহমপি রাজরাম্মৃগানাম্।
গচ্ছ ত্বং পরবরমদ্য প্রহৃষ্টঃ
সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবক্ষ্যে॥—অযোধ্যা ১০৭।১৭

শিষ্য—রামচন্দ্রকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনে অস্বীকৃত দেখে ভরত কী করলেন?

গুরু—রামচন্দ্রকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে ভরত কুশাসন বিছিয়ে প্রায়োপবেশন ক'রে বললেন—"আমি রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে বনবাস ব্রত পালন করব; রামচন্দ্র অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্য পালন করুন।" তখন রাক্ষসবধার্থী, জগতের মঙ্গলকামী মহর্ষিগণ ভরতকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে রাজ্যভার নিবার জন্য এবং রামকে পিতৃসত্য পালনে উৎসাহিত করতে লাগলেন। মহর্ষিগণের অনুরোধ এবং রামের সান্ত্বনা বাক্যে ভরত পরিশেষে অযোধ্যায় ফিরে যেতে স্বীকৃত হলেন।

শিষ্য—রাম ভরতকে কি কি রাজনীতি উপদেশ দিয়েছিলেন?

গুরু—রামচন্দ্র ভরতকে বললেনঃ—

(ক) সূর্য্য যেমন কিরণ দ্বারা জল আহরণ করেন, রাজা তেমনি ধর্ম্মানুসারে কর আদায় ক'রে অর্থ সংগ্রহ করবেন।

(খ) ইন্দ্র যেমন বর্ষাকালে বারি বর্ষণ ক'রে পৃথিবীকে শস্যসম্পন্ন করেন, রাজাও তেমনি যথোচিত দানে প্রজাগণের মঙ্গল বিধান করবেন।

(গ) বায়ু যেমন সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট হ'য়ে বিচরণ করে, রাজাও তেমনি চরের দ্বারা রাজ্যের সর্ব্বত্র বিচরণ পূর্ব্বক যাবতীয় সংবাদ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে অবগত হবেন।

(ঘ) যম যেমন প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে তুল্যভাবে কালকবলিত করেন, রাজাও তেমনি প্রিয় ও অপ্রিয় সকলের প্রতি সমান ভাবে বিচার প্রয়োগ করবেন।

(ঙ) বরুণ যেমন সকলকে পাশবদ্ধ করেন, রাজাও তেমনি দস্যু ও রাজ্যের অকল্যাণকারিগণকে দণ্ড দিবেন।

(চ) পূর্ণচন্দ্র যেমন প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আনন্দ দান করেন, রাজাও তেমনি সমস্ত প্রজাবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধক হবেন।

(ছ) পৃথিবী যেমন সর্ব্বজীবকে তুল্য ভাবে ধারণ ক'রে আছেন, রাজাও তেমনি সমস্ত প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করবেন।

(জ) রাজা স্বীয় কর্ত্তব্য সমূহ স্মরণ ও উত্তমরূপে চিন্তা ক'রে অমাত্যগণ, সুহৃদ্‌বর্গ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রী সকলের দ্বারা তাহা সম্পাদন করাবেন।

শিষ্য—কিরূপে সান্ত্বনা ও অবলম্বন পেয়ে ভরত অযোধ্যায় ফিরে গেলেন?

গুরু—রাম ও মহর্ষিগণের উপদেশে ও নির্দ্দেশে ভরত অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণে স্বীকৃত হলেন; এমন সময়ে মহর্ষি শরভঙ্গের শিষ্যগণ কুশনির্ম্মিত পাদুকাযুগল এনে রামচন্দ্রকে দিলেন। ভরত তা রামের চরণে পরিয়ে দিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভরতকে উপদেশ দিলেন—"রামচন্দ্রের চরণ স্পর্শ করিয়ে পাদুকাযুগল তুমি গ্রহণ কর। এই পাদুকাযুগলই তোমাকে রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের শক্তি দান করবে।" ভরত তাই করলেন।

শিষ্য—ভরত অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে কী করলেন?

গুরু—রামশূন্য অযোধ্যায় বাস ভরতের প্রীতিকর না হওয়ায়, অযোধ্যার পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করলেন। তথায় সিংহাসনে রামচন্দ্রের পবিত্র পাদুকাযুগল স্থাপন ক'রে, সেই পাদুকায় সব কিছু নিবেদন ক'রে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

শিষ্য—ভরতের চরিত্রে কী কী শিক্ষণীয় আছে?

গুরু—**(১) ভরতের ভ্রাতৃভক্তি অতুলনীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।** রামের নির্ব্বাসনে তিনি নিদারুণ ব্যথিত হ'লেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নি। অযোধ্যায় এসে উপস্থিত কর্ত্তব্যাদি যথাযথ করেছেন। শত কাকুতিমিনতি ও ক্রন্দনে রাম অযোধ্যায় ফিরে আসতে অসম্মত হ'লেও, তিনি অসহিষ্ণু বা বিভ্রান্তি হন নি; রামের নির্দ্দেশে অতি অপ্রিয়, নিদারুণ কর্ত্তব্য—রাজ্য পরিচালনার ভার স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

(২) অথচ রাজপ্রাসাদে রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে, রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্বে থেকেও ভরত বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় জটাচীরধারী হয়ে তপস্বীর জীবনযাপন করেছেন। **ভরতের ভ্রাতৃভক্তির দুইটি ধারা (ক) ভ্রাতৃগত প্রাণ হয়ে ভ্রাতার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হওয়া; (খ) ভ্রাতৃপ্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করা।**

(৩) ভরতের প্রকৃতিগত গাম্ভীর্য্য ও চরিত্রগত উদারতা। রামের বনবাসের কারণ স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে তিনি প্রথমতঃ দু'একটি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলেও, ক্রোধবশে মাতৃভক্তির সীমা লঙ্ঘন করেন নি। মন্থরাকেও তিনি ক্ষমা করেছেন।

(৪) ত্যাগে, মহত্ত্বে, উদারতায়, অনাসক্তিতে, ভোগ নিঃস্পৃহতায় কর্ত্তব্যপালনে, ভরত রামেরই প্রতিমূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্যকাণ্ড

শিষ্য—ভরতের প্রত্যাবর্ত্তনের পর রাম কী করলেন? চিত্রকূটবাসী মুনি-ঋষিগণ উদ্বিগ্ন ছিলেন কেন?

গুরু— রাম দেখলেন—মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ উদ্বিগ্ন চিত্তে পরস্পর কী যেন আলাপ করছেন। রাম তাঁদের বললেন—"আমি কি কোনো অপ্রীতিকর কার্য্য করেছি? লক্ষ্মণ কি কোনো অন্যায় কার্য্য করেছেন? আপনাদের সেবায় সীতার কি কোনো ত্রুটী হয়েছে?" তাঁরা বললেন—"রাবণের সেনাপতি খর নামক এক রাক্ষস জনস্থানে থাকে; সে তপস্বীদের উপর উৎপীড়ন করছে, তোমার প্রতিও তার আক্রোশ আছে। যদবধি তোমরা চিত্রকূটে এসেছ, তখন থেকে রাক্ষসদের অত্যাচার বেড়েছে। এ কারণে আমরা অন্যত্র যাবার সঙ্কল্প করেছি।" তখন রামও চিত্রকূট ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাবার ইচ্ছা করলেন।

শিষ্য—রাক্ষসগণ তপস্বীদের উপর কীরূপ উৎপীড়ন করত?

গুরু—রাক্ষসগণ নানাবিধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে মুনি ও তপস্বিগণকে ভয় দেখাত। তাঁদের গায়ে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করত। যজ্ঞের বেদীতে শোণিত বর্ষণ করত ও হোমের দ্রব্যাদি ছড়িয়ে ফেলত। ধ্যানস্থ তপস্বিগণের কাণের কাছে ভীষণ শব্দ করত। সুযোগ পেলে তাদের হত্যা করত।

শিষ্য—রাম কি রাক্ষসদের অত্যাচারের ভয়ে চিত্রকূট ত্যাগ করলেন?

গুরু—না, তা নয়। যখন শুনলেন যে রাবণের সেনাপতি খর রাক্ষসবাহিনী নিয়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতেরও নানাস্থানে অত্যাচারের অভিযান চালিয়েছে, তখন রাম তাকে শাসন, দমন ও সবাহিনী নিধন করবার জন্য চিত্রকূট ত্যাগ ক'রে খরের বসতিস্থানের দিকে অগ্রসর হলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রের প্রতি রাক্ষসদের আক্রোশ ছিল কেন?

গুরু—কারণ রামচন্দ্র রাক্ষসী তাড়কাকে নিধন করেছিলেন; বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করতে গিয়ে সিদ্ধাশ্রমে সবাহিনী রাক্ষসসেনাপতি সুবাহুকে বধ এবং মারীচকে আহত করেছিলেন। রাবণের ভ্রাতা খরের প্ররোচনা ও সহায়তা সুবাহু ও মারীচের অভিযানের পশ্চাতে ছিল।

শিষ্য—রাক্ষসগণ বিশেষ ক'রে মুনি-ঋষি ও তপস্বিগণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করত কেন?

গুরু—আর্য্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অনার্য্য শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি—পরস্পর বিপরীতমুখী। একটি উদ্দেশ্য—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, সতীত্ব, পাতিব্রত্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠন। অপরটির উদ্দেশ্য ছলে বলে কৌশলে ভোগ, সুখ, আধিপত্য ও স্বেচ্ছাচার। এজন্য উক্ত দুই বিপরীতমুখী সংস্কৃতি-শিক্ষা সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ চ'লে আসছিল। মুনি, ঋষি ও তপস্বিগণ ছিলেন আর্য্য সংস্কৃতি-শিক্ষা-সভ্যতার সাধক, শিক্ষক, প্রচারক; আর্য্য ক্ষত্রিয় রাজগণের বাহুবলের দ্বারা রক্ষিত হ'য়ে সাংস্কৃতিক অভিযান চালাতেন দেশ-দেশান্তরে। এজন্য তাঁদেরই উপর বিশেষ ক'রে রাক্ষসদের অত্যাচার উৎপীড়ন হ'ত।

শিষ্য—চিত্রকূট ত্যাগের সময় রাম কি করলেন?

গুরু—রামচন্দ্র চিত্রকূট ত্যাগের পূর্ব্বে অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করলেন। অত্রি ও তৎপত্নী সতিশিরোমণি অনসূয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে সাদর সৎকার করলেন।

শিষ্য—অত্রি ও অনসূয়ার পূর্ব্ব পরিচয় কী?

গুরু—ব্রহ্মার মানস পুত্রগণের অন্যতম হচ্ছেন—অত্রি। পিতার আদেশে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলেন; কিন্তু তিনি স্থির করলেন—যথার্থ সতী, পতিব্রত্যা কন্যা না পেলে বিবাহ করবেন না। এজন্য তিনি গলিত কুষ্ঠরোগীর ছদ্মবেশে অবস্থান করতে লাগলেন। কোনো কারণে পিতার ক্রোধভাজনা হ'য়ে অনসূয়া সেই কুষ্ঠরোগীকেই বিবাহ করেন। কোনরূপ দুঃখ বা ক্ষোভ অন্তরে না রেখে অনসূয়া অবিকৃত চিত্তে কুষ্ঠী পতির সেবায় নিযুক্তা হন এবং কালে রুগ্ন পতিকে নিরাময় ক'রে তোলেন। তদবধি তাঁর পাতিব্রত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

শিষ্য—অনসূয়ার মহত্ত্ব সম্বন্ধে অত্রি রামকে কী বলেছিলেন?

গুরু—অত্রি বললেন—"রাম! এই ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী তোমার পূজনীয়া। ইনি দশসহস্র বৎসর দুশ্চর তপস্যা করেছেন। একদা দশ বৎসরকাল অনাবৃষ্টির জন্য পৃথিবী দগ্ধ হ'তে থাকলে, লোকরক্ষার জন্য ইনি জাহ্নবীকে সমীপে আনিয়েছিলেন, বিবিধ ফলমূল সৃষ্টি করেছিলেন এবং দেবকার্য্য সাধনের জন্য দশ রাত্রিকে এক রাত্রি করেছিলেন।

শিষ্য—অনসূয়া দেবী সীতাকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

গুরু—লোলচর্ম্মা, প্রাচীনা তাপসী অনসূয়া প্রণতা সীতাকে কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক বললেন—"সীতে! তুমি বনে পতির অনুগমন ক'রে যথার্থই পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালন করেছ; তোমার পতিভক্তি প্রশংসনীয়া। সৌভাগ্যশালী বা দুর্গত অথবা পুণ্যবান্, দুঃশীল বা যথেচ্ছচার—যেরূপ হউক না কেন, পতি পত্নীর দেবতাস্বরূপ। স্বামী অপেক্ষা কুলস্ত্রীগণের প্রিয়তর কেউ নেই। পতিই বন্ধু, ভর্ত্তা, গুরু ও দেবতা। তুমি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা পতির সহধর্ম্মিণী হ'য়ে যশস্বিনী হও।"

শিষ্য—অনসূয়া সীতাকে কী আশীর্ব্বাদ দিয়েছিলেন?

গুরু—সীতার অসাধারণ পতিনিষ্ঠায় প্রসন্না হ'য়ে দেবী অনসূয়া বললেন—"আমি আমার তপঃশক্তি আশ্রয় ক'রে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ দিচ্ছি। এর দ্বারা তুমি সর্ব্বদা রামচন্দ্রের প্রীতিভাজনা থাকবে। এই অঙ্গরাগ কদাচ নষ্ট হবে না।"

শিষ্য—বিদায় গ্রহণ কালে মহর্ষি অত্রি রামচন্দ্রকে কী নির্দ্দেশ দিলেন?

গুরু—মহর্ষি বললেন—"রাম! বিবিধ রূপধারী নরখাদক রাক্ষসগণ এই মহারণ্যে বিচরণ করে। একাকী অসাবধান অবস্থায় গেলে তারা ধর্ম্মাচারী তপস্বিগণকে হত্যা করে। তুমি এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিকার কর, তপস্বিগণকে ত্রাণ কর।"

শিষ্য—চিত্রকূট হ'তে রাম কোন্ দিকে কোথায় গেলেন?

গুরু—সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মুনি-ঋষি ও তপস্বিগণের আশ্রম দর্শন করতে লাগলেন। সেখানকার ঋষিগণ তাঁদের বাসের জন্য পর্ণশালা নিৰ্ম্মাণ করে দিলেন।

শিষ্য—তথাকার তপস্বীরা রামকে কিছু বলেছিলেন কি?

গুরু—তারা রামের আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন—"রাম! তুমি আমাদের ধর্ম্মপিতা ও আশ্রয়দাতা সখা। তুমি শঠ ও দুষ্টের দময়িতা, আমরা তোমারই রাজ্যবাসী; তুমি আমাদের রক্ষার ব্যবস্থা কর।"

শিষ্য—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের দণ্ডকারণ্যে বিচরণের সময়ে কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

গুরু—একদা সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনে গমনকালে রামচন্দ্র **বিরাধ** নামক এক বিকৃতবদন বিরাট রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। সে অকস্মাৎ সীতাকে গ্রহণ ক'রে পলায়ন করতে লাগল। সে নিজের পরিচয় দিল যে সে যবের পুত্র; তার মাতার নাম শতহ্রদা। ব্রহ্মার বরে তার শরীর অভেদ্য। রামলক্ষ্মণ বাণবিদ্ধ ক'রে তাকে মারবার চেষ্টা করলেন। সহসা সে সীতাকে পরিত্যাগ ক'রে রামলক্ষ্মণকে ধরল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ চেষ্টা ক'রে রাক্ষসের দুটি হাত ভেঙে ফেললেন। মৃত্যুকালে রাক্ষস পরিচয় দিল—"আমি **তুম্বরু** নামক গন্ধর্ব্ব। ব্রহ্মার অভিশাপে আমার রাক্ষসদেহ প্রাপ্তি। রামচন্দ্রের হস্তে মৃত্যু হ'লে আমার মুক্তি হবে, সেই উদ্দেশ্যেই আমি সীতাকে গ্রহণ করেছিলাম। তোমরা মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে গমন কর।"

শিষ্য—বিরাধ বধের পর রামচন্দ্র কী করলেন?

গুরু—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিরাধের নির্দ্দেশ মত মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে গেলেন। তখন দিক্‌পালগণ সহ দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষিকে স্বর্গে নিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন। শরভঙ্গ রামচন্দ্রকে সাদর সম্বর্ধনা ক'রে বললেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর।" রামচন্দ্র বললেন—"আমার কিছু প্রার্থনা নেই। আমি কোথায় অবস্থান করব, ব'লে দিন।" মহর্ষি শরভঙ্গ তাঁদের মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে যেতে নির্দ্দেশ দিলেন। তৎপরে তিনি রামের সম্মুখেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেন।

শিষ্য—শরভঙ্গের আশ্রমে সমবেত মুনি-ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ রামকে কী বলেছিলেন? রামই বা কী উত্তর দিলেন?

গুরু—রামচন্দ্রকে দর্শনের নিমিত্ত শরভঙ্গের আশ্রমে বহু সংখ্যক মুনি, ঋষি ও তপস্বী সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন—"রাম! তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের প্রধান, পৃথিবীর রক্ষক। তোমার যশঃ ও বিক্রম ত্রিলোকবিখ্যাত। যে রাজা প্রজা রক্ষা করেন না, অথচ ষষ্ঠ ভাগ কর নেন, তাঁর মহা অধর্ম্ম হয়। যে রাজ্য প্রজাগণকে প্রাণাধিক পুত্রের তুল্য দেখেন, তিনি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি ও ব্রহ্মলোক লাভ করেন। এই অরণ্যে বহু মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণ, তপস্বী, বানপ্রস্থীরা বাস করেন; তাঁরা রাক্ষসের হস্তে নিহত হচ্ছেন; তুমি তাঁদের স্তূপাকার অস্থি দেখতে পাবে। চিত্রকূটে, পম্পা ও মন্দাকিনীর তীরে রাক্ষসগণ ভয়াবহ উৎপীড়ন করছে, আমরা আর সহ্য করতে পারছিনে; সেজন্য তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি।"

রাম বললেন—"আমি আপনাদের আজ্ঞাধীন। আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে এসেছি; রাক্ষসদের অত্যাচারেরও প্রতিকার করব। তবেই আমার বনবাস সার্থক হবে। আমি এই উদ্দেশ্যেই বনে এসেছি।"

শিষ্য—শরভঙ্গের আশ্রয় থেকে রাম কোথায় গেলেন?

গুরু—রামচন্দ্র অতঃপর মহর্ষি শরভঙ্গের নির্দ্দেশে বহুদূর ভ্রমণ ক'রে মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গেলে মুনিবর রামকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—"রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে এই আশ্রম সনাথ হ'ল। দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসেছিলেন। কিন্তু, আমি তোমার প্রতীক্ষায় দেহত্যাগ ক'রে দেবলোকে যাইনি।" রামচন্দ্র মুনিকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করতে অনুরোধ করলেন। সুতীক্ষ্ণ বললেন—"তোমরা আমার আশ্রমে বাস কর।" এক রাত্রি বাস ক'রে রাম মুনিকে বললেন—"আমরা দণ্ডকারণ্যবাসী পুণ্যশীল ঋষিগণের আশ্রম দেখতে ইচ্ছা করি।" সুতীক্ষ্ণ বললেন—"ঋষিগণের আশ্রম পরিদর্শন ক'রে পুনরায় এখানে এস।"

শিষ্য—শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে সমবেত ঋষি ও তপস্বিগণকে রাক্ষস বধ ক'রে তাঁদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিলে রাম ও সীতার মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল?

গুরু—বিরাধ রাক্ষসের কবলে পড়ে যে দুর্দ্দশা ভোগ করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সীতা রামচন্দ্রকে বললেন—"তুমি যে রাক্ষস বধের প্রতিশ্রুতি দিলে, তাতে আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা ক'রে অত্যন্ত ভীত হচ্ছি। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। মিথ্যা বাক্য, ব্যভিচার ও হিংসা—এ তিন ব্যসন পরিত্যাগ করা উচিত। প্রথম দুটি তোমার নেই, তৃতীয়টিও ত্যাগ কর। অস্ত্র ধারণ করলে মনে সর্ব্বদা হিংসার ভাব জাগ্রৎ থাকে। শত্রুতা ব্যতীত রাক্ষসগণকেও বধ করা উচিত নয়। তুমি বনবাসরূপ তপস্যা বরণ করেছ। ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম এর বিরুদ্ধ।"

সীতার কথা শুনে রাম তাঁর ধর্ম্মবুদ্ধির প্রশংসা ক'রে বুঝালেন—"রাক্ষসগণ সমগ্র প্রদেশে অত্যাচারের স্রোত বহিয়ে দিয়েছে; অসংখ্য মুনি, ঋষি, তপস্বী, ব্রাহ্মণকে হত্যা করছে। তারা ভীত হ'য়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; আমিও তাদের রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি স্বীয় জীবন ত্যাগ করতে পারি, তোমাকে ও লক্ষ্মণকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা পরিত্যাগ করতে পারি নে।"

শিষ্য—সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে রাম কোথায় গেলেন ও কী করলেন?

গুরু—মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে বেরিয়ে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তত্রত্য আশ্রম ও তপোবনসমূহ পরিদর্শন করতে লাগলেন। কোনো আশ্রমে এক মাস, কোথাও চার মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস, কোথাও সাড়ে আট মাস, কোথাও বা একাদশ মাস, এইরূপে দশ বৎসর অতিবাহিত করলেন। এইরূপে ভ্রমণ করতে করতে একদা একটি মনোহর সরোবরের তীরে উপস্থিত হলেন। সরোবরের তলদেশ থেকে মধুর গীতবাদ্যধ্বনি উত্থিত হচ্ছে শুনে বিস্মিত হলেন।

শিষ্য—সেই সরোবরের নাম কি ছিল? এরূপ নামকরণ কেন হয়েছিল?

গুরু—সেই সরোবরের নাম ছিল পঞ্চাপ্সর সরোবর। সরোবরের নামকরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্ম্মভৃৎ নামক এক মুনির নিকট জানলেন যে মাণ্ডকর্ণি নামক মুনি এই জলাশয়ের মধ্যে দশ সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যা করেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য দেবগণ পাঁচজন সুন্দরী অপ্সরা পাঠিয়েছিলেন। মুনি তপোভ্রষ্ট হ'য়ে সেই অপ্সরাগণ সহ এই সরোবরে বাস করছেন। অপ্সরাদের গীতবাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

শিষ্য—অতঃপর রাম কোথায় গেলেন?

গুরু—উপরোক্ত রূপে নানা আশ্রম ও তপোবনে দশ বৎসর অতিবাহিত ক'রে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ পুনরায় মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে এসে এক মাস বাস করলেন। পরে তাঁর নিকট থেকে মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রমের সন্ধান জেনে নিয়ে অগস্ত্যের ভ্রাতা ও অগস্ত্যকে দর্শনের নিমিত্ত তদীয় আশ্রমে গমন করেন।

শিষ্য—সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম যে সমগ্র দণ্ডকারণ্যের নানাস্থানে আশ্রম-তপোবনাদি দর্শনের জন্য পরিভ্রমণ করলেন, তার উদ্দেশ্য কী ছিল?

গুরু—রাক্ষসগণ সেনাপতি খরের নেতৃত্বে দণ্ডকারণ্যের সর্বত্র চিত্রকুট পর্য্যন্ত মুনি, ঋষি, তপস্বী, ব্রাহ্মণদের উপর অসহনীয় অত্যাচার করছিল; তাঁরা রামের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। এই রাম দ্রুত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ ক'রে তাঁদের আশ্বাস

দান ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করছিলেন। রাম যেখানে যেখানে যাচ্ছিলেন ও বাস করছিলেন, সেই সেই স্থান থেকে রামের ভয়ে রাক্ষসগণ পলায়ন করছিল। পলায়িত রাক্ষসগণের অনুসরণ ক্রমে রাম ক্রমশঃ দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিলেন। নানা স্থান হ'তে তাড়িত হয়ে রাক্ষসগণ পঞ্চবটীর নিকটে জনস্থানে খরের বাসস্থানে (Concentration Camp) একত্র হয়েছিল। তাই রামও পঞ্চবটীতে শিবির স্থাপনের জন্য অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে তাঁর মন্ত্রণা ও সহায়তা লাভের জন্য গিয়েছিলেন। রাক্ষসদের বিরুদ্ধে রামের সমরাভিযান রামায়ণের মধ্যে আভাসে বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চবটীতেই সম্মিলিত রাক্ষস বাহিনীর সহিত রামের প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ হয়। পরবর্ত্তী ঘটনায় তা দেখতে পাব।

শিষ্য—অগস্ত্য ঋষির তপোবল সম্বন্ধে কী কী কাহিনী বর্ণিত আছে?

গুরু—(১) এক সময়ে বিন্ধ্য পর্বত স্পর্দ্ধাভরে চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধ কল্পে শির উচ্চ হ'তে উচ্চতর করতে থাকে। প্রতিকারার্থ দেবগণের অনুরোধে মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট গমন করেন। বিন্ধ্য ভক্তিভরে মহর্ষির চরণে প্রণত হলে, মহর্ষি তাকে নির্দ্দেশ দেন—

"দক্ষিণ হইতে আমি যাবৎ না ফিরি,
এইভাবে থাক তুমি ওহে বিন্ধ্যগিরি।"

অগস্ত্য আর দক্ষিণ থেকে ফিরলেন না, বিন্ধ্যও মাথা তুলতে পারেন নি।

(২) **কালকেয় ও নিবাতকবচ** নামক দানবগণ সমুদ্র মধ্যে লুক্কায়িত থাকত। সুযোগ মত এসে জনপদ ধ্বংস করত; মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে হত্যা করত। অগস্ত্য ঋষি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করলেন। তখন দানবগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করল।

(৩) **রাজা নহুষ** পুণ্যবলে স্বর্গের ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হন। অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে নহুষ স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করেন। অবশেষে নহুষ ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীকে পত্নীরূপে লাভের অভিলাষ করেন। দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণানুসারে শচীদেবী প্রস্তাব করেন যে যেরূপ বাহনে কেহ কোনো দিন আরোহণ করেনি, এরূপ বাহনে—ঋষিগণ বাহিত শিবিকায় চেপে যদি তিনি শচীদেবীর নিকটে আসতে পারেন, তবে তিনি নহুষের পত্নী হবেন। নহুষের অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য ঋষিগণ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হন। শিবিকাবহনে যে সকল ঋষিরা নিযুক্ত হলেন, অগস্ত্য তার মধ্যে

একজন। শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক নহুষ ঋষিগণকে 'সর্প সর্প'—'দ্রুত দ্রুত' — চল বলে মহর্ষি অগস্ত্যকে পদাঘাত করলে, তিনি অভিশাপ দিলেন—"পাপাত্মা নহুষ! তুমি মহাসর্প হ'য়ে ভূতলে পতিত, হও।" এইরূপে নহুষ সর্প দেহ প্রাপ্ত হলেন।

(৪) **ইল্বল ও বাতাপী** নামে মায়াবী দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয় জনস্থানে বাস করত। তারা নিত্য নিত্য ছলনা ক'রে অসংখ্য ব্রাহ্মণ তপস্বীকে নিধন করত। শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হ'য়ে একদা মহর্ষি অগস্ত্য তার গৃহে উপস্থিত হন। ইল্বল মেষরূপী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপীকে কেটে মাংস রন্ধন ক'রে অগস্ত্যকে খেতে দিল। ভোজনান্তে বিশ্রাম কালে ইল্বল ডাকতে লাগল—"বাতাপি! বাতাপি! বেরিয়ে এস।" এইভাবে ডাক দিলে ভোজনকারীর উদর ভেদ করে বাতাপী বেরিয়ে এলে ভোজনকারী অতিথি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত। অগস্ত্য বললেন—"তোমার ভাইকে বৃথা ডাকছ কেন? সে আমার পেটে হজম হ'য়ে যমালয়ে গেছে।"

শিষ্য—বিন্ধ্যগিরির দর্পচূর্ণ, সমুদ্রপান, বাতাপীভক্ষণ এই তিনটি কাহিনীর মধ্যে কী রহস্য নিহিত আছে?

গুরু—আর্য্য সংস্কৃতি ও শিক্ষাসাধনা প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়; দাক্ষিণাত্য তখন আর্য্যদের নিকট অজানা ছিল। সশিষ্য অগস্ত্য ঋষিই প্রথমে বিন্ধ্য পর্ব্বত লঙঘন ক'রে আর্য্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাধনার আলোক দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যান। বিন্ধ্য পর্বতের দর্পচূর্ণ করণের পশ্চাতে এই ইতিহাস রয়েছে।

অগস্ত্য ঋষির সাংস্কৃতিক অভিযান দাক্ষিণাত্যেও সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সহস্র সহস্র শিষ্যকে নিয়ে ভারতমহাসাগরের দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে ধর্ম্মসংস্কৃতি প্রচারে গমন করেন। বালী, যাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে ঋষি অগস্ত্য অবতাররূপে এখনো পূজিত। সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে তিনি দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে অভিযান করেন, সেই ইতিহাসই সমুদ্রপানের রূপকে বর্ণিত হয়েছে।

অগস্ত্য কৌশলে অত্যাচারী দৈত্য বাতাপীকে নিহত ক'রে সদলবলে ইল্বলকে জনস্থান থেকে বিতাড়িত করেন, সেই ইতিহাস হয়তো বাতাপী ভক্ষণের রূপকে বর্ণিত।

অগস্ত্যাশ্রমের সন্নিকটে পৌঁছে কথাপ্রসঙ্গে রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, —"মহর্ষি অগস্ত্য একদা লোকহিতকামনায় অসুর বধ করেছিলেন, তার ফলে এই দক্ষিণদেশ বাসযোগ্য হয়েছে।

শিষ্য—রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হলে অগস্ত্য কী করলেন?

গুরু—শিষ্যের নিকট রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে মহর্ষি অগস্ত্য তাঁদের সাদর সম্বর্ধনা ও আতিথ্য সংস্কার করলেন। মহর্ষি শ্রীরামচন্দ্রকে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত ধনু, তূণীর, খড়্গ এবং কুণ্ডল প্রদান ক'রে বললেন—"দেবরাজ ইন্দ্র এই সকল অস্ত্রশস্ত্র তোমাকে দেবার জন্য আমার কাছে রেখে বলে গেছেন—রাম যখন আপনার আশ্রমে আসবেন, তখন তাঁকে এই অস্ত্রাদি দেবেন।" কথাপ্রসঙ্গে অগস্ত্য রামকে বললেন, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত হয় ও বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের ন্যায়, তীক্ষ্ণতা অস্ত্রের ন্যায় এবং শীঘ্রতা বায়ুর ন্যায়। কিন্তু, তোমার ভার্য্যা বৈদেহীর এসব দোষ নেই। ইনি অরুন্ধতীর ন্যায় শ্লাঘনীয়া ও অগ্রগণ্যা। রাম! তুমি এই দেশে বাস কর।"

শিষ্য—রাম কার আদেশে পঞ্চবটীতে বাস করেছিলেন? কে কী জন্য তাঁকে তথায় বাস করতে বলেছিলেন?

গুরু—মহর্ষি অগস্ত্য দেবরাজ প্রদত্ত অস্ত্রাদি সমর্পণকালে রামকে বলেছিলেন—"রাম! আমি তপোবলে অবগত আছি যে তুমি রাক্ষসকুল নিধনের জন্য আমার তপোবনে এসেছ। আমি অনুমতি দিচ্ছি তুমি গোদাবরী নদীর নিকট রমনীয় পঞ্চবটীতে বাস কর। সেখানে থেকে তুমি তপস্বিগণকে রক্ষা করতে পারবে।"

শিষ্য—অগস্ত্যের সহিত রামের কথাবার্ত্তার মধ্যে মনে হয় রাক্ষসগণের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের সমরাভিযানে মহর্ষিগণ ও অন্যান্য আর্য্য নৃপতিগণ সহযোগিতা করছিলেন।

গুরু—নিশ্চয়ই। **ভরদ্বাজ, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, মতঙ্গ, অগস্ত্য** প্রভৃতি ঋষিগণ ছিলেন রাজা মহারাজার মত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোকের আশ্রয়দাতা, পালনকর্ত্তা; নানাস্থানের আর্য্য রাজগণ ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের সহায়তায় রাম সমগ্র জনগণের যোগাযোগ ও সংগঠন কার্য্য করেছিলেন।

শিষ্য—জটায়ু কে? তাঁর সহিত রামচন্দ্রের পরিচয় কিরূপে হয়?

গুরু—অগস্ত্যের নিকট বিদায় নিয়ে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ পঞ্চবটীর দিকে যেতে পথিমধ্যে এক মহাকায়, ভীমপরাক্রম পক্ষী দেখতে পেলেন। রাম তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে পক্ষী স্নেহমধুর কণ্ঠে বলল—"রাম! আমি তোমার

পিতা দশরথের বয়স্য। কশ্যপের এক স্ত্রী বিনতা। বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়। অরুণের পুত্র আমি জটায়ু। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি। তুমি যদি চাও, আমি এই বনে তোমার সহায় হব। তুমি ও লক্ষ্মণ অন্যত্র গেলে আমি সীতাকে রক্ষা করব।" রাম জটায়ুকে প্রণাম ও আলিঙ্গন ক'রে পঞ্চবটীতে গেলেন।

শিষ্য—শূর্পণখা কে? কিরূপে, কেন সে দণ্ডকারণ্যে এসেছিল? কে, কার আদেশে, কেন তার নাসাকর্ণ ছেদন করেছিল?

গুরু—লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পণখা; রাবণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হয়ে তার স্বামী নিহত হয়। ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাবণ ভ্রাতা খর ও সেনাপতি দূষণের সহিত চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য দিয়ে শূর্পণখাকে জনস্থানের আধিপত্যে নিয়োগ করে। শূর্পণখা নির্ভয়ে জনস্থানে বিচরণ করত।

একদা স্বেচ্ছামত বিচরণ করতে করতে পঞ্চবটীতে সে রামচন্দ্রকে দেখে মোহিত হ'য়ে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে চাইল। রাক্ষসীর সহিত রহস্য করে রাম নিজে বিবাহিত ব'লে লক্ষ্মণকে বরণ করতে পরামর্শ দিলেন। রাক্ষসী লক্ষ্মণকে বরণ করতে চাইলে তিনি রহস্য ক'রে বললেন—"আমি রামের দাস, আমাকে বিবাহ করলে, তোমাকে সীতার দাসী হ'তে হবে।" তখন রাক্ষসী—সীতা বর্ত্তমানে রাম তাহাকে বিবাহ করবে না ভেবে, সীতাকে আক্রমণ করল। সীতা ভীতা, ত্রস্তা, ম্রিয়মাণা হলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে বললেন—"রাক্ষসীর সহিত আর পরিহাস করা উচিত নয়—দুষ্টাকে উপযুক্ত শাস্তি দাও।" তখন লক্ষ্মণ খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন পূর্ব্বক বিকৃতরূপা করে দিলেন।

শিষ্য—শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন না ক'রে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিলে হ'ত না? স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার রামলক্ষ্মণের পক্ষে কি উচিত?

গুরু—(১) শূর্পণখার পেছনে খরের অধীনে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসেনা ছিল। সুতরাং, শূর্পণখা ভয় পাওয়ার মত মেয়ে ছিল না। কাজেই তাকে হত্যা করা বা আহত করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না; তাও সীতাকে আক্রমণ করলে, বাধ্য হ'য়ে করেছিলেন। (২) রাম জনস্থানকে রাক্ষসের অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তাই রাক্ষসদের ঘাঁটির নিকটে পঞ্চবটীতে এসে বাসস্থান নিয়েছিলেন। শূর্পণখাকে অবলম্বন ক'রে রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ বাধাতে ইচ্ছা করেছিলেন।

শিষ্য—নাসাকর্ণ ছেদনের পর শূপর্ণখা কি ক'রল?

গুরু—লাঞ্ছিতা শূর্পণখা দ্রুত ভ্রাতা খরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে স্বীয় দুর্দ্দশার কাহিনী ব'লে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাকে উত্তেজিত করল। খর শূর্পণখার সহিত প্রথমে চৌদ্দজন রাক্ষস সেনাপতিকে প্রেরণ করলে তারা যুদ্ধে রামের হস্তে নিহত হ'ল।

শিষ্য—সেনাপতিগণের নিধন সংবাদ পেয়ে খর কি করল?

গুরু—খর ক্রোধে জ্বলে উঠল। সেনাপতি ত্রিশিরা ও দূষণ সহ সমগ্র রাক্ষসবাহিনী নিয়ে রামকে আক্রমণ করল। সীতাকে নিয়ে পর্ব্বত গহ্বরে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দিয়ে রামচন্দ্র ভীষণ সংগ্রামে খর, দূষণ, ত্রিশিরা সহ সমগ্র রাক্ষসবাহিনীকে ধ্বংস করলেন।

শিষ্য—খর সহ সমগ্র রাক্ষসবাহিনী নিহত হলে শূর্পণখা কি করল?

গুরু—রাক্ষসবাহিনী ধ্বংস হ'লে দূত অকম্পনের সহিত শূর্পণখা রোদন করতে করতে লঙ্কায় ভ্রাতা রাবণের নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাকে তিরস্কার ক'রে জনস্থানের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করল। রাম ও লক্ষ্মণের বলবীর্য্যের এবং সীতার রূপলাবণ্যের পরিচয় দিয়ে সীতাকে হরণ ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণের প্ররোচনা দিল।

শিষ্য—শূর্পণখার সমস্ত ব্যাপার শুনে রাবণ কি করল?

গুরু—খর দূষণাদি সহ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের নিধনে রাবণ ক্রোধে যেমন জ্বলে উঠল; তেমনি সীতার অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা শুনে তাকে লাভ করবার কামনাও রাবণের মনে উদগ্র হ'য়ে উঠল। সে গুপ্তভাবে সীতাহরণের মানস ক'রে মায়াবী রাক্ষস মারীচের আশ্রমে গেল। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষাকালে সিদ্ধাশ্রমে রামের বাণে আহত হ'য়ে মারীচ পালিয়ে এসে দণ্ডকারণ্যে বাস করছিল। সে নানা মায়া ক'রে মুনিঋষি ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করত। রাবণের অভিসন্ধি জেনে মারীচ তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করে বলল—"রাজা! যারা প্রিয় কথা বলে,

এমন লোক অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ *। আপনি চপল স্বভাব, চর নিযুক্ত করেন না, তাই মহেন্দ্র ও বরুণের তুল্য মহাবল রামকে জানেন না।"

মুমূর্ষু যেমন ঔষধ সেবন করতে চায় না, সেইরূপ রাবণ মারীচের হিতবাক্য শুনল না। রাবণ কঠোর বাক্যে বলল—"এই সঙ্কল্প থেকে আমাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারবে না। আমার পরিকল্পিত কার্য্যের দোষগুণ তোমাকে বিচার করতে বলি নি, কেবল তোমার সাহায্য চেয়েছি।"

মারীচ নির্ভয়ে বলল—"কোন পাপী আপনাকে এ বুদ্ধি দিয়েছে? সবংশে আপনার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমার মরণের জন্য আমি ভাবছিনে। আপনি সবংশে মরবেন, এতেই আমার শোক হচ্ছে।"

শিষ্য—সীতা হরণের জন্য রাবণ মারীচের নিকট কীরূপ সাহায্য চেয়েছিল?

গুরু—রাবণ ষড়যন্ত্র করেছিল যে মারীচ রৌপ্যবিন্দু-বিচিত্রিত স্বর্ণবর্ণ মায়ামৃগ বেশে সীতার সম্মুখে বিচরণ করতে থাকবে। সীতা মুগ্ধা হয়ে রামকে মৃগ ধ'রে দিতে বলবেন। রাম মৃগ বধার্থ গেলে মারীচ তাঁকে প্রলোভিত করে বহুদূরে নিয়ে যাবে। রাম যখন মৃগের প্রতি শরাঘাত করবেন, তখন মারীচ সীতা ও লক্ষ্মণের নাম ধরে রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রে চীৎকার করবে; রামের বিপদ জেনে লক্ষ্মণ কুটির ছেড়ে রামের কাছে যাবেন। সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করবে।

শিষ্য—মারীচ কিরূপে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ ক'রে রামকে বঞ্চিত করে? রামচন্দ্র এত সহজে প্রতারিত হলেন কেন? এতে কি রামের বালসুলভ অবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় নি?

গুরু—রাবণের হাতে মৃত্যু অবধারিত জেনে মায়াবী রাক্ষস মারীচ রৌপ্যবিন্দু-বিচিত্রিত স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ ক'রে সীতার সম্মুখে গিয়ে নানা ভঙ্গীতে খেলা

---

* সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু বাক্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।—অরণ্য ৩৭।২
ন্যূনং ন বুধ্যসে রামং মহেন্দ্রবরুণোপমম্।
অযুক্তচরশ্চপলো মহাবীর্যগুণোন্নতম্।।—অরণ্য ৩৭।৩

করতে লাগল। হরিণের রূপলাবণ্যে মুগ্ধা সীতা হরিণটিকে ধ'রে দিতে রামের কাছে বার বার আবদার করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ বললেন—"এরূপ মৃগ তো কদাচ দেখা যায় না, হতে পারে না; নিশ্চয়ই এ রাক্ষস মারীচের মায়া।" সীতার সাগ্রহ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে রাম বললেন—"আমি এই মৃগটিকে ধরব; এ যদি রাক্ষসের মায়া হয়, তবে রাক্ষসকে বধ করব।" রাম লক্ষ্মণকে সতর্ক হ'য়ে থাকবার জন্য বিশেষ উপদেশ দিয়ে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে মৃগকে অনুসরণ করলেন। নিয়তির বাধ্য জগৎ; ভবিতব্য কেহ খণ্ডন করতে পারে না। আসন্ন বিপদকালে অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তিরও বুদ্ধিভ্রম হয়। যথার্থই মৃগ, অথবা ছদ্মবেশী রাক্ষস—যাই হোক না কেন, সীতার রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে নিয়োগ করেই, রাম মৃগের পশ্চাৎ গিয়েছিলেন; সুতরাং এখানে রামের বিবেচনার অভাব বলা যায় না। বিশেষতঃ রাক্ষস বধের জন্য যখন তিনি পঞ্চবটীতে বাস করছিলেন, তখন ছলনাকারী রাক্ষসকে নিধন করা তো তাঁর আবশ্যিক কর্ত্তব্যই ছিল।

শিষ্য—মারীচ লক্ষ্মণকে কিরূপে বঞ্চিত ক'রল?

গুরু—রাম স্বর্ণমৃগের অনুসরণ ক'রে বহুদূর গেলেন, কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে পরিশেষে তাকে শরবিদ্ধ করলেন; আহত মৃগ মৃত্যুর পূর্ব্বে রাক্ষসরূপ ধারণ ক'রে রাবণের মন্ত্রণানুসারে রামের কণ্ঠ অনুকরণ পূর্ব্বক "হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!" বলে চীৎকার করতে লাগল। লক্ষ্মণ রামের অপরাজেয় বিক্রম জানতেন; তাই তিনি বিচলিত হলেন না; কিন্তু, স্ত্রীস্বভাব বশতঃ সীতা রামের বিপদ আশঙ্কায় অতিমাত্র অস্থির হ'য়ে পড়লেন। লক্ষ্মণ সীতাকে পুনঃ পুনঃ তাঁর রক্ষার্থ স্বীয় দায়িত্বের কথা ব'লে প্রবোধ দিলেও তিনি স্থির হ'তে পারলেন না। লক্ষ্মণকে অকথ্য কুকথ্য বলে নিন্দা ও তিরস্কার করতে লাগলেন।*

লক্ষ্মণ বাধ্য হ'য়ে সীতাকে সাবধান হ'য়ে থাকবার উপদেশ দিয়ে, দেবতাদের নিকট সীতার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শিষ্য—রামের আদেশ লঙ্ঘন ক'রে সীতাকে অসহায় ভাবে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া কি লক্ষ্মণের পক্ষে নিতান্ত দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় নয়?

* সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥— অরণ্য ৪৫।২৪

গুরু—এক হিসাবে তা বলা যায় বটে। কিন্তু, সে পরিস্থিতিতে না পড়লে, লক্ষ্মণের অবস্থা কেউ ধারণা করতে পারবে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ হ'লেও সীতার মুখের দিকে যিনি কদাচ দৃক্‌পাত করেন নি, সেই লক্ষ্মণকে যখন সীতা অনায়াসে ব'লে ফেললেন—"আমাকে পাওয়ার লোভেই তুমি একা রামকে বনে অনুসরণ করেছ", তখনই আজন্মশুদ্ধ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার সেবায় সর্ব্বত্যাগী লক্ষ্মণের মনুষ্যত্ব আহত হয়েছিল। তাছাড়া রামের বিপদাশঙ্কাও যে আদৌ ছিল না, তা বলা যায় না।

শিষ্য—সীতার কুৎসিৎ নিন্দার উত্তরে লক্ষ্মণ কি বলেছিলেন?

গুরু—মর্ম্মাহত লক্ষ্মণ বলেছিলেন—"আমার নিকট আপনি দেবতা; আপনার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। স্ত্রীজাতি ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা, চপলা, নির্দ্দয়া; তারা আত্মীয়ের মধ্যে ভেদ জন্মায়। আপনার কঠোর বাক্য আমার সহ্য হচ্ছে না; আমার কর্ণে যেন তপ্ত লৌহ প্রবেশ করছে। বনদেবতারা সাক্ষী। আমি গুরু রামের আজ্ঞা পালন করছিলাম; আপনি স্ত্রীসুলভ দুষ্টস্বভাবের বশে আমাকে আশঙ্কা করেন। ধিক্ আপনাকে। আপনার সর্ব্বনাশ আসন্ন। আমি রামের কাছে যাচ্ছি।"

শিষ্য—সীতার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহীয়সী নারীর পক্ষে শুদ্ধচরিত্র সেবানুরক্ত দেবরকে এরূপ কুৎসিৎ কথা বলা নিতান্ত অশোভন নয় কি?

গুরু—অশোভন তো নিশ্চয়ই। তবে, বিচার করতে হবে—সীতা রামময়জীবিতা, রামকে অবলম্বন ক'রেই তিনি সর্ব্বত্যাগিনী; তদুপরি পুরুষের তুলনায় নারীর দেশকালের পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা কম, বিচার বুদ্ধিও কম। অধিকন্তু, নারীজাতি ভাবপ্রবণা; এমতাবস্থায় রামের বিপদাশঙ্কায় অতিমাত্র বিচলিতা হওয়া সীতার পক্ষে বিচিত্র নয়; লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, উপরোধ, অনুযোগ, নিষ্ঠুরতার অভিযোগ ক'রে যখন রামের সাহায্যার্থে পাঠাতে পারছেন না, তখনই তাঁকে চরম চরিত্রগ্লানিকর কথাও সীতা বলেছিলেন। সেরূপ দারুণ, আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে দিশাহারা সীতার পক্ষে এরূপ ভাবা ও বলা অস্বাভাবিক আদৌ নয়।

শিষ্য—রাবণ কিরূপে সীতাকে হরণ করেছিল?

গুরু—লক্ষ্মণ কুটির ত্যাগ করলেন; সীতা একাকিনী রামের চিন্তায় উদ্বেগে

সাশ্রুনয়নে উপবিষ্টা, এমন সময়ে ব্রহ্মচারী, তপস্বী বেশে রাবণ সীতার সমক্ষে উপস্থিত। তপস্বী ব্রাহ্মণ দেখে সীতা উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিলেন। রাবণও নিজের বিক্রম ও ঐশ্বের্য্যের কথা ব'লে স্বীয় পরিচয় দিয়ে সীতাকে পত্নীরূপে কামনা করল। সীতা কুপিতা হ'য়ে উত্তর দিলেন, "মহাগিরির ন্যায় স্থির, মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, মহেন্দ্রসদৃশ রামের আমি পতিব্রতা পত্নী। তুমি শৃগাল হ'য়ে সিংহীকে কামনা করছ। রাক্ষস! তুমি ক্ষুধিত সিংহ ও সর্পের মুখ থেকে দন্ত উৎপাটিত করতে চাচ্ছ। তুমি সূচীর দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন, জিহ্বার দ্বারা ক্ষুর লেহন করতে যাচ্ছ। আমাকে হরণ করলে রামের হাতে তোমার নিশ্চিত মরণ।"

রাবণ ক্রোধে নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বাম হস্তে সীতার কেশপাশ, দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধ'রে নিয়ে রথে উঠল। মুক্তি পাবার জন্য সীতা ছটফট করতে লাগলেন। সীতা রামলক্ষ্মণের নাম ধ'রে হাহাকার করে রোদন করতে লাগলেন। জটায়ুকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আর্য্য জটায়ু! দেখুন রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।"

শিষ্য—জটায়ু কি করলেন?

গুরু—জটায়ু নিদ্রিত ছিলেন। সীতার চীৎকারে জেগে উঠে জটায়ু সীতাকে হরণ করা অন্যায়, ফলে রামের হাতে নিস্তার পাবে না বলে—রাবণকে বুঝালেন। পরে বললেন—"আমি ষাট হাজার বৎসরের বৃদ্ধ, তুমি রথারোহী সশস্ত্র, বর্ম্মধারী যুবক, তথাপি আমি জীবিত থাকতে সীতাকে নিয়ে যেতে পারবে না।" পক্ষিরাজ জটায়ু চরণের নখ ও চঞ্চুপ্রহারে রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করলেন; রাবণও—বাণাঘাতে জটায়ুকে আহত করল। জটায়ুর পদাঘাতে রাবণের ধনুক, রথ ও অশ্ব বিধ্বস্ত হ'ল, বামদিকের দশখানি হস্ত ছিন্ন হ'য়ে গেল। তখন রাবণ খড়্গ দ্বারা যুদ্ধক্লান্ত জটায়ুর পক্ষ চরণ ছেদন ক'রে তাঁকে ভূতলে ফেলে দিয়ে সীতাকে নিয়ে প্রস্থান করল।

শিষ্য—জটায়ুবধের পর রাবণ সীতাকে নিয়ে কোন্ দিকে, কোথায় গেল?

গুরু—রাবণ পথভ্রমে আকাশপথে সীতাকে নিয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের দিকে গিয়েছিল। পরে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের মধ্যে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় গমন করল।

শিষ্য—রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে কিভাবে কোথায় রাখল? তাঁর রক্ষার জন্য কী সতর্কতা অবলম্বন করল?

গুরু—রাবণ সীতাকে কখনো স্তুতিবাক্যে, কখনো রুষ্ট বাক্যে ভয় প্রদর্শন ক'রে, সুখসম্ভোগ ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে বশীভূত করবার চেষ্টা করল। কিছুতেই কোনো ফল হ'ল না দেখে, রাবণ সীতাকে রাজঅন্তঃপুরস্থ অশোকবনে রাক্ষসীদের প্রহরাধীনে রেখে দিল। রাবণ বুঝেছিল যে সীতাহরণের পরিণামে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসনিধনকারী রামের সহিত তার সঙ্ঘর্ষ বাধবেই; তজ্জন্য সে রামের গতিবিধি লক্ষ্য রাখবার জন্য আট জন বিচক্ষণ অমাত্যকে নিয়োগ করল।

শিষ্য—রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সীতা কী করছিলেন?

গুরু—রাবণ যখন সীতাকে ছেড়ে জটায়ুর সহিত যুদ্ধে নিরত ছিল, তখন সীতা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন। জটায়ুকে বধ ক'রে সীতাকে টেনে নিয়ে রথে তুলে যখন রাবণ চলছিল, তখন সীতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন, বিলাপ, রাবণকে তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করছিলেন এবং রামলক্ষ্মণের পথ-প্রদর্শনার্থ গায়ের বসনভূষণ ছুঁড়ে ফেলছিলেন। রথ যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পাঁচটি মহাকায় বানর পর্ব্বতে বসেছিল; সীতা তাদের দেখে গায়ের বসনভূষণ নিক্ষেপ করলেন। বানরগণ রাবণের রথে সীতাকে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করছিল। সীতা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বসনভূষণগুলি তারা সংগ্রহ ক'রে রেখে দিয়েছিল।

শিষ্য—সীতার ন্যায় সতী পতিব্রতা নারী কি রাবণের অন্ন গ্রহণ করতেন? কিরূপে তিনি একটি বৎসর জীবিতা ছিলেন?

গুরু—রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সীতাদেবী অহরহঃ বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হ'য়ে রামধ্যানে ডুবে থাকতেন। তাঁর প্রাণ রক্ষার উপায় ছিল না। তখন পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষুৎপিপাসা নিবারক ও রোগনাশক পায়স দিয়ে সীতার জীবন রক্ষা করেন।

শিষ্য—মারীচ বধের পর ফিরে এসে রাম কী করলেন?

গুরু—মারীচকে বধ ক'রে ফিরে আসবার পথে লক্ষ্মণের সহিত রামের দেখা হল। আদেশ লঙ্ঘন ক'রে সীতাকে একাকিনী ফেলে লক্ষ্মণ চ'লে এসেছেন দেখে,

রাম অসন্তুষ্ট হ'য়ে বিপদাশঙ্কায় অনুযোগ করতে লাগলেন। দুই ভাই পথে নানা দুর্লক্ষণ দেখে আতঙ্কিত হলেন। দ্রুতপদে এসে দেখেন কুটির শূন্য, সীতা নেই। শোকে রক্তনেত্র রাম উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন। শোকার্ত্ত চিত্তে রাম বৃক্ষ, পশু ও পক্ষি গণকেও সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বন, পর্ব্বত, নদী, প্রস্রবণ নানাস্থানে বেগে ভ্রমণ ক'রে রাম সীতাকে খুঁজতে লাগলেন। লক্ষ্মণকে বললেন—"সীতার বিরহে আমি বাঁচব না।" শোকমগ্ন রামকে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণ বললেন— "আপনি বিষাদগ্রস্ত হবেন না; আসুন দুজনে সন্ধান করি।" দণ্ডকারণ্যের বহু স্থান ভ্রমণ ক'রেও তাঁরা সীতার সন্ধান পেলেন না। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে লাগলেন—"রাক্ষসেরা যখন সীতাকে হরণ করে, তখন তিনি কতই কেঁদেছেন; তাঁর গ্রীবা ছিন্ন ক'রে রাক্ষসেরা রুধির পান করেছে।" সীতাবিরহে রামচন্দ্র কখনো ক্রন্দনপরায়ণ কখনো ক্রোধে উন্মত্ত, কখনো বিলাপপরায়ণ। লক্ষ্মণ রামকে নানা প্রবোধ বাক্যে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন।

শিষ্য—সীতাহরণে রামের এই অস্বাভাবিক অস্থিরতা ও উন্মত্ততা কি রামের স্ত্রৈণ স্বভাব সূচিত করে না?

গুরু—শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ মানব। মানবতার পরিপূর্ণ আদর্শ শিখাবার জন্য তাঁর জীবন ও চরিত্র। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে যেমন অযোধ্যাকাণ্ডে আদর্শ পুত্র ও আদর্শ ভ্রাতার চিত্র ফুটেছে, আবার অরণ্যকাণ্ডে তেমনি আদর্শ পতির, আদর্শ ক্ষত্রিয় বীরের ও আদর্শ মিত্রের চিত্র দেখি। সীতাবিরহে রামচন্দ্রের হৃদয়দ্রবকারী শোক ও বিলাপের মধ্যে আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমের পরিচয় পাই। রামচন্দ্রের উক্তি—

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা।
রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে।"

"লক্ষ্মণ! সীতা আমার বৈষয়িক কার্য্যে মন্ত্রণাদাত্রী, সেবাকার্য্যে দাসী, ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সহধর্ম্মিণী, ক্ষমায় ধরিত্রী, সীতা আমার স্নেহময়ী মাতা, আমার চিত্তবিনোদন-কারিণী সখী।"

মানুষ যদি যথার্থ রিপুজয়ী জিতেন্দ্রিয় হয়, তবেই সে পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ হয়। সীতার জন্য বিরহ-কাতরতার মধ্যে স্ত্রৈণতা ছিল না, তা প্রমাণিত হয়েছিল পরবর্ত্তী সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং সীতানির্ব্বাসনের ঘটনায়।

শিষ্য—সীতার অন্বেষণে বহির্গত হ'য়ে রামলক্ষ্মণ কার নিকট তাঁর হরণের সন্ধান করেন?

গুরু—সীতার সন্ধানে ভ্রমণ করতে করতে একস্থানে রাম ছিন্নপক্ষ, রক্তাক্ত, মুমুর্ষু জটায়ুকে দেখলেন। তাঁকেই সীতার নিহন্তা মনে ক'রে রাম জটায়ুকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। জটায়ু বললেন, "দুরাত্মা রাবণ তো আমাকে হত্যা ক'রেই রেখেছে।" তৎপরে রাবণ কীরূপে সীতাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে কিরূপে যুদ্ধ হয়েছিল ইত্যাদি সংবাদ এবং বিশ্রবার পুত্র রাবণ সীতাহরণ করেছে বলে পক্ষিরাজ দেহত্যাগ করলেন। পক্ষীর মৃত্যুতে রাম পিতৃবিয়োগ ব্যথা অনুভব করলেন। তাঁরা সযত্নে পক্ষিরাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও তর্পণ করলেন।

শিষ্য—কার নিকট থেকে রামলক্ষ্মণ সীতার সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ এবং তাঁর উদ্ধারের সূত্র লাভ করেছিলেন?

গুরু—শ্রীরামলক্ষ্মণ ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলতে চলতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমের নিকট গেলেন। তথায় তাঁরা অরণ্য মধ্যে বিচরণকালে যোজনপ্রসারী বাহুবিশিষ্ট এক কবন্ধরাক্ষসের কবলে পড়লেন। রাক্ষস দু'বাহু দ্বারা দুজনকে ধ'রে ফেলল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বীরত্ব প্রভাবে তাঁরা দুই বাহু ছেদন পূর্ব্বক কবন্ধকে নিহত করলেন। রাক্ষস প্রীত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—"আমাকে উদ্ধার করলেন—আপনারা কে?" রাম স্বীয় পরিচয় দিয়ে সীতাহরণের বৃত্তান্ত বললেন। রাক্ষস বলল—"আপনারা আমার দেহটা দগ্ধ করুন, আমি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হ'য়ে সীতা উদ্ধারের উপায় বলতে পারব।"

শিষ্য—কবন্ধ-রাক্ষসের নিকট সীতা উদ্ধারের কী উপায় রাম জানতে পারলেন?

গুরু— দেহ অগ্নিদগ্ধ হ'লে রাক্ষস দিব্য দেহ ধারণ ক'রে বলল—"রাম! পম্পা সরোবরের তীরবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়ে কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা কর; তার সহায়তায় সীতা উদ্ধারের উপায় হবে।"

শিষ্য—কবন্ধ-রাক্ষসের পূর্ব্ব পরিচয় কী? কী কারণে সে রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হয়?

গুরু—কবন্ধ রাক্ষসের পূর্ব্ব নাম ছিল দনু। শ্রীনামক এক দানবকন্যার গর্ভে

জন্মগ্রহণ করে। দনু তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে দীর্ঘ আয়ু ও মহাশক্তির অধিকারী হ'য়ে মহাদর্পে ইন্দ্রের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করে। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দনুর জানু ও মস্তক চূর্ণ করে কবন্ধাকারে পরিণত করেন। পরে দনুর প্রার্থনায় কৃপাপরবশ হয়ে—তার প্রাণ ধারণের জন্য যোজনপ্রসারী বাহুদ্বয় এবং বক্ষঃস্থলে এক মুখগহ্বর প্রদান করেন। কথিত আছে স্থূলশিরা নামক ঋষি কোন কারণে দনুর প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাকে কবন্ধ রাক্ষস হবার অভিশাপ দেন। পরে তার মিনতিতে তুষ্ট হয়ে শাপমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করেন যে রাম যখন তদীয় অপহৃতা পত্নী সীতার অন্বেষণে আসবেন, তখন তাঁর হস্তে নিহত হ'য়ে শাপ থেকে মুক্ত হবে।

শিষ্য—কবন্ধ বধের পর ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাবার পথে রাম আর কী কী করেছিলেন?

গুরু—ঋষ্যমূক পর্ব্বতাভিমুখে চলতে চলতে রামলক্ষ্মণ পম্পা সরোবরের তীরস্থ মতঙ্গাশ্রম এবং মতঙ্গ রক্ষিত মহারণ্য দর্শন করলেন। মতঙ্গাশ্রমে শবরী নামে এক বৃদ্ধা তাপসীকে দেখলেন। তাঁর নিকট মহর্ষি মতঙ্গ ও তাঁর শিষ্যগণের তপঃপ্রভাবের কথা শুনলেন।

শিষ্য—শবরী কে ছিলেন? রামের দর্শনের পর তিনি কী করলেন?

গুরু—শবরী এক নিষাদ কন্যা। বালিকা বয়স থেকে তিনি মহর্ষি মতঙ্গের শুভদৃষ্টি লাভ করেন; তাঁর নিকট দীক্ষিতা হ'য়ে তপস্যা করতে থাকেন। শবরী রাম লক্ষ্মণকে সাদরে অভ্যর্থনা করে বললেন—"রাম! তোমার চিত্রকুটে আসবার সংবাদ জেনে এই আশ্রমের তপস্বীরা স্বর্গারোহণ করেছেন। তাঁরা আমাকে বলেছিলেন—রাম তোমার এই পুণ্য আশ্রমে আসবেন; তাঁকে আতিথ্য সৎকার করো, তাঁর দর্শনে তুমি অক্ষয় লোক লাভ করবে। রাম! আজ তোমার দর্শনে আমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ও গুরুসেবা সার্থক হ'ল। অরিন্দম! তোমার প্রসাদে আমি অক্ষয় লোক লাভ করব।" তৎপরে রামের যথাবিধি পূজা-সৎকার পূর্ব্বক অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ নিয়ে তাপসী অগ্নিতে দেহ আহুতি দিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। কথিত আছে—শবরীর অনন্যা ভক্তিতে প্রীত হ'য়ে রামচন্দ্র তাঁর সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট ফলগুলি সাদরে ভক্ষণ করেছিলেন।

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

শিষ্য—কিষ্কিন্ধ্যা কোথায়? ঋষ্যমূক কোথায়? ঋষ্যমূক প্রসিদ্ধ কেন?

গুরু— কিষ্কিন্ধ্যা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যই প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যা। ঋষ্যমূক পর্ব্বত কিষ্কিন্ধ্যারই অন্তর্গত। এখানে রাম ও সুগ্রীবের পরস্পর পরিচয়, মিত্রতা এবং বালিবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং রাবণবধের ও সীতা উদ্ধারের মন্ত্রণাও সূচনা হয়।

শিষ্য—সুগ্রীব কে ছিলেন?

গুরু—কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা মহাবল বানররাজ বালী; বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব। বানররাজ **ঋক্ষরাজের** পত্নীর গর্ভে ইন্দ্র ও সূর্যের বরে দুই পুত্র বালী ও সুগ্রীবের জন্ম।

শিষ্য—কিষ্কিন্ধ্যা ত্যাগ করে সুগ্রীব ঋষ্যমূকে নির্ব্বাসিত ছিলেন কেন?

গুরু—কোনো অপরাধের জন্য বালী সুগ্রীবকে বধ করতে চায়। বালীর ভয়ে সুগ্রীব সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ ক'রে পরিশেষে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে নিরাপদ হয়।

শিষ্য—ঋষ্যমূক বালীর রাজ্যের অন্তর্গত; সেখানে সুগ্রীব নিরাপদ হ'ল কীরূপে?

গুরু—দুন্দুভি নামক এক দৈত্য বলদর্পিত হ'য়ে মহিষের রূপ ধারণ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। ভীষণ যুদ্ধে নিহত দুন্দুভির বিরাট শবদেহ পদাঘাতে বালী মতঙ্গাশ্রমের সন্নিকটে নিক্ষেপ করে। মৃত দৈত্যের শোণিত বায়ুচালিত হ'য়ে মতঙ্গের আশ্রমে নিক্ষিপ্ত হয়। মহর্ষি মতঙ্গ অভিশাপ দেন—"যে আমার আশ্রম দূষিত করেছে, সে যদি আমার আশ্রমের এক যোজনের মধ্যেও আসে, তবে তার মৃত্যু হবে।" মতঙ্গাশ্রমের সন্নিহিত হওয়ায় ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বালীর যাওয়া সম্ভব ছিল না; এজন্য তা সুগ্রীবের নিরাপদ বাসস্থান হয়েছিল।

শিষ্য—বালীকর্ত্তৃক সুগ্রীব নির্ব্বাসিত হয়েছিল কী অপরাধে?

গুরু—মায়াবী নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত অসুর ছিল। সে দুন্দুভি দানবের * জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুন্দুভি বালীর হস্তে নিহত হ'লে পর শত্রুতাবশে একদা মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করল। সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে বালী মায়াবীর পশ্চাদ্ধাবন করে। অকস্মাৎ মায়াবী ভূগর্ভস্থ বিলে প্রবেশ করে। বালীও সেই রন্ধ্র দিয়ে ভূগর্ভে মায়াবীকে অনুসরণ করে। যে পর্য্যন্ত বালী প্রত্যাবর্ত্তন না করে, সে পর্য্যন্ত সে সুগ্রীবকে গুহাদ্বারে অপেক্ষা করতে ব'লে যায়। এক বৎসর অতীত হ'ল, বালী ফিরে এল না; অধিকন্তু গুহাদ্বারে ফেনময় রক্তস্রোত বইতে লাগল; সুগ্রীব ভাবল দানবের হাতে বালীর মৃত্যু হয়েছে। সে প্রকাণ্ড প্রস্তরদ্বারা গুহামুখ রুদ্ধ ক'রে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে সব সংবাদ জানাল। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ সুগ্রীবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে রাজকার্য্য চালাতে লাগল। কিছুকাল পরে দানবকে বধ ক'রে বালী এসে দেখে—সুগ্রীব রাজসিংহাসনে বসেছে। অতি ক্রোধে সে সুগ্রীবকে বধ করতে গেল। সুগ্রীব বালীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করল; বললে আমার অনিচ্ছায় সকলে আমাকে সিংহাসনে বসিয়েছে। আমি চিরদিন যেমন ছিলাম, তেমনি তোমার সেবক হ'য়ে থাকব, কিন্তু বালী ক্ষমা না ক'রে তাকে বধ করতেই কৃতসঙ্কল্প হ'ল। সুগ্রীব প্রাণভয়ে নানাস্থানে পরিভ্রমণ ক'রে পরিশেষে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

শিষ্য—সুগ্রীবের সহিত রামের দর্শন ও পরিচয় কীভাবে হ'ল?

গুরু—মতঙ্গাশ্রম হ'য়ে পম্পার তীর দিয়ে রামলক্ষ্মণ ক্রমে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের কাছে এসে পড়লেন। দূর হতে সুগ্রীব তাঁদের ধনুর্ব্বাণধারী বীর্য্যবলদৃপ্ত মূর্ত্তি দেখে বালীকর্ত্তৃক প্রেরিত চর মনে ক'রে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ল। পরে তদীয় বুদ্ধিমান অমাত্য হনুমানের পরামর্শে স্থির হ'য়ে তাঁকেই পরিচয় জানবার জন্য প্রেরণ করল। হনুমান ভিক্ষুবেশে উপস্থিত হ'য়ে বিনীত ভাবে মধুর বাক্যে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। হনুমান যখন জানলেন যে তাঁরা অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, নির্ব্বাসিত হ'য়ে দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন, রাবণ রামের পত্নী সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে, তাঁরা সীতার সন্ধানে যাচ্ছেন, তখন হনুমান আত্মপরিচয় দিলেন—"আমি বানরাধিপতি সুগ্রীবের অনুচর; কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালী তার ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নী রুমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে তাকে রাজ্য থেকে

* উত্তরকাণ্ডে আছে মায়াবী ও দুন্দুভি ময়দানবের পুত্র।—দ্বাদশ সর্গ ১২, ১৩ শ্লোক।

বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছে। সুগ্রীব তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব চান।" লক্ষ্মণ হনুমানকে বললেন—"আমারা সুগ্রীবের গুণাবলী শুনেছি, তারই অনুসন্ধান করছিলাম; আমরাও তার সহিত মৈত্রী স্থাপন করতে চাই।

শিষ্য—প্রথম দিনে রাম হনুমানের সম্বন্ধে কী কী বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ হলেন?

গুরু—রাম হনুমানের সম্বন্ধে লক্ষ্মণকে বললেন—"ইনি যেরূপ কথা বললেন, ঋক্, যজুঃ ও সাম জানা না থাকলে তেমন কেউ বলতে পারেন না। ইনি ব্যাকরণে সুপণ্ডিত, কারণ একটি অপশব্দও বলেন নি। এর মুখ, চোখ, ললাট, ভ্রূর কোনো বিকৃতি দেখা গেল না। এর বাক্য দ্রুত নয়, বিলম্বিতও নয়, শুনলে আনন্দ হয়। যে রাজার এমন দূত নেই, তাঁর কার্য্য কী করে সম্পন্ন হয়?

শিষ্য—রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা কীরূপে হ'ল?

গুরু—হনুমান সুগ্রীবকে সংবাদ দিল—'ইক্ষ্বাকুবংশের দশরথপুত্র রামলক্ষ্মণ ভ্রাতাকে রাজ্য দিয়ে বনে এসেছেন। রামের ভার্য্যাকে রাবণ অপহরণ করেছে। রাম তোমার মৈত্রী কামনা করেন।" সুগ্রীব রামকে বললেন—"হনুমানের নিকট আমি তোমার গুণাবলী শুনেছি। তুমি ধর্ম্মাত্মা, তপোনিষ্ঠ, সকলের প্রতি তোমার স্নেহ। তুমি আমার ন্যায় বানরের সহিত বন্ধুত্ব চাও, এতে আমি সম্মানিত ও লাভবান হয়েছি।" তখন বাহু প্রসারিত করে রাম ও সুগ্রীব পরস্পর পাণিপীড়ন ও আলিঙ্গন করলেন। হনুমান অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করলে পুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চন পূর্ব্বক রাম ও সুগ্রীব অগ্নি প্রদক্ষিণ করে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। সুগ্রীব রামকে বললে—"তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হ'লে। আমাদের সুখদুঃখ এক হ'ল।"

শিষ্য—মিত্রতা স্থাপনের পর রাম ও সুগ্রীবের কীরূপ আলাপ হ'ল?

গুরু—সুগ্রীব বললে—"রাম! বালী আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আমার ভার্য্যাকে হরণ করেছে; আমি ভয়ার্ত্ত, আমার ভয় দূর কর।" রাম বললেন—"কপিবর! কীরূপে মিত্রের উপকার করতে হয়, তা আমি জানি; আমি দুর্ব্বৃত্ত বালীকে বধ করব; তুমি রাজ্য ও ভার্য্যা ফিরে পাবে।" রামের প্রতিশ্রুতি শুনে সুগ্রীব রামকে বললে, "আমি হনুমানের কাছে সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনেছি। শোক ত্যাগ ক'র। আমি তোমার পত্নীকে এনে দেব। আমার মনে হচ্ছে—আমি তাঁকে দেখেছি। রাক্ষস যখন তাঁকে নিয়ে যায়, তখন তিনি 'হা রাম' 'হা লক্ষ্মণ' বলে

ডাকছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর উত্তরীয় ও আভরণ ফেলে দেন। আমরা সে সব রেখে দিয়েছি।"

রাম বললেন—"শীঘ্র সেগুলি নিয়ে এস।" সুগ্রীব এনে দিলে রাম সেগুলি চিনতে পেরে বুকে ধারণ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন। সুগ্রীব রামকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

সুগ্রীবের বাক্যে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে বললেন, "তোমার ভার্য্যাপহারীকে আমি আজই বধ করব।" সুগ্রীবের নিকট থেকে রাম বালীর সহিত তার বিবাদের ইতিহাস শুনে নিলেন। সুগ্রীব বালীর প্রতি মতঙ্গ মুনির অভিশাপের বৃত্তান্ত উল্লেখ ক'রে বললেন যে ঋষ্যমূক নিরাপদ বাসস্থান ব'লে তিনি সেখানে বাস করছেন।

শিষ্য—রাম বালীকে বধ করতে ইচ্ছুক হলে সুগ্রীব কী বললে? বালীর বল বিক্রমের কী কী পরিচয় দিলে?

গুরু—রামের বলবিক্রম সুগ্রীব জানে না; কিন্তু, বালীর অসামান্য পরাক্রম সুগ্রীবের জানা আছে। তাই রামের কাছে সুগ্রীব বালীর শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় দিয়ে বললে—"বালী ঘোর যুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত দুন্দুভি দৈত্যকে বধ করে। ঐ দেখ তার পর্ব্বতাকার অস্থিপঞ্জর প'ড়ে আছে। এই বহুশাখাযুক্ত সাতটি বিশাল শাল গাছ দেখছ, বালী এগুলিকে কম্পিত ক'রে নিষ্পত্র করতে পারে; এই শালবৃক্ষগুলিকে বালী অনেকবার ভেদ করেছে। বালী প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের আগে পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব সমুদ্রে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তর সমুদ্রে অক্লান্ত ভাবে যাতায়াত করে। পর্ব্বতের শিখরসমূহ উর্ধ্বে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করে।" তৎপরে রামের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ সুগ্রীব বিনীত ভাবে বলবীর্য্যের পরিচয় চাইল।

শিষ্য—সুগ্রীব রামের বলবীর্য্যের প্রমাণস্বরূপ কী কী করতে বলল; রামই বা কী কী করলেন?

গুরু—সুগ্রীব লক্ষ্মণকে বললে—"রাম যদি এই দুন্দুভির অস্থিপঞ্জর এক পায়ে উঠিয়ে দুইশত* ধনু দূরে ফেলতে পারেন, তবে বুঝব ওঁর বালীকে বধ করবার শক্তি আছে।"

রাম সহাস্যে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুন্দুভির দেহপঞ্জরকে দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীব বললে—"দুন্দুভির দেহকঙ্কাল এখন শুষ্ক ও হাল্কা হ'য়ে

* এক ধনুতে চার হাত। দুইশত ধনুতে ৮০০ শত হাত বা ৪০০ শত গজ।

গেছে। বালী যখন নিক্ষেপ করেছিল তখন বালী ছিল যুদ্ধক্লান্ত, আর দৈত্যের শরীরের ওজন ছিল বহুগুণ বেশী। তুমি এক একটি করে এই সপ্ত শালের সব কয়টিকে এক সঙ্গে ভেদ কর, তাতেই তোমার বলাবল বোঝা যাবে।" রামচন্দ্র ধনুতে শর যোজনা করলেন। সেই শর সপ্ত শাল ভেদ ক'রে পর্ব্বত বিদীর্ণ পূর্ব্বক ভূমিতে প্রবেশ করে এবং তখনই রামের তূণীরে ফিরে এল। তখন সুগ্রীবের বিশ্বাস হ'ল যে রাম বালীকে বধ করতে সমর্থ।

শিষ্য—রামের বলাবলের পরিচয় পেয়ে সুগ্রীব কী করল?

গুরু—রামের অলৌকিক বলবীর্য্যের পরিচয় পেয়ে সুগ্রীব অত্যন্ত উৎসাহিত হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে গিয়ে মহাবিক্রমে বালীকে যুদ্ধে ডাকতে লাগল। বালী ক্রুদ্ধ হ'য়ে বেরিয়ে এল। দুই ভ্রাতায় তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। দুই ভ্রাতার আকৃতি ঠিক একই প্রকার হওয়ায় রাম—কে বালী আর কে সুগ্রীব — বুঝতে না পেরে শর নিক্ষেপ করতে পারলেন না। সুগ্রীব পরাস্ত হ'য়ে পলায়ন করল। রামলক্ষ্মণকে নিয়ে হনুমান সুগ্রীবের নিকটে গেলে সুগ্রীব ক্রোধে ও অভিমানে রামকে বললে, "তুমি এরূপ ছলনা কেন করলে?" রাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কেন বালীকে বাণ মারতে পারেন নি তা বুঝিয়ে বললেন।

শিষ্য—বালিবধের জন্য দ্বিতীয় বারে কী ব্যবস্থা হয়েছিল?

গুরু—রাম সুগ্রীবকে একটি বিশেষ চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক বালীকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করতে বললেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কণ্ঠে পুষ্পিত গজপুষ্পীর লতা এনে বেঁধে দিলেন। সুগ্রীব সকলকে সঙ্গে নিয়ে গীতবাদ্য মুখরিত, কদলী-তরুবেষ্টিত এক আশ্রমের পাশ দিয়ে পুনরায় বালীর সহিত যুদ্ধার্থে চললেন।

শিষ্য—উক্ত আশ্রম কে করেছিল?

গুরু—রামের প্রশ্নের উত্তরে সুগ্রীব বলেছিলেন—"এই আশ্রমে সপ্তজন নামক সাতজন ঋষি বাস করতেন। তাঁরা অধঃশিরা হয়ে নিয়ত জলে শয়ন করতেন এবং সপ্তরাত্রি অন্তর বায়ুমাত্র আহার করতেন। তাঁরা শত বৎসর তপস্যার পর স্বর্গে গেছেন। এই আশ্রমে কেউ মোহবশে প্রবেশ করলে, সে আর ফিরে আসে না। এখানে ত্রিবিধ যজ্ঞাগ্নি জ্বলছে।"

শিষ্য—পরাস্ত হ'য়ে এত শীঘ্র সুগ্রীব পুনরায় কেন যুদ্ধে আহ্বান করছে—এতে বালীর মনে কি কোনো সন্দেহ আসেনি?

গুরু—নিজ বলবীর্য্যে অতিমাত্র গর্ব্বিত থাকায় বালীর মনে এসব চিন্তা আসেনি। কিন্তু, বালীর বুদ্ধিমতী পত্নী তারা সন্দেহ করেছিল যে সুগ্রীবের পিছনে সাহায্যকারী কেউ আছে। অঙ্গদের মুখে তিনি রামলক্ষ্মণের কথা জেনেছিলেন। সুগ্রীব যে তাঁদের ভরসায় যুদ্ধে নেমেছে—একথাও বালীর পত্নী তারা বালীকে বুঝালো। কিন্তু, বালী গ্রাহ্য করলে না। বললে—"রাম ধার্ম্মিক, তিনি কোনো অন্যায় করেন না।"

শিষ্য—বালী যুদ্ধে যেতে চাইলে তারা কী কী কারণ দেখিয়ে নিষেধ করেছিল?

গুরু—তারা বালীকে বলল—"সুগ্রীব এক বার পরাস্ত হ'য়ে যে এত শীঘ্র পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছে—এতে আমি শঙ্কিত; এবার সে নিঃসহায় হ'য়ে আসেনি। অঙ্গদ চরের মুখে শুনেছে—অযোধ্যাপতির দুই মহাবীর পুত্র রামলক্ষ্মণ বনে বাস করছেন। রাম সাধুর আশ্রয়, বিপন্নের পরম গতি। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্নেহের পাত্র, তার সঙ্গে বিরোধ অকর্ত্তব্য। তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর। সুগ্রীবের তুল্য বন্ধু তোমার নেই।"

শিষ্য—বালী ও সুগ্রীবের দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং বালিবধ হ'ল কীরূপে?

গুরু—সুগ্রীব ও বালীতে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত, বৃক্ষ, শিলা, নখ, জানু, পদ ও বাহু দ্বারা যুদ্ধ করতে করতে সুগ্রীব ক্রমশঃ হীনবল হ'য়ে পড়ছে দেখে রামচন্দ্র এক ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করলেন। বাণ বালীর বুকে বিঁধলে সে অচেতন হ'য়ে ভূমিতে পতিত হল।

শিষ্য—বালিবধ হলে তার মন্ত্রী, সেনাপতি ও সৈন্যরা প্রতিহিংসা বশে সুগ্রীব ও রামকে কেন আক্রমণ করেনি?

গুরু—সে বিষয় রামায়ণে কিছু নেই; তবে বোধ হয় বালীর অত্যাচারে ও দুর্ব্ব্যবহারে তার মন্ত্রী, সেনাপতি ও কিষ্কিন্ধ্যার নাগরিকগণ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও সুগ্রীবের পক্ষপাতী ছিল। বালীর স্থলে সুগ্রীবকেই সকলে রাজারূপে কামনা করেছিল। বানরমন্ত্রী ও সেনাপতিগণের মধ্যে প্রধান—নল, নীল, হনুমান, জাম্ববান—এরা সবাই তো সুগ্রীবের সমর্থক ও সঙ্গী ছিলেন। তা না হলে বালীর পুত্র মহাবীর অঙ্গদ পিতার মৃত্যুতে নিশ্চেষ্ট থাকত না।

শিষ্য—বালী আহত হ'লে রাম কী করলেন? গুপ্তঘাতক রামকে বালী কি অনুযোগ করলে?

গুরু—রামলক্ষ্মণ ধীরে ধীরে আহত বালীর নিকট গেলেন। বালী গর্ব্বিত বচনে তাঁকে তিরস্কার ক'রে বললে—"সকলেই বলে যে রাম মহাকুলজাত, ধার্ম্মিক, ব্রতচারী। এই ধারণাবশে তারার নিষেধবাক্য না শুনে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। এখন জানলাম, তুমি দুরাত্মা, ধর্ম্মদ্রোহী, অধার্ম্মিক, সাধুবেশী পাপাচারী; বিনা অপরাধে তুমি আমাকে শরাঘাতে বধ করলে! তুমি সাধুসমাজে মুখ দেখাবে কেমন করে?"

বালী আরও বললে—"সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় তুমি আমাকে মেরেছ; কিন্তু, যদি আমাকে বলতে তবে এক দিনেই সীতাকে উদ্ধার করতাম; দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠ ধ'রে তোমার কাছে জীবিত অবস্থায় এনে দিতাম।"

শিষ্য—বালীর তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে রাম কী বললেন?

গুরু—রাম বালীকে বললেন, "তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও লোকাচার না জেনে আমার নিন্দা করছ। ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত এই সমগ্র দেশ; ধর্ম্মাত্মা ভরত এর শাসনকর্ত্তা; আমি এবং অন্যান্য রাজারা ধর্ম্মের প্রসার কামনায় তাঁর আদেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করছি। তুমি কামপরায়ণ, রাজধর্ম্ম পালন কর না, তোমার অনাচার ও কদাচারে ধর্ম্ম পীড়িত হয়েছে। কনিষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নী পুত্রবধূ স্থানীয়া। তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করেছ। আমি সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তার শত্রু বধ ক'রে তার রাজ্য ও পত্নীকে উদ্ধার করব; সে প্রতিজ্ঞা কীরূপে লঙ্ঘন করব? মনু বলেছেন—পাপী রাজদণ্ড ভোগ ক'রলে নিষ্পাপ হ'য়ে স্বর্গে যায়; পাপীকে শাস্তি না দিলে রাজা স্বয়ং পাপগ্রস্ত হন। রাজারা বিনা কারণেই মৃগয়া ক'রে পশু বধ করেন; সে বিচারে তুমি শাখামৃগ, তোমাকে হত্যায় কোনো পাপ হয় না। রাজা দেবতা স্বরূপ, তিনি প্রজাদের ধর্ম্মরক্ষা, প্রাণরক্ষা ও শুভ সাধন করেন; তাঁকে নিন্দা বা অপ্রিয় কথা বলা উচিত নয়।"

শিষ্য—রামের কথা শুনে বালী কী বললে?

গুরু—রামের উপদেশ বাক্য শুনে বালী কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বললে "নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যা বলেছ, তা যথার্থ। আমি প্রমাদবশে পূর্ব্বে যে অপ্রিয় কথা বলেছি, তাতে দোষ নিও না। সুগ্রীব আর অঙ্গদকে স্নেহ ক'রো, দুঃখিনী তারাকে যেন সুগ্রীব অপমান না করে।"

শিষ্য—বালীকে প্রবোধ দিবার জন্য রাম যা-ই বলুন না কেন, বালীকে বধ ক'রে রাম কি অন্যায় করেন নি?

গুরু—রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়, "ক্ষতাৎ ত্রায়তে", ক্ষত থেকে আঘাত আক্রমণ থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তজ্জন্য তাদের কার্য্যই হচ্ছে অত্যাচারীর দণ্ডদান ও নিপীড়িত শরণাগতের রক্ষা বিধান। পাপকারীর সমুচিত দণ্ডবিধান যে রাজ্যে না হয়, সেখানে অন্যায় অধর্ম্ম দুর্ব্বার প্লাবনের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যই করেছেন।

শিষ্য—বালীকে বধের জন্য রাম যে সব যুক্তি দেখিয়েছেন, তা সত্ত্বেও বালিবধটি রামের কলঙ্ক ব'লে মনে হয়।

গুরু—কী কারণে বালিবধকে রামের কলঙ্কজনক মনে কর?

শিষ্য—বালী যদি যথার্থই পাপী ছিল, তবে রাম তাকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা কেন করলেন না?

গুরু—যদি রাম বালীকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করতেন, তবে বালী নিশ্চয়ই একা আসত না, তার যাবতীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ত। সেই অবস্থায় বালী সৈন্যগণকে বধ না ক'রে বালীকে নিধন করা সম্ভব হ'ত না। একা বালী অপরাধী, বধযোগ্য। কিন্তু, নিরপরাধ বানরবাহিনীকে রাম কেন বধ করবেন? তাই তিনি গোপনে বালীকে বধ করেছেন। তারপর বালীর সৈন্যবাহিনীই তো সুগ্রীব ও অঙ্গদের নেতৃত্বে লঙ্কা যুদ্ধে রামের সহায়ক ছিল।

শিষ্য—রামকে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা ক'রে বালিবধের কলঙ্কের ডালি মাথায় নিতে হত না, যদি তিনি বালীর সহিত মিত্রতা করতেন। বালী সে কথাও রামকে বলেছিল। কেন রাম তা করেন নি?

গুরু—মিত্রতা হয় সমানে সমানে। রামচন্দ্র রাজ্যহারা বনবাসী, রামের ভার্য্যা সীতা অপহৃতা। রাম ও সুগ্রীব সম অবস্থাপন্ন বলেই মিত্রতা সহজ ও সম্ভব হয়েছিল। রাম বনবাসী, নিঃস্ব, নিষ্কপর্দ্দক অবস্থায় যদি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা, বলমদদর্পিত বালীর বন্ধুত্ব চাইতেন, তবে কি ত্রিভুবন বিজয়ী বীর রাবণের বিরুদ্ধে সে সর্ব্বহারা রামের সহিত মিত্রতা করতে রাজী হ'ত? রামকে বালী কোন আমলই দিত না। মহাভারতে আমরা দেখি দ্রুপদ ও দ্রোণ পরস্পর অভিন্নহৃদয় সখা ছিলেন গুরুগৃহে। দ্রুপদ প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি পিতৃরাজ্য পেলে দ্রোণকে অর্দ্ধরাজ্য দেবেন। রাজা হওয়ার পর দারিদ্র-নিপীড়িত দ্রোণ দ্রুপদের নিকট গিয়ে

তার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন দ্রুপদ কি দ্রোণকে সখারূপে গ্রহণ করেছিলেন? না, লাঞ্ছিত ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন?

শিষ্য—তবে কি বালিবধ রামচন্দ্রের মহত্ত্বের পরিচয়?

গুরু—নিশ্চয়।

(১) রাম রাজপ্রতিনিধি ও ধর্ম্মের রক্ষক হিসাবে অপরাধী বালীকে দণ্ড দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

(২) ক্ষত্রিয় হিসাবে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অথচ অত্যাচারী ব্যভিচারী বালিকে বধ ক'রে সমাজকে রক্ষা ও কলুষমুক্ত করেছেন।

(৩) মিত্র সুগ্রীবের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বালিবধ করে তিনি তা পালন করেছেন।

(৪) সম্মুখ যুদ্ধে বালীর সৈন্যবাহিনী বধ না ক'রে, গোপনে বালীকে বধ ক'রে তিনি যে করুণাময়, নিরপরাধ কাকেও ক্লেশ দেন না—তা প্রমাণ করেছেন।

(৫) বালীর বাহিনী বধ না করায় তিনি লঙ্কাসমরে সেই বাহিনীর সাহায্য পেয়েছিলেন। কূট রাজনীতির দিক দিয়েও তা অত্যুচ্চ প্রতিভার পরিচয়।

(৬) বালী ও রাবণে ছিল সন্ধিসূত্রে বন্ধুত্ব; সে দিকের বিচারেও বালীকে বধ করে রাম রাবণের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেছিলেন। কারণ লঙ্কাযুদ্ধে বালী যদি তার বাহিনী নিয়ে রামচন্দ্রের পিছনে হানা দিত, তবে রামের জয় হ'ত কি?

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি—যে দিক দিয়ে বিচার কর, দেখবে—বালিবধ রামচন্দ্রের কলঙ্ক তো নয়ই, বরং সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব ও প্রতিভার পরিচয়।

শিষ্য—রাবণ বালীর নিকট পরাজিত হয়েছিল কোথায় কী ভাবে?

গুরু—বালী প্রতিদিন প্রাতে চারিদিকের চারি সমুদ্রের তীরে সন্ধ্যা বন্দনা করত। দিগ্বিজয় অভিযানে বহির্গত হ'য়ে রাবণ তাকে সন্ধ্যা-বন্দনার সময়ে আক্রমণ করে। বালী রাবণকে কক্ষতলে চেপে নিয়ে চারি সমুদ্রের তীরে সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন করে। ইতিমধ্যে বালীর কক্ষতলে নিপীড়িত রাবণের যুদ্ধ সাধ মিটে যায়; প্রাণ তার ওষ্ঠাগত হ'য়ে ওঠে। সে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বালীর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

শিষ্য—বালীর মৃত্যুতে তৎপত্নী তারা কী করলেন?

গুরু—মহারাণী তারা স্বীয় পতির মৃত্যু সংবাদে শোকোন্মত্তা হ'য়ে পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ভূপতিত বালীকে আলিঙ্গন ক'রে করুণ ক্রন্দন করতে লাগল। হনুমান তাকে সান্ত্বনা দিলেন—"জীব স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করে; তুমি নিজেই শোচনীয়া, তবে কার জন্য শোক ক'রছ। এই জলবুদ্বুদতুল্য দেহের জন্য শোক কেন? বালীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মনোযোগ দাও।" তাহার শোক কিছুতেই শান্ত হ'ল না, মৃত পতির জন্য বিলাপ করতে লাগল। রাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"শোক ত্যাগ কর, আবার তুমি সুখী হবে, তোমার পুত্র রাজ্য পাবে।"

শিষ্য—বালী সুগ্রীবকে কী বলল?

গুরু—মুমূর্ষু বালী সুগ্রীবকে সস্নেহে বললে—"আমি মোহবশে পাপ করেছি, তুমি অপরাধ নিয়ো না; তুমি আজই এ রাজ্যের ভার নাও। প্রাণাধিক অঙ্গদের পিতা ও রক্ষক হ'য়ো, বুদ্ধিমতী তারার উপদেশ অসংশয়ে পালন করবে। নিঃশঙ্কচিত্তে রামের অভীষ্ট সাধন করবে। আমার এই দিব্য কাঞ্চনীমালা তুমি গ্রহণ ও ধারণ কর।"

শিষ্য—বালীর স্নেহসম্ভাষণের উত্তরে সুগ্রীব কী বললেন?

গুরু—বালীর স্নেহব্যবহারে অনুতপ্ত সুগ্রীব রামের কাছে গিয়ে বললেন—"নরশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছ। কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার পর সুরলোকও আমার কাম্য নয়। আমি ঋষ্যমূকে জীবনপাত করব। আমার পাপ অচিন্তনীয়। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করে ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হব।"

শিষ্য—মৃত্যুকালে বালী প্রিয় পুত্র অঙ্গদকে কী বলেছিল?

গুরু—বালী অঙ্গদকে বললে—"দেশকাল বুঝে কাজ করতে শিখো। প্রিয়-অপ্রিয়, সুখদুঃখ অগ্রাহ্য ক'রে সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হ'য়ো। তার সঙ্গে অতি প্রণয় বা অপ্রণয় ক'রো না। শত্রুদের সংসর্গে থেকো না।"

শিষ্য—বালিবধের পর সুগ্রীবাদি কী করলেন? রামলক্ষ্মণই বা কী করলেন?

গুরু—মুমূর্ষু বালীর হৃদয় থেকে সেনাপতি নীল সবলে বাণ বাহির করলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। বালীর শবদেহ শিবিকায় বহন করে নিয়ে যথাবিধি অগ্নিসংকার করা হ'ল। রামচন্দ্র সকলকে বললেন, বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রান্ত না হ'লে আমি নগরে প্রবেশ করতে পারি না। রামের আজ্ঞায় যথোচিত ভাবে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হ'ল। তখন বর্ষাকাল; যুদ্ধযাত্রার সময় নয়। তাই সুগ্রীবকে

কিষ্কিন্ধ্যায় সুখসম্ভোগে বাসের আদেশ দিয়ে লক্ষ্মণ সহ রাম প্রস্রবণ গিরিতে বর্ষার চারি মাস যাপন করতে লাগলেন।

শিষ্য—রামলক্ষ্মণ প্রস্রবণ গিরিতে কী ভাবে কালযাপন করেছিলেন?

গুরু—প্রস্রবণ গিরির গুহামধ্যে অবস্থান কালে শ্রীরামচন্দ্র দিবারাত্র সীতাবিরহে বিলাপ ও ক্রন্দন করতেন; লক্ষ্মণ সর্ব্বদা সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক তাঁকে ধৈর্য্য ধারণ করতে বলতেন—"শোক, দুঃখ, অনুতাপ প্রভৃতি মানুষের পৌরুষকে খর্ব্ব করে; অবসাদ, নৈরাশ্য, নিরুদ্যম আনে।" লক্ষ্মণ সীতার উদ্ধারের জন্য রামকে পৌরুষ অবলম্বন করতে উৎসাহিত করতেন।

শিষ্য—বর্ষার অবসানে শরৎকালের আবির্ভাবে রাম কী করলেন?

গুরু—বর্ষান্তে শরতের আবির্ভাবেও সুগ্রীবের কোন সাড়া না পেয়ে, রাম বিরক্ত হ'য়ে লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে তাকে কর্ত্তব্য পালনে ত্বরান্বিত করার জন্য পাঠালেন। সুগ্রীবের নিশ্চেষ্টতায় অসন্তুষ্ট লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধচিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বিলাসভোগোন্মত্ত সুগ্রীবকে কর্কশবাক্যে বললেন—"তুমি কৃতঘ্ন, মিত্র-প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্যোগ তোমার নেই। শরাহত হ'য়ে বালী যে পথে গেছে, সে পথ এখনো রুদ্ধ হয়নি।" তারাদেবী লক্ষ্মণকে মধুর বাক্যে শান্ত করলেন, সুগ্রীবকে সীতা উদ্ধারের কর্ত্তব্য পালনে প্রেরণা দিলেন। সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ অমাত্যগণ সহ প্রস্রবণ গিরিতে রামের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সীতার সন্ধানের মন্ত্রণা করতে লাগলেন।

শিষ্য—সীতার সন্ধানের জন্য কোন্ কোন্ সেনাপতির অধীনে, কোন্ দিকে বানরবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল?

গুরু—সুগ্রীবের আদেশে পূর্ব্বেই সমগ্র পৃথিবীর বানরগণকে সংবাদ দিয়ে আনবার জন্য দূত প্রেরিত হয়েছিল। অনতিবিলম্বে অসংখ্য বানর এসে উপস্থিত হল। সুগ্রীব তখন বিচক্ষণ যূথপতিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সুষেণের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পশ্চিমদিকে **সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র, মরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপা** প্রভৃতি দেশে সন্ধান করে সিন্ধুনদ ও সাগরসঙ্গমে, তৎপরে **পারিযাত্র, বজ্রবান্** ও **বরাহ পর্ব্বতে** পরে সুমেরু পর্ব্বতে ও **অস্তাচলে** গিয়ে সীতার সন্ধান করে এক মাসের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করবার নির্দ্দেশ নিয়ে যাত্রা ক'রল।

বিনত নামক যূথপতি একটা বাহিনী সহ পূর্ব্বদিকে প্রেরিত হ'ল। **ভাগীরথী, কৌশিকী, শোণ, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু** প্রভৃতি নদী, **ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব,**

কাশী, কোশল, মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গদেশ হ'য়ে উদয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানে তারা জানকীর সন্ধান করবে।

শতবল নামক যূথপতিকে সুগ্রীব উত্তর দিকে প্রেরণ করলেন। তারা ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, কাম্বোজ, যবন প্রভৃতি রাজ্যে প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণকুরু ও মদ্রকদেশ এবং হিমালয়ের বনে অন্বেষণ করে, সুদর্শন পর্ব্বত পার হ'য়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে উত্তরকুরু অতিক্রম ক'রে উত্তর সাগরের তীরে হেমময় সোমগিরি পর্য্যন্ত সন্ধান করে এক মাসের মধ্যে ফিরে আসতে আদিষ্ট হ'ল।

দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধানের জন্য সুগ্রীব অঙ্গদের নায়কত্বে নীল, নল, হনুমান, জাম্ববান্ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করলেন। তারা বিন্ধ্যগিরি, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, দশার্ণ, পুণ্ড্র কেরল, মলয় প্রভৃতি দেশ অন্বেষণ করে তাম্রপর্ণী নদী পার হয়ে পাণ্ড্যদেশ, তারপর শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মধ্যে রাবণের বাসস্থান এক বিস্তৃত দ্বীপে ভাল করে সন্ধান করে এক মাসের মধ্যে ফিরে আসতে আদেশ পেল।

শিষ্য—বিভিন্ন দিকে সীতার সন্ধানে প্রেরিত যূথপতিগণের মধ্যে সুগ্রীব বিশেষভাবে কার উপর কার্য্য সিদ্ধির ভরসা করেছিলেন?

গুরু—সুগ্রীব হনুমানের উপর সর্ব্বাপেক্ষা ভরসা করে বললেন—"বানরশ্রেষ্ঠ! ভূমি, জল, অন্তরীক্ষ, অম্বর, দেবলোক, কোথাও তোমার গতি বাধা পায় না। তোমার তুল্য তেজস্বীও কেউ নেই। তুমি বলবান, পরাক্রান্ত, দেশকালজ্ঞ ও নীতিবিশারদ। তুমি সীতা উদ্ধারের চিন্তা কর।"

শিষ্য—রাম কার উপর কার্য্যসিদ্ধির ভরসা করেছিলেন এবং তাকে বিশেষ কী চিহ্ন দিলেন?

গুরু—হনুমানের প্রতি সুগ্রীবের আস্থার কারণ জেনে রাম বুঝলেন সুগ্রীব হনুমানকে কার্য্যসাধনে সমর্থ মনে করেন। হৃষ্ট হ'য়ে রাম নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক হনুমানকে দিয়ে বললেন—"বানরশ্রেষ্ঠ! এই অভিজ্ঞান দেখে সীতা বুঝবেন যে তুমি আমারই প্রেরিত।" হনুমান কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ ক'রে রামের চরণ বন্দনা ক'রে যাত্রা করলেন।

শিষ্য—সীতার সন্ধানে প্রেরিত বানরবাহিনীগুলি কী রূপ কী করেছিলেন?

গুরু—পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিকে প্রেরিত বানরবাহিনীগুলি আদিষ্ট রাজ্যসমূহে

তন্ন তন্ন করে সীতার সন্ধান না পেয়ে মাসেকের মধ্যে ফিরে এল। কিন্তু, দক্ষিণদিকে প্রেরিত বাহিনী আসতে পারে না। তারা ভ্রমণ করতে করতে এক জলশূন্য প্রদেশে উপস্থিত হ'য়ে জলাভাবে শুষ্কতালু ও মৃতপ্রায় হ'ল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে এক অন্ধকার বিলের মধ্যে প্রবেশ করল। তথায় এক রমণীয় রাজপুরীর মধ্যে এক তপস্বিনীর দেখা পেল। তার নিকট নিজেদের পরিচয় দিয়ে খাদ্য ও পানীয় প্রার্থনা করল। তপস্বিনী প্রদত্ত ফলমূল জল খেয়ে তারা নতুন জীবন পেল। পরে তপস্বিনীর কৃপায় চক্ষু মুদ্রিত করে থাকলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিল হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হ'ল।

শিষ্য—পাতালের রাজপ্রাসাদে যে তপস্বিনীর দর্শন বানরবাহিনী পেয়েছিল, তার পরিচয় কি?

গুরু—বানর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হয়ে তপস্বিনী আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন—"আমার নাম স্বয়ম্প্রভা। আমার সখী হেমা নাম্নী অপ্সরা ময়দানবের প্রণয়িনী। হেমার নিমিত্ত ময় এই বিচিত্রপুরী নির্ম্মাণ করেন। এখানে ময় হেমার সহিত অবস্থান করতেন। কোনো কারণে ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র পুরী আক্রমণ করে বজ্রাঘাতে গুহা বিদারিত করেন। ময় হেমাকে নিয়ে পলায়ন করেন। তদবধি আমি এই পুরী রক্ষা করে আসছি।"

শিষ্য—দক্ষিণ সমুদ্রতীরে উপস্থিত বানরবাহিনী কীরূপ কী করল?

গুরু—দক্ষিণ সমুদ্র তীরে পৌঁছে বানরবাহিনী ভাবতে লাগল—সুগ্রীবের দেওয়া সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সীতার সন্ধানও পাওয়া গেল না। এমতাবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গেলে সুগ্রীবের হাতে প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। তখন তারা অঙ্গদের নেতৃত্বে সুগ্রীবের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে সেই বিল মধ্যেই বাস করবে, কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাবে না, সঙ্কল্প করল।

মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান রামের কার্য্য পণ্ড হবার উপক্রম দেখে অঙ্গদকে নীতিবাক্যে বুঝালেন—"কুমার! বিলমধ্যে পুনঃ প্রবেশের ও অবস্থানের যে মন্ত্রণা করছ, তা ঠিক নয়। বানরগণ স্বভাবতঃ চঞ্চল; পত্নীপুত্রাদি পরিত্যাগ করে দীর্ঘকাল দূরে থাকতে পারবে না। তখন তারা তোমার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করবে।" হনুমানের কথায় তারা বিলমধ্যে প্রবেশের সঙ্কল্প ত্যাগ করল বটে, কিন্তু কোনো উপায় নির্দ্ধারণ করতে না পেরে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবে স্থির করে, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে রইল।

শিষ্য—নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট বানরবাহিনীর সমক্ষে আকস্মিক ভাবে কী উপায় জুটে গেল?

গুরু—প্রায়োপবেশনে সঙ্কল্পিত বানরবাহিনী যখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়েছিল, সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি পক্ষহীন এক বিরাট গৃধ্র সানন্দে বলছিল—"বেশ হ'ল বানরগুলি এক এক করে মরবে, আর আমি খেতে থাকব।" ঠিক এই সময়ে হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি রামের বিষয়ে কথাবার্ত্তার সময় জটায়ুর নাম উল্লেখ করল। জটায়ুর নাম শুনে গৃধ্রটি জটায়ুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বানরগণের নিকট সীতাকে রক্ষার্থ জটায়ুর মৃত্যুর কথা শুনে গৃধ্রটি শোকার্ত্ত হ'য়ে বলল যে দক্ষিণ সমুদ্রবাসী রাক্ষসরাজ রাবণ এক দিন একটি সুন্দরী নারীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি 'হা রাম', 'হা লক্ষ্মণ' বলে কাঁদছিলেন। তিনিই বোধ হয় সীতা।

শিষ্য—গৃধ্র পক্ষীটা কে? জটায়ুর সহিত তার সম্বন্ধ কী?

গুরু—বানরগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে স্বীয় পরিচয় দান প্রসঙ্গে গৃধ্ররাজ বললে—"কশ্যপের পত্নী বিনতার গর্ভে অরুণ ও গুরুড়ের জন্ম। অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ু। আমার নাম সম্পাতি; জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।"

শিষ্য—সম্পাতির পক্ষদ্বয় নষ্ট হয়েছিল কেন?

গুরু—সম্পাতি পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিল—"পুরাকালে বৃত্রাসুর বধের পর আমি ও জটায়ু ইন্দ্রকে জয় করবার ইচ্ছায় আকাশ মার্গে যাত্রা করি। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তাপে জটায়ু অবসন্ন হ'য়ে পড়ে; স্নেহবশে আমি আমার পক্ষদিয়ে জটায়ুকে আচ্ছাদন করি। তাতে আমার পক্ষ দগ্ধ হয়ে গেল; আমি এই পর্ব্বতে পড়ে যাই। জটায়ু কোথায়, তার সন্ধান জানিনে।"

শিষ্য—সম্পাতি রাবণের পরিচয় সম্বন্ধে বানরগণকে কী বলেছিলেন?

গুরু—বানরদের প্রশ্নের উত্তরে সম্পাতি বললেন—"রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র কুবেরের ভ্রাতা। শত যোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে; বিশ্বকর্ম্মা তথায় লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেছেন। রাবণ সেখানে বাস করে। তার অন্তঃপুরে সীতা অবরুদ্ধা আছেন। আমি দিব্য নেত্রের প্রভাবে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আমি বৃদ্ধ ও অচল না হ'লে নিশ্চয়ই রামের কার্য্য করতাম। তোমরা সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় দেখ।" বলতে বলতে পক্ষীর নব পক্ষ উদ্গম হ'ল।

শিষ্য—সম্পাতির নব পক্ষ উদ্‌গম হ'ল কী রূপে?

গুরু—কথা প্রসঙ্গে সম্পাতি বানরগণকে বলেছিল—"যখন আমি পক্ষহীন হ'য়ে এই স্থানে পতিত হই, তখন এখানে এক মহাতপা নিশাকর নামক মুনি ছিলেন। তিনি কৃপাপরবশ হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করেন যে রামের চরগণ সীতার অন্বেষণে যখন এখানে আসবে, তখন তাদের নিকট সীতার সন্ধান দিলেই তোমার নূতন পক্ষের উদ্‌গম হবে। আজই সে মহা শুভদিন।" এই কথা বলতে বলতেই তার সুন্দর পক্ষোদ্‌গম হ'ল এবং নীল আকাশে উড়ে গেল।

শিষ্য—সম্পাতি পর্ব্বতোপরি সুদীর্ঘ কাল আহারাভাবে কী করে বেঁচেছিল? সীতার সংবাদই বা সে পেল কীরূপে?

গুরু—সম্পাতির সুপার্শ্ব নামে এক মহাবল পুত্র প্রত্যহ খাদ্য এনে দিত। একদা দক্ষিণ সমুদ্রে পক্ষবিস্তার করে সে খাদ্য সংগ্রহ করছিল, এমন সময় রাবণ সীতাকে নিয়ে যাচ্ছিল। সুপার্শ্ব তার পথ রোধ করেছিল। কিন্তু, রাবণ অনেক অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক পরাজয় স্বীকার করে নিষ্কৃতি পায়। সুপার্শ্বের নিকট থেকেই সম্পাতি সীতার সংবাদ পেয়েছিল?

শিষ্য—সম্পাতির নিকট সীতার সন্ধান পেয়ে বানরগণ কী করল?

গুরু—অপ্রত্যাশিতভাবে সীতার সন্ধান পেয়ে বানরবাহিনীর মধ্যে নূতন প্রাণ, নব উৎসাহের সঞ্চার হ'ল। কিন্তু, অসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারা সমুদ্রলঙ্ঘন করে লঙ্কায় যাবার কোনো উপায় স্থির করতে পারল না। তারা নিজেদের শক্তির পরিমাপ করতে লাগল। কেউ বলল—"আমি দশ যোজন যেতে পারি"; কেউ বিশ, কেউ তিরিশ, কেউ চল্লিশ, কেউ পঞ্চাশ বলল। জাম্ববান বললেন, "আমি নব্বই যোজন পর্য্যন্ত যেতে পারি।" অঙ্গদ বললে—"আমি একশত যোজন পারি, কিন্তু গিয়ে ফিরে আসতে পারব কিনা—বলতে পারি নে।" জাম্ববান অঙ্গদকে বললেন—"তুমি আমাদের নেতা। তোমাকে আমরা ছাড়তে পারি নে।"

শিষ্য—পরিশেষে বানরগণ কী স্থির করল? কাকে সমুদ্র লঙ্ঘনে নিয়োজিত করল?

গুরু—জাম্ববান্ বললেন,—"চিন্তিত হ'য়ো না; এ কার্য্যের উপযুক্ত লোক আছে।" তারপর হনুমানের প্রতি চেয়ে জাম্ববান্ বললেন—'সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান! তুমি চুপ করে আছ কেন? মহাতেজা সর্ব্বগুণান্বিত পবনপুত্র! আমরা

হতাশ হয়েছি; তুমি এখন তোমার বিক্রম প্রকাশ কর। বিষ্ণুর তিন পাদক্ষেপের ন্যায় তুমি মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন কর।"*

জাম্ববানের এই কথা শুনতে শুনতে হনুমান বলবিক্রমে বর্দ্ধিত হ'তে থাকলেন। তিনি বানরবৃদ্ধগণকে অভিবাদন করে বললেন—"নিশ্চিন্ত হও, আমি সীতাকে দর্শন করব।" সমুদ্র লঙ্ঘনের উপযোগী বিরাট আকার ধারণ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানের জন্য তিনি মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে গেলেন।

শিষ্য—সকলে যখন সমুদ্রলঙ্ঘনের শক্তির বিষয় আলোচনা করছিল তখন হনুমান নীরব ছিলেন কেন?

গুরু—হনুমানের উপর আত্মবিস্মৃতির অভিশাপ ছিল। অভিশাপ মোচনের উপায় ছিল এই যে কেউ যদি তার অসীম সাহস ও বলবিক্রমের বিষয় জানিয়ে তার আত্মস্মৃতি জাগিয়ে দিতে পারে, তবে তার বলবীর্য্য জেগে উঠবে। তাই হনুমান প্রথমে চুপ করে ছিলেন। পরে জাম্ববান্ যখন হনুমানের বায়ুর ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে জন্ম, জন্মমাত্র উদীয়মান সূর্য্যকে পক্ক ফল জ্ঞানে ধ'রতে যাওয়া, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে অচেতন হ'য়ে পড়া, পরে সকল দেবতার আশীর্ব্বাদে অমর ও অমিত বলশালী হবার বিষয় শুনিয়ে দিলেন, তখনই হনুমান স্বীয় স্বরূপে প্রকাশিত হলেন।

শিষ্য—হনুমান আত্মবিস্মৃত ছিলেন কেন?

গুরু—দেবতার বরে হনুমান অজেয়, অমর হ'য়ে, স্বভাব বশে মুনি-ঋষিদের আশ্রমে গিয়ে নানাবিধ উপদ্রব করতেন। তাতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হ'য়ে শাপ দেন—"তুমি তোমার বলবীর্য্যের কথা বিস্মৃত হ'য়ে থাক। কেউ তোমার শক্তি সামর্থ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে পুনরায় তুমি পরিপূর্ণ বলবীর্য্য লাভ করবে।"

শিষ্য—হনুমানের আত্মবিস্মৃতি ও জাম্ববানের কথায় আত্মস্মৃতি ও বলবীর্য্যের পুনর্লাভের কাহিনী থেকে কী শিক্ষা লাভ করা যায়?

গুরু— আত্মবিস্মৃত হনুমানের ন্যায় মানবও আত্মবিস্মৃত। মানবাত্মা অনন্ত, জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দের আধার। আত্মবিস্মৃতির ফলেই মানব দুঃখ-

---

* উত্তিষ্ঠ হরিশার্দ্দুল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্।—কিষ্কিন্ধ্যা ৬৭।৩৬
বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব।।—কিষ্কিন্ধ্যা ৬৭।৩৭

শোক-ভয়-মোহে অবিরত কষ্ট ভোগ করে, স্বীয় কর্ত্তব্যদায়িত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়, ধর্ম্ম ও সত্যকে পরিত্যাগ করে, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। সদ্গুরু বা ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যখন আশ্রিত মানবের আত্মবিস্মৃতির মোহঘোর ভেঙ্গে তাকে তার স্বরূপের সন্ধান দেন, তখনই মানুষ স্বীয় দুঃখ-শোক-ভয়-মোহ থেকে মুক্ত হয়ে অশোক, অভয়, অমৃত হয়। ধর্ম্ম পালনে, সত্য রক্ষায়, দায়িত্ব কর্ত্তব্য উদ্যাপনে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের সাধনায় সানন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেও বিমুখ হয় না।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

সুন্দর কাণ্ড

শিষ্য—রামায়ণের এই অধ্যায়ের 'সুন্দর কাণ্ড'—নাম দেওয়া হয়েছে কেন?

গুরু— কারণ অনুমান ক'রে নিতে হবে। এই কাণ্ডে মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন, সীতার সন্ধান ও তাঁকে আশ্বাসদান, হনুমানের যুদ্ধ ও লঙ্কাদাহ, রামের শোকোদ্বেগ নিবারণ প্রভৃতি বিস্ময়কর ও আনন্দদায়ক বিষয় বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই এর নাম সুন্দরকাণ্ড দেওয়া হয়েছে।

শিষ্য—হনুমানের পিতামাতা কে ছিলেন? তাঁকে পবননন্দন বলা হয় কেন?

গুরু—পুঞ্জিকাস্থলী নাম্নী এক অপ্সরা ঋষির শাপে যূথপতি কুঞ্জরের কন্যা অঞ্জনা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বানররাজ **কেশরীর** সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। বায়ুদেবতার বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। বায়ুকে **মরুৎ** বা **পবন** বলা হয়; এজন্য হনুমানের নাম **মারুতি** বা **পবননন্দন**।

শিষ্য— হনুমানের পিতা কেশরীর বলবিক্রম সম্বন্ধে কী কাহিনী আছে?

গুরু—পশ্চিম সমুদ্রতীরে প্রভাস তীর্থে ধবল নামে একটি দিগ্‌হস্তি ঋষিগণকে আক্রমণ করে বধ করত। একদা সেই ঐরাবত **ভরদ্বাজ** ঋষিকে আক্রমণ করল; বানরপতি কেশরী ঋষিকে রক্ষা করবার জন্য হস্তীর চক্ষুর্দ্বয় নখাগ্রে উৎপাটন করেন। তৎপরে হস্তীর দন্ত দুইটি ভেঙ্গে তদ্দ্বারা হস্তীকে বধ করেন।

শিষ্য—হনুমানের বাল্য বয়সে তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে পাওয়া গিয়েছিল?

গুরু—একদা হনুমান ক্ষুধায় ক্রন্দন করছিলেন; মাতা অঞ্জনা ফল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল; এমন সময়ে আকাশে উদীয়মান রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখে সুপক্ক ফল মনে করে ধরবার জন্য হনুমান লম্ফ প্রদান করেন। সেদিন ছিল সূর্যগ্রহণ, রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করতে আসছিল। হনুমান রাহুকে আক্রমণ করলে সে ভয়ে ইন্দ্রের নিকট গিয়ে বলল—"আপনি চন্দ্রসূর্য্যকে আমার খাদ্য নিরূপণ করেছেন; কিন্তু, আর একটি রাহু সূর্য্যকে খেতে এসেছে।" ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হ'য়ে বজ্র নিক্ষেপ

করলেন। হনুমান হনুতে (চোয়ালের হাড়) আহত হ'য়ে পড়ে গেলেন। পিতা পবন ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাতাস বন্ধ করে দিলেন। তখন ব্রহ্মা এসে হনুমানকে জীবন দিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ হনুমানকে তাঁদের শক্তি ও আশীর্ব্বাদ দিলেন। হনুমান ইচ্ছামৃত্যু, অলৌকিক শক্তিশালী, অজেয় হলেন।

শিষ্য—হনুমান কীভাবে সমুদ্র লঙ্ঘন শুরু করলেন?

গুরু—হনুমান মহেন্দ্র পর্ব্বতে উঠে সূর্য্য, ইন্দ্র ও ভূতগণকে বন্দনা করলেন, পূর্ব্বাস্য হয়ে জন্মদাতা পবনদেবকে পূজা ক'রে বলবিক্রমে স্ফীত হ'তে লাগলেন। তিনি বিশাল ভুজদ্বয়ে পর্ব্বতে ভর দিয়ে, কটিদেশ, চরণ ও কর্ণ সঙ্কুচিত করলেন এবং প্রাণবায়ু রোধ করে বানরগণকে বললেন—"আমি রামের হস্তনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় লঙ্কায় যাব। সেখানে যদি সীতাকে না পাই, তবে সমান বেগেই সুরলোকে যাব। যদি সেখানে না পাই তবে রাবণ সমেত লঙ্কাপুরী উৎপাটন ক'রে নিয়ে আসব।" এই বলে তিনি লম্ফ প্রদান করলেন।

শিষ্য—হনুমান আকাশ দিয়ে শত যোজন সমুদ্র হ'য়ে লঙ্কায় যাচ্ছেন; শুধু লাফ দিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?

গুরু—প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের পক্ষে আকাশমার্গে যথেচ্ছ চলাফেরা করা কোনো আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। হনুমান প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগী ছিলেন। সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হবার প্রারম্ভে তিনি প্রাণবায়ু রোধ করলেন—এইরূপ বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়—হনুমান যোগপ্রভাবে অষ্টসিদ্ধির—ইচ্ছামত বিরাট আকৃতি বা অণুর আকৃতি ধারণ—প্রভৃতির অধিকারী ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহে তা প্রমাণিত হবে।

শিষ্য—সমুদ্র লঙ্ঘনের সময়ে কী কী ঘটনা ঘটল?

গুরু—হনুমান মহাবেগে সমুদ্রের উপর আকাশমার্গ দিয়ে ধাবিত হচ্ছেন দেখে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন, সূর্য্য তাপদানে বিরত হলেন, বায়ু বীজন করতে লাগলেন।

(১) রামচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ—সগরপুত্রগণের সহায়তায় সাগর বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। তাই সাগর ভাবলেন হনুমান রামের কার্য্য করতে যাচ্ছেন; তাঁকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য। তিনি জলমগ্ন মৈনাক পর্ব্বতকে বললেন—"তুমি উত্থিত হও; তোমার শিখরে হনুমান বিশ্রাম করবেন।" মৈনাক মাথা তুলে

পবনদেবের সহিত তার সখ্য আছে জানিয়ে হনুমানকে বিশ্রামের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। হনুমান বললেন, "রামের কাজ শেষ না করে, আমি বিশ্রাম চাইনে।" তিনি হস্তদ্বারা মৈনাককে আদরসূচক স্পর্শ দিয়ে চলে গেলেন।

(২) হনুমানের অলৌকিক বলবিক্রম দেখে দেবগণ তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য নাগমাতা সুরসাকে পাঠালেন। সুরসা ভয়াবহ মূর্ত্তিতে হনুমানের পথ রোধ করে বললেন—"বানরশ্রেষ্ঠ! দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন; আমার মুখে প্রবেশ কর।" হনুমান তাঁর শরীর বাড়াতে লাগলেন। সুরসা নাগিনীও বদন বিস্তার করতে লাগল; অকস্মাৎ হনুমান অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক সুরসার বদন গহ্বরে প্রবেশ ক'রে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলেন। সুরসা সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ দিলেন।

(৩) সিংহিকা নাম্মী এক কামরূপিণী রাক্ষসী আকাশ পাতাল প্রসারী বদন বিস্তার পূর্ব্বক হনুমানের ছায়া গ্রহণ করে আকর্ষণ করল। হনুমান ক্ষুদ্রকায় হ'য়ে সিংহিকার উদর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন।

শিষ্য—মৈনাকের সহিত পবনদেবের সখ্য কোন্ ঘটনায় হয়েছিল?

গুরু—পূর্ব্বকালে পর্ব্বতগণের পক্ষ ছিল; তারা স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াত ও যেখানে সেখানে পড়ত। তাদের ভয়ে ঋষি-মহর্ষিগণ সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাঁদের প্রার্থনায় ইন্দ্র বজ্রদ্বারা পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদন করেন। হিমালয়কুমার মৈনাক পবনদেবের সহায়তা প্রার্থনা করলে, তিনি মৈনাককে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলেন। তদবধি মৈনাক সমুদ্রের মধ্যেই আছে।

শিষ্য—হনুমান লঙ্কায় উপস্থিত হ'য়ে লঙ্কাপুরীকে কীরূপ দেখলেন? তাঁর অন্তরে কীরূপ ভাব হয়েছিল?

গুরু—হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে রাজধানী লঙ্কার পার্শ্ববর্ত্তী সুবেল নামক পর্ব্বতে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে তিনি ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত বিচিত্র, ঐশ্বর্য্যময়ী লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করলেন। লঙ্কার চারিদিকে অপার সমুদ্র তরঙ্গায়িত, পুরীর চতুর্দ্দিকে জলপূর্ণ পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর, পুরী রক্ষার জন্য চারিদিকে সৈন্যাবাস স্থাপিত। লঙ্কাপুরীর চারিদিকে চারিটি সু-উচ্চ তোরণ, প্রত্যেক তোরণে দ্বার রক্ষার্থ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত প্রহরী নিযুক্ত। লঙ্কার উত্তর দ্বারের তোরণে বসে হনুমান চিন্তা করতে লাগলেন যে

দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করা বানরবাহিনীর অসাধ্য। লঙ্কাপুরীর দুর্গমতা রক্ষাব্যবস্থা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-সৈন্যবাহিনী এবং বৈজ্ঞানিক অস্ত্রসজ্জা লক্ষ্য করে তাঁর হৃদয়ে নৈরাশ্য উৎপন্ন হ'ল।

শিষ্য—লঙ্কাপুরীতে প্রবেশকালে হনুমান কোনো বাধা প্রাপ্ত হয়েছিলেন কি?

গুরু—সন্ধ্যাকালে হনুমান দেহ সঙ্কুচিত করে মার্জারপ্রমাণ হ'য়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। স্বয়ং লঙ্কানগরী বিকটরূপে মূর্ত্তিমতী হ'য়ে কঠিন স্বরে হনুমানকে বললেন—"বানর! তুমি কে? কেন এখানে এসেছ?" হনুমান বললেন—"বিরূপনয়না! তুমি কে?" কামরূপিণী লঙ্কা উত্তর করলে—আমি রাবণের আজ্ঞাকারিণী লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী; আমাকে জয় না ক'রে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।' হনুমান বাম মুষ্ঠির মৃদু প্রহারে স্ত্রীলোকটিকে ভূপাতিতা করলেন। তখন সে বললে, "পূর্বে ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন—যখন কোনো বানর তোমাকে পরাজিত করবে, তখন জানবে লঙ্কাপুরী ও সমস্ত রাক্ষস ধ্বংস হবে।"

শিষ্য—লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে হনুমান কোথায় ও কী ভাবে সীতার সন্ধান করলেন?

গুরু—হনুমান লঙ্কাপুরীর নানাস্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি অনেক গৃহ ও উদ্যান অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে **প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুন্মালী, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, ধূম্রাক্ষ** প্রভৃতি রাক্ষসদের গৃহ দেখলেন। সর্ব্বত্র তিনি গজারোহী মহামাত্র, বেগবান অশ্ব, রথ সহ সারথি, অক্লান্তকর্মা বীরগণ, সালঙ্কারা সুন্দরী নারীগণ দেখলেন। দেবতাদের নিয়মিত পূজা হ'চ্ছে, ভেরী শঙ্খ, মৃদঙ্গ বাজছে। অবশেষে হনুমান রাবণের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেই প্রাসাদ মেঘের ন্যায় উন্নত, কাঞ্চনে ভূষিত, মনোহর ও রাক্ষসাধিপতির প্রতাপের অনুরূপ, স্বর্গ যেন মহীতলে অবতীর্ণ। হনুমান রাবণের পুষ্পকরথ দেখতে পেলেন। স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে রাবণ শুয়ে আছে, তার পদতলে পত্নীগণ নিদ্রিতা। পৃথক্ এক পর্য্যঙ্কে রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী শুয়ে আছেন। হনুমান মন্দোদরীকেই সীতা মনে করে অত্যন্ত হৃষ্ট হলেন। কিন্তু, পরে ভেবে দেখলেন—রামের বিরহে কাতরা সীতা এরূপ বেশভূষা করে মত্ত হয়ে শুয়ে থাকতে পারেন না।

শিষ্য—হনুমান আজন্ম শুদ্ধ চরিত্র ব্রহ্মচারী; তাঁর পক্ষে গোপনে পরদার নিরীক্ষণ করা অপরাধ ও গ্লানিকর নয় কি?

গুরু—হনুমানের মনেও এই আশঙ্কা জেগেছিল—আমি এ পর্য্যন্ত পরদার নিরীক্ষণ করিনি। তাই দেখলাম, অধিকন্তু পরদারপরায়ণ রাবণকে দেখলাম। আমার কি ধর্ম্মলোপ হবে? পরে তিনি আবার ভাবলেন—রাবণের পত্নীরা বিশ্বস্তচিত্তে শুয়ে আছে, দেখে তো আমার মনে কোন প্রকার বিকার আসছে না! **মনই ইন্দ্রিয়গণকে পাপপুণ্যে প্রবর্ত্তন করে।** আর সীতা যখন নারী, তখন নারীদের মাঝেই তো তাঁকে খুঁজতে হবে।

শিষ্য—রাজপ্রাসাদে না পেয়ে হনুমান কোথায় সন্ধান করতে গেলেন?

গুরু—রাজপ্রাসাদ হ'তে ক্রমে লতাগৃহ, চিত্রগৃহ, নিশাগৃহ প্রভৃতি অনুসন্ধান ক'রে কোথাও সীতাকে না পেয়ে হনুমান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, নিশ্চয়ই সেই ধর্মশীলা সতী জীবিতা নেই। রাবণ তাঁকে বধ করেছে। আমার পৌরুষ ও পরিশ্রম বৃথা হ'ল। আমি ফিরে গিয়ে অঙ্গদ ও জাম্ববানকে কী বলব? সুগ্রীবকে ও প্রভু রামচন্দ্রকে কী বলব? হনুমান একবার ভাবছেন, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। আবার ভাবলেন—**উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল, তাতেই কার্য্যসিদ্ধি, তাতেই সুখ।** হনুমান পুনরায় সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। অন্তঃপুর, প্রাকারসংলগ্ন গৃহবীথি, চৈত্য, গহ্বর, পুষ্করিণী—সর্ব্বত্র দেখলেন, কিন্তু কোথাও সীতার দর্শন পেলেন না; হঠাৎ একটা **অশোকবন** দেখতে পেলেন। তখন তিনি রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, পবন, চন্দ্র, অগ্নিকে নমস্কার ক'রে লাফিয়ে অশোক বনে প্রবেশ করলেন। কিছু দূরে তিনি কাঞ্চনবর্ণ একটি শিংশপা বৃক্ষ দেখতে পেলেন। সেই বৃক্ষের মূলে রাক্ষসীপরিবেষ্টিতা একজন নারী বসে আছেন। তাঁর দেহ উপবাসে কৃশ, রূপ ধূম্রাচ্ছাদিত বহ্নিশিখার মত, পরিধানে একটি মাত্র মলিন পীত বসন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। হনুমান অনুমানে বুঝলেন—ইনিই সীতা। কারণ রাম যে সকল ভূষণের কথা বলেছিলেন, তা এর অঙ্গে রয়েছে, উত্তরীয় ও ভূষণ যা ঋষ্যমূকে ফেলে দিয়েছিলেন—তা নেই। এই কনক বর্ণাঙ্গীই রামের প্রিয়া মহিষী,* যিনি বিচ্ছিন্না হ'য়েও পতির মন থেকে দূর হন

* ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া। প্রণষ্টাপি সতী যস্য মনসো ন প্রণশ্যতি।।—সুন্দর কান্ড ১৫।৪৮

নি। সীতার উদ্ধারের জন্য যদি রাম সসাগরা ধরণী বিপর্য্যস্ত করেন, তাও উচিত হবে। সীতার অংশ মাত্রের সহিতও ত্রিলোকের সমস্ত রাজ্যের তুলনা হয় না।

শিষ্য—সীতার প্রতি রাবণের কীরূপ ব্যবহার হনুমান প্রত্যক্ষ করলেন?

গুরু—হনুমান দেখলেন—নানা আকৃতির ঘোরদর্শনা রাক্ষসীর দলপরিবেষ্টিতা সীতা বিষণ্ণা হ'য়ে বসে আছেন; কিন্তু ভর্ত্তৃতেজে তাঁর হৃদয় অক্ষুব্ধ। এমন সময়ে রাবণ পত্নীগণ সহ সীতাকে দর্শন করবার জন্য তথায় এল। রাবণকে দেখে সীতা ভয়ে বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপতে লাগলেন। রাবণ সীতাকে প্রলোভিতা করবার জন্য নানাবিধ চাটুবাক্য বলল। সীতা রাবণের দিকে পিছন ফিরে বললেন—"রাক্ষস! তোমার অপরাধে এই ধনরত্নশালিনী লঙ্কা অচিরে রামলক্ষ্মণের শরজালে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। রাবণ ক্রোধে সীতাকে ভয় প্রদর্শন করে বলল—"আমি দুমাস অপেক্ষা করব, তারপর যদি তুমি আমায় বরণ না কর, তবে তোমার মাংসে আমার প্রাতরাশ প্রস্তুত হবে।" অতঃপর রাবণের পত্নীরা তাকে অন্তঃপুরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

শিষ্য—রাবণ চলে গেলে পর হনুমান কী দেখলেন?

গুরু—রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হ'লে রাক্ষসীগণ সীতাকে ভীষণ তর্জ্জন পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র আস্ফালন করে ভয় দেখাতে লাগল। সীতা উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করতে লাগলেন—"আমার হৃদয় লোহা দিয়ে গড়া, এত দুঃখেও বিদীর্ণ হচ্ছে না; আমি অনার্য্যা, অসতী; তাই রামের বিরহেও পাপ জীবন ধারণ ক'রে আছি।" এমন সময়ে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী নিদ্রা থেকে উঠে প্রহরারতা রাক্ষসীগণকে বলল—"সীতাকে না খেয়ে তোমরা পরস্পরকে খাও। আমি দারুণ স্বপ্ন দেখেছি; রাক্ষসেরা ধ্বংস হবে। রামের জয় হবে।" সীতা হৃষ্টা হয়ে বললেন—"তোমার বাক্য যদি সত্য হয়, তবে আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

শিষ্য—কী দুঃস্বপ্নের বার্ত্তা রাক্ষসীদের শোনালে?

গুরু—ত্রিজটা বললে—"আমি দেখলাম—সহস্র অশ্ব যোজিত আকাশগামী দিব্য যানে রামলক্ষ্মণ আসছেন। সীতার সঙ্গে রামের মিলন হ'ল। রাবণের মস্তক মুণ্ডিত ও তৈলাক্ত; তিনি রক্ত বসন পরে উন্মত্ত হয়ে পুষ্পক রথ থেকে ভূতলে পড়ে গেলেন। কুম্ভকর্ণ ও রাবণের সকল পুত্র মুণ্ডিত মস্তকে তৈল মেখেছেন। রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণ যথাক্রমে বরাহ, শিশুমার ও উষ্ট্রে চড়ে দক্ষিণ দিকে

যাচ্ছেন। বিভীষণের মাথায় শ্বেত ছত্র। তিনি চারিজন সচিবের সহিত আকাশে উঠেছেন।"

শিষ্য—হনুমান কী ভাবে কী সুযোগে সীতার সহিত আলাপ করলেন?

গুরু—ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনবার জন্য যখন রাক্ষসীগণ সীতাকে ছেড়ে তাকে ঘিরে বসল, সেই সুযোগে হনুমান সীতার সহিত আলাপ করলেন। হনুমান কীভাবে সীতার সহিত আলাপ পরিচয় করবেন ভেবে স্থির করতে না পেরে বৃক্ষের ডালে বসে সীতাদেবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে রামচন্দ্রের পিতৃপরিচয়, রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনবাস, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত রামের বন্ধুত্ব, সীতার অন্বেষণে বানরবাহিনী প্রেরণ, সম্পাতির নিকট সংবাদ প্রাপ্তি বর্ণনা করে বললেন—"সীতার যে রূপ, যে লক্ষ্মণ আমি রামের কাছে শুনেছি, তাতে মনে হয় আমি তাঁরই দেখা পেয়েছি।"

রামের গুণগান শুনে সীতা চারিদিকে চাইতে চাইতে বৃক্ষের ডালে ফুল্ল অশোক পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত হনুমানকে দেখতে পেলেন। সীতা প্রথমে রাক্ষসের মায়া মনে করে ভয় পেয়েছিলেন, পরে বিশেষ পরিচয়ে সংশয় দূর হ'ল। হনুমানের নিকট রামলক্ষ্মণের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হলেন। হনুমান নিজ পরিচয়, সীতাহরণের ও পরবর্ত্তী সীতার অনুসন্ধান কাহিনী শুনালেন। পরিশেষে হনুমান রামপ্রদত্ত রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক সীতার হস্তে দিলেন। সীতা উৎসাহে, আনন্দে উদ্দীপ্তা হ'য়ে হনুমানের নিকট রামলক্ষ্মণের যুদ্ধের আয়োজন বিষয়ক সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। হনুমান যথাযথ সংবাদ সীতাকে বিবৃত করে আশ্বাস দিলেন।

শিষ্য—হনুমান তো ইচ্ছা করলে সীতাকে পিঠে করে সমুদ্র পার করে রামের কাছে এনে দিতে পারতেন। তা করলেন না কেন?

গুরু—হনুমান সীতার নিকট সে প্রস্তাব করেছিলেন—"দেবি! পৃষ্ঠে আরোহণ কর। আমি আজই তোমাকে রামের নিকট পৌঁছে দেব।" হনুমানের ক্ষুদ্র আকৃতি দেখে সীতা প্রথমে বিশ্বাস করেন নি। তখন হনুমান সীতাকে স্বীয় বিরাট আকৃতি দর্শন করালেন। কিন্তু, সীতা বললেন—"তোমার শক্তিসামর্থ্য বুঝলাম, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার, তা জানি। কিন্তু, (১) তোমার গমনের বেগে বিমোহিতা হ'য়ে আমি পড়ে যাব। (২) তুমি আমাকে নিয়ে চললে, সশস্ত্র রাক্ষসগণ নিরস্ত্র তোমাকে আক্রমণ করবে। (৩) তা ছাড়া, আমি কদাচ স্বেচ্ছায়

পরপুরুষ স্পর্শ করি না। রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু তখন আমি অনাথা, বিবশা ছিলাম। যদি রাম এখানে এসে রাবণ ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর উপযুক্ত কাজ হয়।"*

শিষ্য— হনুমানের পিঠে চড়ে সীতা যখন যেতে রাজী হলেন না, তখন হনুমান কী প্রস্তাব করলেন?

গুরু—হনুমান ভাবলেন—আমি যে সীতার দর্শন পেয়েছি, তার কিছু প্রমাণ নিয়ে রামকে দেখানো চাই। তিনি সীতাদেবীকে বললেন, "যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে এমন অভিজ্ঞান দাও যাতে রামের বিশ্বাস হয় যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছি।"

শিষ্য—রামের বিশ্বাস উৎপাদক কী কী ঘটনা সীতা হনুমানকে বললেন? কী অভিজ্ঞানই বা দিলেন?

গুরু—রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সীতা দুইটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। (১) একদা রাম মনঃশীলার দ্বারা সীতার গণ্ডে তিলক রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই তিলকের ছাপ রামের অঙ্গে লেগে গিয়েছিল। (২) একটি কাক শুষ্ক মাংস খণ্ড নিয়ে পলায়নের সময় সীতার দ্বারা তাড়িত হ'য়ে পুনঃপুনঃ সীতার বক্ষে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করেছিল। রাম ঐষিক অস্ত্রে কাকটিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। পরে কাক রামের শরণাগত হ'লে দয়া পরবশ হ'য়ে রাম তার জীবন দান পূর্ব্বক একটি মাত্র চক্ষু হরণ করেছিলেন। তার পর সীতাদেবী তাঁর কেশপাশের মধ্যে থেকে মহামূল্য শিরোমণিটি নিয়ে অভিজ্ঞান স্বরূপ রামকে দিবার জন্য হনুমানের হাতে দিয়ে বললেন—"হনুমান! রাম, লক্ষ্মণ এবং অমাত্যগণসহ সুগ্রীবকে আমার হ'য়ে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রো! রাম যেন শীঘ্র আমাকে এই দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করেন।"

শিষ্য—সীতার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান কী করলেন?

গুরু—হনুমান ভাবলেন—আমার কর্ত্তব্য প্রায় শেষ। কিন্তু উত্তম দূত তো প্রভুর একটি মাত্র আদিষ্ট কর্ত্তব্য করে নিবৃত্ত হয় না। লঙ্কায় এসে কেবলমাত্র

---

* যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ।।—সুন্দর ৩৭।৬৪

সীতার সন্ধান নিয়ে গেলেই কর্ত্তব্য সমাপ্ত হবে না। শত্রুর বলাবল জেনে নেওয়া, শত্রুকে কিছু বলবীর্য্যের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—চারিপ্রকার রাজনীতির মধ্যে আমি দণ্ডই গ্রহণ করব। এই ভেবে তিনি সুন্দর অশোক বনটিকে ভেঙ্গেচুরে লণ্ডভণ্ড করতে লাগলেন।*

শিষ্য—হনুমানের কার্য্য দেখে সীতার প্রহরারতা রাক্ষসীরা এবং অশোকবনের প্রহরীরা রাক্ষসরা কী করল?

গুরু—রাক্ষসীরা কেউ কেউ ঘুমিয়েছিল, কেউ কেউ সীতার নিকট হনুমানকে দেখেছিল। তারা বানরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও কর্ম্ম দেখে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল—"এ কে? কোথা থেকে এল? তোমার সঙ্গে কী কথা বলছিল?" সীতা উত্তর দিলেন—"আমার সাধ্য কী যে কামরূপী রাক্ষসদের কথা বুঝি! তোমরাই জান এ কে, আর কী করতে সে এসেছে। সাপের পা সাপই চিনতে পারে—তাতে সন্দেহ নেই।"**

রাক্ষস রাক্ষসীরা রাবণের কাছে গিয়ে বললেন—"মহারাজ! এক ভীমকায় বানর অশোকবনে এসে সীতার সঙ্গে কথা বলেছে। সে বোধ হয় ইন্দ্র, কুবের অথবা রামের দূত। সে সমগ্র অশোক কানন নষ্ট করেছে। কেবল, সীতা যে শিংশপা বৃক্ষটির নীচে আছে সেইটি ভাঙ্গে নি।"

শিষ্য—অশোকবন ধ্বংস ও সীতা সম্ভাষণের সংবাদ পেয়ে রাবণ কী করল? হনুমানই বা কী করলেন?

গুরু—সংবাদ শুনে রাবণ চিতানলের ন্যায় জ্বলে উঠে তখনি আশী হাজার কিঙ্কর রাক্ষসকে আদেশ দিল বানরকে সংহার করতে। হনুমান তোরণের উপর বসেছিলেন। রাক্ষসেরা আক্রমণ করলে হনুমান উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করলেন—"রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রাঘবাশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি অযোধ্যাপতি

---

* ন সাম রক্ষঃসু গুণায় কল্পতে ন দানমর্থোপচিতেষু যুজ্যতে। ন ভেদ—সাধ্যাবলদর্পিতা জনাঃ পর ক্রমস্ত্বেষ মমেহ রোচতে।—রাক্ষসদের প্রতি সামনীতি প্রয়োগে ফল হবে না; দান যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ এরা সমৃদ্ধ। বলদর্পিত জনের মধ্যে ভেদ উৎপাদনও অসাধ্য। অতএব, এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগই উচিত মনে করি।।—সুন্দর ৪১।৩

** যূয়মেবাস্য জানীত যোহয়ং যদ্বা করিষ্যতি।
অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানীতি ন সংশয়ঃ।—সুন্দর ৪২।৯

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের দাস, শত্রুসৈন্যের নিহন্তা, পবননন্দন হনুমান। আমি শিলাবৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে সহস্র রাবণও যুদ্ধে আমার সমকক্ষ হবে না।"*

হনুমান তোরণের লৌহপরিঘ খুলে নিয়ে সমগ্র কিঙ্কর বাহিনীকে ক্ষণকাল মধ্যে নিহত করলেন।

শিষ্য—কিঙ্করগণের নিধন সংবাদ পেয়ে রাবণ কী করল?

গুরু—রাবণ কুপিত হ'য়ে আদেশ দিলে প্রথমে মন্ত্রী প্রহস্তের পুত্র, তৎপরে অন্যান্য মন্ত্রিপুত্রগণ হনুমানকে বধ করতে এল। সঙ্গে তাদের বহু সৈন্য। হনুমান আকাশ থেকে আক্রমণ পূর্ব্বক সকলকে নিহত ক'রে পুনরায় তোরণের উপর বসে রইলেন। তারপর রাবণ, **বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস ও ভাসকর্ণ**—এই পাঁচজন সেনাপতিকে হস্তী, অশ্ব, রথ নিয়ে হনুমানকে আক্রমণের আদেশ দিল। হনুমান গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন ক'রে হস্তী, অশ্ব, রথ সহ পঞ্চ সেনাপতিকে বধ করলেন।

রাবণ সসৈন্য সেনাপতিগণের বিনাশে চিন্তিত হ'য়ে কুমার **অক্ষের** দিকে চাইলে, মহাবীর অক্ষ যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হ'য়ে অষ্টাশ্ববাহিত রথে সসৈন্য যাত্রা করল। অক্ষ দারুণ শরাঘাতে হনুমানকে পীড়িত করতে লাগল। হনুমান মহাবেগে ধাবিত হ'য়ে চপেটাঘাতে অশ্ব ও সারথিকে বধ করলেন। অক্ষ ধনু ও খড়্গ নিয়ে আকাশে উঠল। হনুমান তখন তার দুই চরণ ধ'রে সহস্র বার ঘূর্ণিত ক'রে বেগে নিক্ষেপ করলে অক্ষ নিহত হ'য়ে ভূপতিত হ'ল। হনুমান তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে তোরণের উপর বসলেন।

শিষ্য—কুমার অক্ষের বিনাশে রাবণ কী করল? কে যুদ্ধে গেল?

গুরু—রাবণ বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে যাবার আদেশ দিয়ে বলল—"তোমার উপর আমি অধিক নির্ভর করি। সৈন্য সঙ্গে নিও না। তারা

---

* জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেনাভিপালিতঃ॥—সুন্দর ৪২।৩৩
দাসোহহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥—সুন্দর ৪২।৩৪
ন রাবণসহস্রং মে যুদ্ধে প্রতিবলং ভবেৎ।
শিলাভিশ্চ প্রহরতঃ পাদপৈশ্চ সহস্রশঃ॥—৪২।৩৫

দলে দলে মরবে; তুমি একাকী যাও।" ইন্দ্রজিৎ আক্রমণ ক'রে শর ও অস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতে থাকলে, হনুমান লাফিয়ে লাফিয়ে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র মেরে হনুমানকে বেঁধে ফেললেন। হনুমান নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়ে গেলেন।

শিষ্য—হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রে মরলেন না কেন? মরলেন না যদি তবে বন্ধন স্বীকার করে নিলেন কেন?

গুরু—ব্রহ্মার বরে হনুমান ব্রহ্মাস্ত্রের অবধ্য ছিলেন। ছিঁড়ে ফেলবার শক্তি থাকলেও হনুমান বন্ধন স্বীকার করলেন এই জন্য যে তাকে রাবণের কাছে নিয়ে যাবে, তাহলে রাবণকে সাক্ষাৎমত দু'চার কথা বলতে পারবেন। রাক্ষসেরা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে রাবণের সভায় হাজির করল। কেউ বলে একে মেরে ফেল, কেউ বলে একে পুড়িয়ে দাও, কেউ বলে একে খেয়ে ফেল।

শিষ্য—হনুমান রাবণের সভায় নীত হয়ে কীরূপ কী দেখলেন? রাবণ ও হনুমানের কীরূপ আলাপ হ'ল?

গুরু—হনুমান রাবণের সভায় আনীত হ'য়ে রাবণের বলবীর্য ও রূপ দেখে চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন। রাবণ চন্দনচর্চ্চিত দেহে নানা অলঙ্কার পরে দীপ্তি পাচ্ছে। তার বর্ণ নীলাঞ্জনের তুল্য, তার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্ত তীক্ষ্ণ, বৃহৎ ও উজ্জ্বল; বহু-শিখরধারী মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় রাবণ দশমস্তকে শোভিত। হনুমান মনে মনে ভাবলেন—ওঃ! কী রূপ, কী ধৈর্য্য, কী শক্তি, কী দ্যুতি! যদি এর অধর্ম্ম প্রবল না হ'ত তবে ইনি ইন্দ্র সমেত সুরলোকেরও রক্ষক হতেন। রাক্ষসরাজের সর্বাঙ্গে কী সুলক্ষণ!*

হনুমানের পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্য রাবণ মন্ত্রী প্রহস্তকে আদেশ দিলে প্রহস্ত জিজ্ঞাসা করল—"তুমি কার দূত? ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের না বিষ্ণু? সত্য বললে মুক্তি পাবে। মিথ্যা বললে প্রাণদণ্ড হবে।" হনুমান রাবণকে বললেন—"আমি ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের বা বিষ্ণুর দূত নই। আমি রামের দূত, রাক্ষসরাজকে

* অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা।।—সুন্দর ৪৯।১৭
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা।।—সুন্দর ৪৯।১৮

দেখতে এসেছি; সুগ্রীবের আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার দর্শন পাবার জন্যই আমি অশোকবন নষ্ট করেছি ও রাক্ষসসৈন্য বধ করেছি।"

"সুগ্রীব তোমাকে তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভ কামনায় বলেছেন— তুমি রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করে অবরুদ্ধা করে রেখেছ। রামের বলবিক্রম তুমি জান না। তিনি একটিমাত্র শরে মহাবল বালীকে বধ করেছেন। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ। রামের সহিত শত্রুতা করে তুমি সুখে থাকতে পারবে না। অতএব, তুমি সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ কর।" হনুমানের কথা শুনে ক্রুদ্ধ রাবণ বলল—"এটাকে বধ কর।" রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক বিভীষণ নিষেধ করলেন।

শিষ্য—বিভীষণ কী যুক্তি দিয়ে হনুমানকে বধ করতে নিষেধ করলেন?

গুরু—বিভীষণ বললেন—"যে রাজারা ন্যায় অন্যায় বোঝেন, তাঁরা দূতকে বধ করেন না। এই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং লোক-ব্যবহারে গর্হিত বলে গণ্য হয়। তুমি ধর্মজ্ঞ, কার্য্যজ্ঞ, রাজধর্ম্মবিশারদ ও বিচক্ষণ। অতএব, শান্তচিত্তে যথোচিত বিচার ক'রে এর দণ্ড দাও। দূতের জন্য বহুবিধ দণ্ড বিহিত আছে; যথা অঙ্গের বিরূপতা, কশাঘাত, মস্তকমুণ্ডন ইত্যাদি; কিন্তু, দূতের বধদণ্ড বিহিত নয়।"

শিষ্য—বিভীষণের উপদেশে রাবণ কী করল?

গুরু—বিভীষণের উপদেশ যুক্তি সঙ্গত মনে ক'রে রাবণ হনুমানের বধের আজ্ঞা রহিত ক'রে বললে—"বানরদের লেজটা সবচেয়ে প্রিয়, এর লেজটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দাও।" রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা তৈলসিক্ত বস্ত্র লেজে জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

শিষ্য—হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দিলে হনুমান কী করলেন?

গুরু—হনুমানের লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রাক্ষসগণ তাঁকে নগরে রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে চরের শাস্তি কী দেখিয়ে রাবণের জয় ঘোষণা করতে লাগল। হনুমান বন্ধন ছিন্ন করে রাক্ষসগণকে বধ করলেন। পরে লম্ফে লম্ফে প্রাসাদ হ'তে প্রাসাদান্তরে, গৃহ হ'তে গৃহান্তরে অগ্নিসংযোগ করতে লাগলেন। সমগ্র লঙ্কা অগ্নিময় হ'য়ে গেল। গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ উঠল; কত রাক্ষসরাক্ষসী—আবালবৃদ্ধবণিতা পুড়ে মরল। সমগ্র লঙ্কা অগ্নিসাৎ হ'য়ে হতশ্রী শ্মশানের দৃশ্য ধারণ করল। সমগ্র

লঙ্কায় অগ্নিসংযোগ করে হনুমান পরিশেষে সমুদ্রজলে স্বীয় লেজের অগ্নি নির্ব্বাপণ করলেন।

শিষ্য—হনুমানের লেজ আগুনে পুড়ল না কেন?

গুরু—হনুমানের লেজে আগুন লাগিয়ে যখন নগরের পথে পথে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখন রাক্ষসীরা সীতাকে গিয়ে সংবাদ দিল যে তুমি যে বানরের সঙ্গে কথা বলেছিলে, তাকে ধরে রাক্ষসেরা তার লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তখন সীতা শোকাবিষ্টা হ'য়ে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করলেন—"আমি যদি কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করে থাকি, তবে যেন অগ্নির স্পর্শ হনুমানের অঙ্গে শীতল হয়।" হনুমান ভাবলেন—লেজে আগুন জ্বলছে, কিন্তু আমার গা পুড়ছে না কেন? নিশ্চয়ই সীতার দয়া, রামের তেজঃ এবং পিতা পবনের স্নেহ—এই সকল কারণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করছেন না।

শিষ্য—কথিত আছে—হনুমানের লেজের আগুন সমুদ্রের জলে নেভেনি; পরে হনুমান নিরুপায় হ'য়ে মুখের মধ্যে লেজটি পুরে দিয়েছিলেন। তাতে আগুন নিভল বটে, কিন্তু হনুমানের মুখটি পুড়ে গেল। হনুমান জলের মধ্যে নিজের মুখের দুরবস্থা দেখে নাকি সীতার কাছে গিয়ে বলেছিলেন—"আমার মুখ পুড়ে কাল হয়ে গেছে; আমি সমাজে গিয়ে কী করে মুখ দেখাব?" সীতা বর দিলেন, "আজ থেকে সকল বানরের মুখ এরূপ হবে।" এই কাহিনীর কোন ভিত্তি আছে কি?

গুরু—না, বাল্মীকি রামায়ণে এ কাহিনী নেই। অন্য কোথাও থেকে কৃত্তিবাস গ্রহণ করে থাকবেন। বানর জাতির মুখ কাল বলে এই কাহিনীকে এই ভাবে রচনা করা হয়েছে।

শিষ্য—হনুমান যখন সমগ্র লঙ্কায় অগ্নি সংযোগ করলেন, তখন তিনি সীতার অনিষ্ট চিন্তা করেন নি কেন?

গুরু—প্রথমে হনুমানের মনে শত্রু নির্য্যাতনের ভাব প্রবল থাকায় এবং সেই কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সীতার কথা ভাবেন নি; কিন্তু, পরে সীতার কী হ'ল—এই ভাবনা মনে আসায় তিনি অনুতপ্ত ও শোকগ্রস্ত হলেন। পরে ভাবলেন, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সীতা নিশ্চয়ই নিজের তেজে নিজে সুরক্ষিতা আছেন। এমন সময়ে চারণদের মুখে শুনলেন, —কী আশ্চর্য্য! লঙ্কানগরী দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সীতা রক্ষা পেয়েছেন।

শিষ্য—লঙ্কাদাহের পর হনুমান কী করলেন?

গুরু—সীতা নিরাপদে আছেন জেনে হনুমান আবার তাঁর কাছে গেলেন। হনুমান বিদায় নিতে এসেছে, সীতা বার বার তার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন—"যদি ভাল মনে কর, তবে এক দিনের জন্য বিশ্রাম করে যাও। তোমাকে দেখলে আমি শান্তি পাই।" হনুমান বললেন—"দেবি! সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেছেন যে সৈন্যদল ও রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করবেন, ধৈর্য্য ধর। তুমি শীঘ্রই রামের সঙ্গে মিলিতা হবে।" সীতাকে প্রণাম করে তিনি বিদায় নিলেন।

শিষ্য—সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হনুমান কী করলেন?

গুরু—কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে হনুমান আনন্দে অরিষ্ট পর্ব্বতের চূড়ায় উঠে লম্ফ দিয়ে আকাশে উঠলেন এবং তীরবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করে মহেন্দ্র পর্ব্বতের চূড়ায় গিয়ে নামলেন। বানরেরা কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মহানন্দে হনুমানকে ঘিরে দাঁড়াল। তিনি জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করে অঙ্গদকে প্রণাম করলেন। বানরগণ হনুমানকে পূজা করে বসতে দিল। হনুমান একে একে সকল সংবাদ বললেন।

শিষ্য—হনুমানের নিকট লঙ্কার সংবাদ পেয়ে বানরগণ কী করল?

গুরু—হনুমানের মুখে তাঁর অপূর্ব্ব সাফল্যের কথা শুনে বানরবাহিনী আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠল। অঙ্গদ তো সৈন্যবাহিনী নিয়ে তখনি লঙ্কায় যাবার জন্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু, মন্ত্রী জাম্বাবান সকলকে শান্ত করে বললেন—"অঙ্গদ! তুমি যে বুদ্ধি দিলে, তা গ্রহণীয় নয়। কারণ সীতার সন্ধানের আজ্ঞাই পেয়েছি, সীতাকে নিয়ে যাবার কথা তো নয়। রাম স্বয়ং সীতার উদ্ধার করবেন—প্রতিজ্ঞা করেছেন।" তখন সমগ্র বানরবাহিনী আনন্দে লাফাতে লাফাতে কিষ্কিন্ধ্যার পথে ছুটল। পথে সুগ্রীবের মধুবন ছিল। অঙ্গদের আজ্ঞা নিয়ে বানরগণ যথেচ্ছ মধুপান করতে লাগল।

শিষ্য—মধুবনের রক্ষক ছিল না? তারা কী করল?

গুরু—মধুবনের রক্ষকগণ দধিমুখের নেতৃত্বে বাধা প্রদান করল; কিন্তু, মার খেয়ে অতি দ্রুত কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সুগ্রীবকে সংবাদ দিল যে হনুমানের আদেশে বানরগণ মধুবন সবলে নষ্ট করেছে।

শিষ্য—সুগ্রীব মধুবন নষ্ট হয়েছে সংবাদ পেয়ে কী বললেন?

গুরু—লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বনরক্ষক দুঃখিত মনে কী

বলছেন? সুগ্রীব বললেন—"অঙ্গদ প্রমুখ বানরগণ মধুবনে এসে মধু পান করেছে, বনরক্ষকগণকে মারধর করেছে। আমার বিশ্বাস—অকৃতকার্য্য হ'লে এরা নিশ্চয়ই এরূপ অসংযত আচরণ করত না। হনুমান নিশ্চয়ই জানকীর সংবাদ এনেছেন। জাম্ববান ও অঙ্গদ যেখানে নেতা, হনুমান যেখানে অধ্যক্ষ, সেখানে অন্য কিছু হ'তে পারে না।" সুগ্রীব দধিমুখকে বললেন—"বানরেরা কৃতকার্য্য হ'য়ে মধুবনে মধু পান করেছে, তাতে আমি প্রীত হয়েছি। তুমি শীঘ্র গিয়ে হনুমান প্রভৃতিকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

শিষ্য—হনুমান এসে রাম ও সুগ্রীবকে কীরূপ কী বললেন?

গুরু—দধিমুখের মুখে সুগ্রীবের আদেশ পেয়ে হনুমান সমগ্র বানরবাহিনী সহ রাম ও সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হলেন। হনুমান রাম ও সুগ্রীবকে প্রণাম করে বললেন—"দেবীকে দেখেছি, তিনি অক্ষত দেহে ব্রতাচরণ করছেন।" হনুমানের মুখে এই অমৃতবাণী শুনে রামলক্ষ্মণ পরম প্রীতি লাভ করলেন। সীতা যে তাঁর শিরোমণি অভিজ্ঞান স্বরূপ দিয়েছিলেন, সেটি রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করে হনুমান সমস্ত ঘটনা রামের চরণে নিবেদন করলেন। হনুমানের মুখে সীতার কথা বিস্তৃতভাবে শুনে রাম শান্তিলাভ করলেন। হনুমান বললেন, সীতা বলেছেন, রাম যেন তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় এসে রাবণকে বধ করে আমাকে উদ্ধার করেন।

সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত

যুদ্ধকাণ্ড

শিষ্য—হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ পেয়ে রাম প্রীত হ'য়ে হনুমানকে কীরূপে আপ্যায়িত করলেন?

গুরু— রাম বললেন—"পৃথিবীতে অন্য কেউ যা মনে মনেও করতে পারে না, হনুমান তা সম্পন্ন করেছেন। দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করে যে ভৃত্য প্রভুর প্রীতিকর অতিরিক্ত কোনো কর্ম্ম করে, তাকে উত্তম পুরুষ বলা হয়। যে কেবল আদিষ্ট কর্ম্ম করে, কিন্তু শক্তি থাকলেও অতিরিক্ত কিছু করে না সে মধ্যম, আর আদিষ্ট কর্ম্মও যে মন দিয়ে করে না সে অধম। হনুমান তার কর্ত্তব্য পালন করে বিজয়ী হ'য়ে ফিরে এসে সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট করেছেন। বৈদেহীর সমাচার এনে দিয়ে আমাদেরও প্রাণরক্ষা করেছেন। আমার দুঃখ এই যে একে প্রীতি জানাবার আমার ক্ষমতা নেই। কেবল আলিঙ্গনই আমার সর্ব্বস্ব।" এই বলে রাম রোমাঞ্চিত দেহে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন।

শিষ্য—রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে হনুমান লঙ্কাপুরীর দুর্গমতা এবং সামরিক সজ্জা সম্বন্ধে কীরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন?

গুরু—হনুমান বললেন—"লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ। তার কপাট সকল দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত। চারিটি বিশাল প্রবেশদ্বারে শর ও উপল ক্ষেপণের যন্ত্র সকল নিবেশিত আছে। তার আঘাতে শত্রুসৈন্য নিবারিত হয়। শত-শত লৌহময় শতঘ্নী সজ্জিত আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, তার বাইরে অগাধ হিমজলময় কুম্ভীরাদিপূর্ণ গভীর পরিখা। প্রত্যেক দ্বারে যন্ত্রযুক্ত বৃহৎ সেতু আছে, শত্রু সৈন্য তার উপর এলে যন্ত্রবলে পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয়। রাবণ যুদ্ধপ্রিয়, কিন্তু ধীরপ্রকৃতি, এবং স্বয়ং অবহিত ভাবে তার সৈন্য পরিদর্শন করে। লঙ্কাপুরী দুর্গম গিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে নদীদুর্গ, গিরিদুর্গ এবং আরও বিবিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। অসংখ্য সশস্ত্র রাক্ষস চতুরঙ্গিণী সেনা সহ লঙ্কার চতুর্দ্বার রক্ষা করছে। আমি দ্বারের সেতু সকল চূর্ণ করে পরিখা পূর্ণ করেছি, লঙ্কা দগ্ধ করেছি। প্রাকার ভূমিসাৎ করেছি। এখন যে কোনো উপায়ে সমুদ্র পার হয়ে সেখানে যেতে পারলেই আমাদের জয় হবে।"

শিষ্য—হনুমানের নিকট লঙ্কার সংবাদ পেয়ে রামচন্দ্র কী করলেন?

গুরু—রাম সুগ্রীবকে বললেন—আজ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কাল হস্তার সঙ্গে চন্দ্রের যোগ হবে। এই শুভক্ষণেই আমরা সসৈন্যে যাত্রা করব।

শিষ্য—সৈন্যবাহিনী সহ যুদ্ধ যাত্রার প্রারম্ভে রাম কাকে কী কী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে আদেশ দিলেন?

গুরু—রাম সেনাপতি নীলকে বললেন—"তুমি পথ পরীক্ষার জন্য শত সহস্র দ্রুতগামী বানরসেনা নিয়ে আগে যাও। যেখানে প্রচুর ফলমূল, শীতল জল ও মধু পাওয়া যায়, এমন পথ দিয়ে তুমি সৈন্য নিয়ে চল। সতর্ক হ'য়ে যেয়ো, যেন রাক্ষসেরা ফলমূল বা জল বিষদুষ্ট না করে। বানরেরা দুর্গম বনে গিয়ে গুপ্ত শত্রুসৈন্যের অনুসন্ধান করুক। যারা দুর্ব্বল, তারা এখানেই থাকুক। মহবল, গজ, গয়, গবাক্ষ অগ্রভাগে যান; ঋষভ দক্ষিণপার্শ্ব ও গন্ধমাদন বামপার্শ্ব রক্ষা করুন। সৈন্যদলের মধ্যভাগে আমি হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে আরোহণ করে যাব। জাম্ববান, সুষেণ, বেগদর্শী পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করুন।" রামের আদেশে সৈন্যবাহিনী নগর ও জনপদ বর্জ্জন করে চলল।

শিষ্য—দুর্ব্বল বানরসৈন্যগণকে রাম থাকতে বললেন কেন? বানরসৈন্যবাহিনীকে নগর ও জনপদ বর্জন করে যেতে বলা হ'ল কেন?

গুরু —(১) কিষ্কিন্ধ্যা নগরী রক্ষার জন্য কিছু সৈন্য রাখবার প্রয়োজন ছিল। এজন্য যারা লঙ্কায় যুদ্ধযাত্রার দুষ্কর কর্ম্ম করতে অসমর্থ, তেমন সৈন্যগণকে কিষ্কিন্ধ্যা রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকতে বললেন।

(২) বিরাট বানরসৈন্যবাহিনী যেসব গ্রাম ও নগর দিয়ে চলবে, সে সব গ্রাম ও নগর লণ্ডভণ্ড ও উজাড় হ'য়ে যাবে। রাজ্যের প্রজাগণের যাতে উৎপীড়নের কারণ না ঘটে, তজ্জন্য অরণ্য প্রান্তরাদির মধ্যদিয়েই সৈন্যবাহিনীর যাত্রাপথ নির্দ্ধারণ করে দিলেন।

শিষ্য—হনুমান লঙ্কা বিধ্বস্ত করে চলে এলে রাবণ কী করল?

গুরু—একটা বানর এসে সমগ্র লঙ্কা লণ্ডভণ্ড করে চলে গেল দেখে, রাবণ লজ্জিত ও চিন্তিত হয়ে মন্ত্রণাসভা ডেকে বলল—"একটা বানরে কী করে গেল, তা সকলে দেখলে। যে মন্ত্রণায় সকলে একমত হয়, তা সর্বোত্তম। যাতে প্রথমে

মতভেদ হয়, কিন্তু শেষে মতৈক্য হয়, তা মধ্যম। আর যদি সকলেই পৃথক্ বুদ্ধিতে চলে, তবে পরিশেষে মতৈক্য হলেও তা শ্রেয়স্কর হয় না, সে মন্ত্রণা অধম। রাম অসংখ্য বানরসৈন্য নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করতে আসছে, তার প্রতিবিধানের জন্য যা কর্ত্তব্য, তা তোমরা সকলে একমত হ'য়ে স্থির কর।"

নীতিজ্ঞানশূন্য, হঠকারী রাক্ষসগণ রাবণকে যুদ্ধের মন্ত্রণা দিতে লাগল। মন্ত্রী প্রহস্তও নিজশক্তির দম্ভ করে এবং রাবণের স্বর্গমর্ত্য-জয় উল্লেখ করে যুদ্ধের সমর্থন করল। দুর্মুখ, বজ্রদংষ্ট্র, মহাহনু, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সেনাপতিগণ আস্ফালন করে রাবণকে নিশ্চিন্ত থাকতে বললে—"আমরাই রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব সমেত সমস্ত বানরসৈন্য ধ্বংস করব।"

শিষ্য—রাবণকে সৎ ও কল্যাণকর পরামর্শ কেউ দিয়েছিল কি? কে কী পরামর্শ দিয়েছিল?

গুরু—সমরোৎসাহী রাক্ষসগণকে থামিয়ে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ বললেন—"সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ের যা সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য বল প্রয়োগ বিধেয়। যে শত্রু অসাবধান বা অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা দৈববশে বিপন্ন, অবস্থা বুঝে তাকেই আক্রমণ করতে হয়। রাম তো এ প্রকারের নয়। কোন্ সাহসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? যে শত্রুর বলবীর্য্যের পরিমাণ জানা নেই, তাকে অবজ্ঞা করা কদাপি উচিত নয়। রাম কী অপরাধ করেছিলেন, যেজন্য তাঁর ভার্য্যাকে হরণ করা হয়েছে? শূর্পণখা ও খর তাদের অধিকার লঙ্ঘন করেছিল বলেই রামের নিকট দণ্ড পেয়েছে। মহারাজ! রামের সঙ্গে শত্রুতা ক'র না। রামের পত্নীকে ফিরিয়ে দাও। ক্রোধ ত্যাগ কর, ধর্ম্ম আশ্রয় কর। নতুবা সমগ্র রাক্ষসকুল সমেত লঙ্কা বিনষ্ট হবে।" রাবণ সভা ভঙ্গ করে চলে গেল।

শিষ্য—বিভীষণের মন্ত্রণার উত্তরে রাবণ কী বলল? পুনরায় মন্ত্রণা সভার বৈঠক হয়েছিল কী?

গুরু—পরদিন প্রত্যুষে নানাবিধ দুর্লক্ষণ ও দুঃস্বপ্ন দেখেই বিভীষণ রাবণের নিকট গিয়ে বললেন—"সীতাকে লঙ্কায় আনার পর থেকে বহু অশুভ সূচিত হচ্ছে। হোমের অগ্নি ভাল জ্বলে না, ধেনুর দুগ্ধ হয় না, হাতীর মদস্রাব নেই, অশ্ব কাতর কণ্ঠে হ্রেষারব করে, গৃহের উপর গৃধ্র বসে আছে, শৃগালের রব শোনা

যাচ্ছে। মন্ত্রীদের কেউ আপনাকে উচিত মন্ত্রণা দেয় নি। সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করুন।" রাবণ সরোষে উত্তর দিলেন—আমি কোনো ভয়ের কারণ দেখি নে। রাম কখনই সীতাকে ফিরে পাবে না।

রাবণ আবার মন্ত্রণাসভা ডাকলেন, রাক্ষসেরা সব এল, বিভীষণও এলেন। রাবণ প্রহস্তকে আদেশ দিল—"তোমার অধীনে যে সুশিক্ষিত চতুরঙ্গ বল আছে, তা নগর রক্ষায় নিযুক্ত কর। তোমরা সকলে মন্ত্রণা করে যে কাজ আরম্ভ কর, তা কদাচ বিফল হয় না। কুম্ভকর্ণ ছ'মাস সুপ্ত ছিলেন, এখন জাগ্রৎ হয়েছেন। এমন মন্ত্রণা কর, যাতে সীতাকে ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং রামলক্ষ্মণও নিহত হয়।

শিষ্য—রাবণের প্রস্তাবে কে কী বললেন?

গুরু—কুম্ভকর্ণ রুষ্ট চিত্তে বলল—"তুমি যা করেছ তা তোমার অযোগ্য। যদি পূর্ব্বে আমাদের জানাতে, তবে আমরা এর প্রতিবিধান করতাম। **যে রাজা মন্ত্রণার দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন, তাঁকে অনুতাপ ভোগ করতে** হয় না। যাই হোক আমি তোমার সহায় হব, তোমার শত্রু সংহার করব।"

সীতাকে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করে বশীভূত করতে রাবণকে উৎসাহিত করল মহাপার্শ্ব। কিন্তু, রাবণ বলল, "একদা আমি পুঞ্জিকাস্থলী নাম্নী এক অপ্সরাকে লাঞ্ছিত করি। তখন ব্রহ্মা আমাকে অভিশাপ দেন যে ভবিষ্যতে কোনো নারীর প্রতি বলপ্রয়োগ করলে তোমার মৃত্যু হবে। তজ্জন্য সীতাকে এক বৎসরের সময় দিয়েছি।"

মোটের উপর সীতা প্রত্যর্পণ না করে যুদ্ধ করাই স্থির সিদ্ধান্ত রইল।

বিভীষণ পুনঃ পুনঃ রাবণকে অদূরদর্শী প্রহস্ত ও অপরিপক্ক বুদ্ধি ইন্দ্রজিতের পরামর্শ মত যুদ্ধ না করে, সীতাকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক রামের সহিত সন্ধি স্থাপন করতে উপদেশ দিলেন।

বিভীষণের অমৃততুল্য উপদেশ রাবণের নিকট বিষবৎ বিবেচিত হ'ল। ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাবণ বললে—"শত্রু আর ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের সঙ্গে বাস করাও বরং বাল, কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সঙ্গে বাস করা অকর্ত্তব্য। জ্ঞাতিশত্রু সবচেয়ে অনিষ্টকারী। অগ্নি বা অস্ত্রশস্ত্রাদি আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়; ঘোর স্বার্থপর জ্ঞাতিরাই ভয়ের

কারণ।"* রাবণ বিভীষণকে বললে—"তুমি আমার পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য দেখে ঈর্ষ্যাবিষে জ্বলছ। কুলাঙ্গার! ধিক্ তোমাকে! তুমি যা বলেছ, তা আর কেউ বললে তার প্রাণ যেত।"

শিষ্য—রাবণের গালি শুনে বিভীষণ কী করলেন?

গুরু—রাবণের কঠোর তিরস্কার বাক্য শুনে বিভীষণ গদা হস্তে চারজন সচিব সঙ্গে নিয়ে সভা ছেড়ে উঠলেন এবং সক্রোধে রাবণকে বললেন—"রাজা! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য মাননীয়, কিন্তু ভ্রান্ত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট। তোমার হিতের জন্য আমি ন্যায্য বাক্যই বলেছি; কিন্তু যার বিনাশ আসন্ন, হিতকর বাক্য তার রুচিকর হয় না। তুমি গুরুজন, তোমার শুভ কামনায় যা বলেছি, তা ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হোক। আমি যাচ্ছি।"

শিষ্য—বিভীষণ কোথায় গেলেন?

গুরু—বিভীষণ রাবণের আশ্রয় পরিত্যাগ করে রামের পক্ষে যোগদানের জন্য সমুদ্রের অপর পারে, যেখানে রাম সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন সেই স্থানে গেলেন।

শিষ্য—রাম এবং সুগ্রীবাদি সচিবেরা বিভীষণকে কীভাবে গ্রহণ করলেন?

গুরু—বিভীষণ এসে আত্মপরিচয় দিলেন—"আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভ্রাতা। আমি যুক্তিসঙ্গত বাক্যে রামের হাতে সীতাকে প্রত্যর্পণের কথা বলেছিলাম। আমার হিতবাক্য না শুনে তিনি আমাকে অপমানিত করেছেন। তাই আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ ক'রে রামের শরণ নিতে এসেছি।" সুগ্রীব বিভীষণকে সন্দেহ করে রামের নিকট এসে বললেন—"শত্রুর গুপ্তচর আমাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে এসেছে। রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ চারজন রাক্ষস সহ এসেছে। এদের বধ করাই উচিত।

শিষ্য—সুগ্রীবের নিকট বিভীষণের কথা শুনে রাম কী করলেন?

গুরু—রাম হনুমান প্রমুখ বানরগণকে বললেন—"তোমরা সুগ্রীবের কথা শুনলে, এখন কী কর্ত্তব্য বল।"

অঙ্গদ বলল—"বিভীষণকে সহসা বিশ্বাস করা উচিত নয়। গুণ, দোষ বিচার করে দেখা কর্ত্তব্য।" শরভ বললে—"চর পাঠিয়ে তাকে পরীক্ষা করা হোক।"

---

* নাগ্নির্নান্যাপি শস্ত্রাণি ন চ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহঃ ।।—যুদ্ধ ১৬।৭

জাম্ববান বললেন—বিভীষণ আমাদের শত্রুর কাছ থেকে অসময়ে অস্থানে এসেছেন, এজন্য শঙ্কার পাত্র।" মৈন্দ বললে—"মিষ্ট বাক্যে জানা হোক—তার অভিপ্রায় ভাল কি মন্দ।" হনুমান বললেন—"এঁরা যা বললেন, আমি তা সমর্থন করি না। যিনি স্বয়ং উপস্থিত, তাঁর কাছে চর পাঠানো বৃথা। **বুদ্ধিমান ব্যক্তি চরের প্রশ্নে শঙ্কিত হয়; মিত্র ব্যক্তি মিথ্যা প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হয়;** বিভীষণ অসময়ে অস্থানে আসে নি। রাবণের দৌরাত্ম্য এবং তোমার বিক্রম বিচার করেই রাজ্যকামনায় এসেছেন।"

সুগ্রীব বললেন—"দুষ্ট বা অদুষ্ট যাই হোন, বিপদকালে যখন ভ্রাতাকে ত্যাগ ক'রে এসেছেন, তখন বিভীষণকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

শিষ্য—সচিবদের মন্ত্রণা শুনে রাম কী বললেন ও কী করলেন?

গুরু—রাম সুগ্রীবকে প্রশংসা করে বললেন, "সঙ্কট কালে জ্ঞাতিশত্রু ও প্রতিবেশী শত্রু — এই দুই প্রকার শত্রু দেখা যায়। বিভীষণের জ্ঞাতিশত্রুতা নেই। বিভীষণ লঙ্কা রাজ্য চায়, এজন্য এসেছে। **সকলে ভরতের তুল্য ভ্রাতা, আমার তুল্য পুত্র এবং তোমার তুল্য সুহৃৎ হয় না।**"

রামের কথায় সুগ্রীবের মনের দ্বিধা যাচ্ছে না দেখে, রাম বললেন, "সৎ বা অসৎ যাই হোন, বিভীষণ আমাদের কিছু মাত্র অনিষ্ট করতে পারবে না।" তারপর রাম সকলকে তাঁর চরম কথাটি শুনিয়ে দিলেন—শত্রুও যদি শরণ ভিক্ষা করে, তবে তাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেউ যদি শরণাগত হ'য়ে একবার মাত্র বলে—আমি তোমার, তবে আমি তাকে সর্ব্ব প্রাণী থেকে অভয় প্রদান করি, এই আমার ব্রত।"*

শিষ্য—বিভীষণ কী ভাবে রামের শরণ গ্রহণ করলেন? রাম তাকে কী কী বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার সম্বন্ধে কী বললেন ও করলেন?

গুরু—বিভীষণ এসে রামের চরণে পতিত হয়ে বললেন—"আমি রাবণের অনুজ, তিনি আমায় অপমান করেছেন, আমি তাঁকে, আত্মীয়স্বজনকে ও লঙ্কা পরিত্যাগ করে তোমার শরণাগত হয়েছি।" রাম তাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়ে রাবণের

* সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥—যুদ্ধ ১৮।৩৩

বলাবল জিজ্ঞাসা করলেন। বিভীষণ বললেন—"রাবণ ব্রহ্মার বরে সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য। মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ বিক্রমে ইন্দ্রে সমকক্ষ; সেনাপতি প্রহস্ত কৈলাসে মণিভদ্রকে পরাস্ত করেছিল; ইন্দ্রজিৎ অগ্নিদেবের বরে অদৃশ্য হ'য়ে যুদ্ধ করে। রাবণের সৈন্যসংখ্যা দশ সহস্রকোটি।" রাম বললেন—"আমি সবংশে দশাননকে বধ করে তোমাকে লঙ্কার রাজা করব।" রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন করলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সমুদ্রজল এনে বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

শিষ্য—সমুদ্রতীরে রামের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পেয়ে রাবণ কী করল?

গুরু—শার্দ্দুল নামক এক চর রামের বিপুল সৈন্যবাহিনী দেখে এসে দূত পাঠিয়ে তত্ত্ব নিতে এবং সাম দানাদি প্রয়োগ করতে রাবণকে অনুরোধ করল। রাবণ শুক নামক চরকে পাঠাল রামের সহিত সুগ্রীবের ভেদ সৃষ্টির জন্য। বানরেরা তাকে ধরে পীড়ন করতে লাগল, রাম সকলকে নিরস্ত করলেন। সুগ্রীব তাকে বললেন—"রাবণকে বলো তিনি আমার মিত্র নন, প্রিয় নন, দয়ার পাত্রও নন। তিনি রামের অরি, বালীর ন্যায় বধযোগ্য। আমরা তাকে সবান্ধবে নিধন করব।" রামের দয়ায় বানরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শুক লঙ্কায় রাবণের কাছে গিয়ে সব নিবেদন করল।

শিষ্য—সৈন্যবাহিনী সহ শতযোজন সমুদ্র পার হবার কী ব্যবস্থা রাম করলেন?

গুরু—রাম সমুদ্রতীরে কুশ বিছিয়ে পূর্ব্বমুখ হ'য়ে শয়ন করে ত্রিরাত্র আরাধনা করলেও সমুদ্র প্রসন্ন হলেন না দেখে, বললেন লোকে **দণ্ডদাতাকেই সম্মান করে, তোষণ নীতির দ্বারা কীর্তি, যশঃ জয়—কিছুই লাভ হয় না।*** তিনি ধনুর্ব্বাণ

---

* ক্ষময়া হি সমাযুক্তং মাময়ং বরুণালয়ঃ ।—যুদ্ধ ২১।২০
অসমর্থঃ বিজানাতি ধিক্ ক্ষমামীদৃশে জনে ॥যুদ্ধ ২১।২১
প্রশমশ্চ ক্ষমা চৈব আর্জ্জবং প্রিয়বাদিতা।—যুদ্ধ ২১।১৪
অসামর্থ্যফলা হ্যেতে নির্গুণেষু সতাং গুণাঃ ॥—যুদ্ধ ২১।১৫

সমুদ্র ক্ষমাযুক্ত আমাকে অসমর্থ মনে করছে। এরূপ লোকের প্রতি ক্ষমায় ধিক্। শান্তি, ক্ষমা, মৃদুতা ও প্রিয়ভাষণ এই সব গুণ নির্গুণ ব্যক্তিদের প্রতি নিষ্ফল।

নিয়ে সমুদ্রকে **শুষ্ক করতে** উদ্যত হলেন। সমুদ্র ভীত হ'য়ে এসে বলল—বানরসেনা যখন আমার উপর দিয়ে পার হবে, তখন আমি স্থলের ন্যায় স্থির হ'য়ে থাকব। তারপর সাগর রামকে পরামর্শ দিলেন—সেনাপতি নল বিশ্বকর্ম্মার পুত্র, বিচক্ষণ শিল্পী। পিতৃদত্ত বর-প্রভাবে ইনি আমার বক্ষে সেতু নির্মাণ করবেন। তখন রামের আদেশে রাশি রাশি শাল, অর্জ্জুন, তাল, আম্র প্রভৃতি গাছ কেটে আনা হ'ল; মহাবল বানরগণ যন্ত্রযোগে বৃহৎ পর্ব্বতখণ্ড বহন করে এনে দিতে লাগল। বানরগণের কেউ সূত্র, কেউ মানদণ্ড ধরল, নল সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ করল। প্রথম দিনে চৌদ্দ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিশ, তৃতীয় দিনে একুশ, চতুর্থ দিনে বাইশ এবং পঞ্চম দিনে অবশিষ্ট তেইশ যোজন সেতু নির্ম্মিত হ'য়ে গেল।

শিষ্য—রাম ধনুর্ব্বাণ দ্বারা সমুদ্র শোষণ করতে চাইলেন; — একি সম্ভব? সমুদ্র নিজে এসে নল দ্বারা সেতু নির্ম্মাণের পরামর্শ দিলেন—এটাই বা কেমন?

গুরু—রামায়ণ রামের জীবনের ইতিহাস হ'লেও, তা কাব্য। কাব্যে রূপক বর্ণনা থাকে, অতিশয়োক্তি, অলঙ্কার থাকে। রামের ত্রিরাত্র সমুদ্র-আরাধনার অর্থে বুঝতে হবে—রামচন্দ্র, তিন দিন তিন রাত্রি ধরে সেতুবন্ধনের সময় স্থির ক'রে সমুদ্রের কোথায়, কীরূপ গভীরতা, তা পরিমাপ করিয়েছিলেন। দেখলেন—সমুদ্র যেরূপ ভীষণ ও গভীর মনে হয়, বাস্তব পক্ষে তত গভীর নয়, তখন শিল্পী নলকে সেতুবন্ধনের আদেশ দিলেন। এই তথ্যটিই হয়ত কাব্যে সরস রূপকে বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্য—সেতুবন্ধনের কাজ শেষ হ'লে রাম সৈন্য পার ক'রে কোথায় কীভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন?

গুরু—বিভীষণ চার জন সচিব নিয়ে অপর পারে গিয়ে সতর্ক হ'য়ে রইলেন। রাম হনুমানের এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চেপে সমুদ্র পার হলেন। কোটি কোটি বানর সৈন্য লাফিয়ে লাফিয়ে সেতুপথে সমুদ্র পার হ'ল। রাম সুবেল পর্ব্বতে সমরশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সৈন্য বিভাগ করে ব্যূহ রচনা করলেন। নীল ও অঙ্গদ সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে, ঋষভ দক্ষিণ ও গন্ধমাদন বাম পার্শ্বে, রাম ও লক্ষ্মণ অগ্রভাগে, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী এই তিনজন অভ্যন্তর ভাগে এবং সুগ্রীব পশ্চাদ্‌ভাগে রইলেন।

শিষ্য—রাম সেতু বন্ধন করে সমুদ্র পার হয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে লঙ্কায় এসেছেন শুনে রাবণ কী করল?

গুরু—রাবণ **শুক ও সারণ** নামক দুই অমাত্যকে বলল, রাম সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছে, বানরসৈন্য সাগর পার হয়েছে, একথা বিশ্বাস হয় না। তোমরা প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত সংবাদ জেনে এস। শুক ও সারণ বানরের ছদ্মবেশ ধারণ করে বানর সৈন্যে প্রবেশ করল। কিন্তু, বিভীষণের কাছে ধরা পড়ে রামের কাছে আনীত হ'ল। তারা ভীত হ'য়ে রামকে বলল—"আমরা রাবণের আজ্ঞায় আপনার সৈন্যবলাবল জানতে এসেছি।" রাম সহাস্যে বললেন— "বেশ, যা কিছু জানবার ও দেখবার জেনে দেখে যাও। রাক্ষসরাজকে বলো—যে শক্তিকে নির্ভর করে সীতাকে হরণ করেছ, এখন সেই শক্তি আমাকে দেখাও। কাল প্রাতেই আমার শরজালে লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসসৈন্য বিধ্বস্ত হবে।"

শিষ্য—শুক সারণ এসে রাবণকে কী বলল?

গুরু—শুক সারণ বললে—"বানরগণ স্বভাবতঃ ক্রোধপ্রবণ ও উগ্রস্বভাব; তাদের সঙ্গে কথা বলাই অসম্ভব।" তারপরে তারা বানর সৈন্যের বিস্তারিত বিবরণ রাবণকে জানিয়ে বললে, "রামলক্ষ্মণ আর সুগ্রীব যে বাহিনীর রক্ষক, তাকে সুরাসুর কেউ জয় করতে পারে না। আপনি বিরোধ ত্যাগ করে সীতাকে ফিরিয়ে দিন।"

শিষ্য—শুক সারণের কথা শুনে রাবণ কী করলে ও বললে?

গুরু—শুক-সারণের কথায় কান না দিয়ে রাবণ রাম-সৈন্য দর্শনের জন্য অতি উচ্চ প্রাসাদে উঠল। শুক ও সারণ তাকে একে একে সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল, জাম্ববান, হনুমান, রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়ে প্রত্যেকের বিক্রম ও কীর্তি সবিস্তারে বর্ণনা করল। রাবণ উদ্বিগ্ন অথচ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—"তোমরা রাজনীতি জান না। যে শত্রু যুদ্ধার্থ আমাদের সম্মুখে, তোমরা তার স্তুতি করছ! তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও।" তারপর রাবণ শার্দূল প্রভৃতি কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাল—রাম ও তার মন্ত্রীদের সমস্ত সংবাদ—রাম কী প্রকারে শয়ন করে, কী প্রকারে জাগে, আজ সে কী ক'রবে—সব জানবার জন্য। তারা বিভীষণের হাতে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হ'য়ে অবশেষে রামের দয়ায় মুক্তি পেয়ে রাবণের কাছে এসে সব বলল।

শিষ্য—তারপর রাবণ কী করল?

গুরু—রাবণ মন্ত্রীদের সহিত কিছুক্ষণ পরামর্শ করে বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক রাক্ষসশিল্পীকে ডেকে বললে—"তুমি শীঘ্র রামের মুণ্ড এবং ধনুর্ব্বাণ তৈরী করে নিয়ে এস।" রাবণ অশোকবনে গিয়ে সীতাকে বলল—"সীতা! তুমি যার ভরসায় আমার কথা গ্রাহ্য করছ না, সেই রাম নিহত হয়েছে, সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, জাম্ববান, নল, নীল, সুষেণ বানরসৈন্যগণ নিহত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। তারপর এক রাক্ষসীকে দিয়ে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্ব্বাণ আনিয়ে সীতার সম্মুখে স্থাপন করল।

শিষ্য—রামের মায়ামুণ্ড দেখে সীতার অবস্থা কীরূপ হল?

গুরু—সীতা মায়ামুণ্ডকে যথার্থ রামের মুণ্ড মনে করে শোকে অচেতন হ'য়ে পড়লেন। পরে চেতনা পেয়ে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে করতে বললেন—"রাবণ! আমাকে রামের দেহের উপরে রেখে বধ কর; পতি-পত্নীকে একত্র করে দাও। আমি তাঁর অনুগমন করব।" এমন সময়ে একজন দ্বারপাল এসে সংবাদ দিলে রাবণ অত্যাবশ্যক কাজের জন্য সত্বর প্রস্থান করল। রাবণ চ'লে গেলে **বিভীষণপত্নী সরমা** এসে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—"সখি! ভীত হ'য়ো না। রাম নিহত হন নি। মিথ্যা মায়া রচনা করে রাবণ তোমাকে প্রতারিত করতে চাইছে। রাবণ কেন দ্রুত চ'লে গেল, তা শুনবে? রাম সৈনবাহিনী নিয়ে লঙ্কায় এসে গেছেন। তাই মন্ত্রিগণের সহিত যুদ্ধের পরামর্শ করবার জন্য শীঘ্র চলে গেছে।" সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে সরমা কিছুক্ষণের জন্য রাজপ্রাসাদে গিয়ে ফিরে এসে সীতাকে বললে—"রাবণের মন্ত্রীরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছে—সীতাকে সসম্মানে রামের হস্তে সমর্পণ কর। কিন্তু, রাবণ কারো পরামর্শে কর্ণপাত ক'রছে না।"

শিষ্য—রাবণ মন্ত্রীদের সহিত কীরূপ মন্ত্রণা ও লঙ্কাপুরী রক্ষার আয়োজন করল?

গুরু—রাবণের মাতামহ **মাল্যবান্** রাবণকে বিবিধ প্রকারে বুঝিয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে উপদেশ দিল। মাল্যবান্ নানাবিধ দুর্লক্ষণ ও দুঃস্বপ্নের কথা উল্লেখ করে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শও দিল। কিন্তু রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল—"দৈবযোগে রাম সেতু বন্ধন করে লঙ্কায় এসেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেব না।" তখন রাবণ অমাত্যদের সহিত পরামর্শ করে লঙ্কা রক্ষার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করল—**প্রহস্ত** পূর্ব্বদ্বারে, **মহাপার্শ্ব** ও **মহোদর** দক্ষিণ দ্বারে, **ইন্দ্রজিৎ**

পশ্চিম দ্বারে এবং উত্তর দ্বারে আমি স্বয়ং থাকব; বিরূপাক্ষ বিরাট সৈন্যদল নিয়ে লঙ্কার মধ্যভাগ রক্ষা করবে।

শিষ্য—প্রথম আক্রমণ হ'ল কোন্ পক্ষ থেকে? রাম কীভাবে আক্রমণের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করলেন?

গুরু—রামের পক্ষ থেকেই প্রথম আক্রমণ হয়েছিল। রাবণের ব্যূহ রচনা বিভীষণের কাছ থেকে জানতে পেরে, রাম আদেশ করলেন—"নীল প্রহস্তের সঙ্গে পূর্ব্বদ্বারে যুদ্ধ করবে, অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বারে মহোদর মহাপার্শ্বকে আক্রমণ করুক, হনুমান পশ্চিমদ্বারে থাক, আমি লক্ষ্মণের সঙ্গে উত্তর দ্বারে থাকব; সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্ববান্ মধ্যস্থান আক্রমণ করবেন।" রাম নিয়ম করলেন—"আমি, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, ও তার চারি অমাত্য—এই সাতজনকে মানুষরূপে দেখেই আমরা স্বজন বলে চিনব।"

পরদিন রাম সুগ্রীবাদিকে নিয়ে সুবেল পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠে ত্রিকুট পর্ব্বতস্থ লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এমন সময়ে দেখা গেল রাবণ গোপুরের শিখরে অবস্থিত। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সুগ্রীব লম্ফ দিয়ে রাবণের কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার মাথার মুকুট কেড়ে নিয়ে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাত দ্বারা তার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সুগ্রীব রামের কাছে ফিরে এলেন। বিনা আদেশে রাবণের কাছে যাওয়াতে রাম তাকে অনুযোগ করলেন।

শিষ্য—রামের পক্ষ থেকে কে রাবণকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল? এবং কীরূপে কী ঘটনা ঘটেছিল?

গুরু—রাম অঙ্গদকে রাবণের কাছে যুদ্ধে আমন্ত্রণের জন্য পাঠালেন। অঙ্গদ গিয়ে রাবণকে রামের আদেশ বললে—"পুরুষ হও তো বেরিয়ে এসে যুদ্ধ কর। যদি প্রণিপাত করে সীতাকে সসম্মানে প্রত্যপর্ণ না কর, তবে তুমি নিহত হবে। বিভীষণ লঙ্কার রাজপদ পাবে।"

রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে আদেশ করলে চারজন অমাত্য অঙ্গদকে ধরল. অঙ্গদ লাফ দিয়ে প্রাসাদ শিখরে উঠলে, যারা ধরেছিল তারা পড়ে গেল। অঙ্গদ প্রাসাদ শিখর চূর্ণ করে রামের কাছে ফিরে গেল।

শিষ্য—রাবণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট; বৈজ্ঞানিক সমরকৌশল ও অস্ত্রসজ্জাবলে

রাবণ অজেয় ছিল। তার পক্ষে কি উচিত ছিল না—সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশের পূর্ব্বেই সমুদ্রের উত্তর তীরে রামকে আক্রমণ করা? তা করেনি কেন?

গুরু—কারণ ঃ—

(১) রাবণের অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নে, তার মন্ত্রী ও অমাত্যগণের অনেকে, এমন কি কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের ন্যায় হিতৈষী ভ্রাতৃদ্বয়ও রাবণের প্রতি বিরক্ত ছিল, যদিও বাইরে তারা বিরুদ্ধে যাবার সাহস করে নি। অনেকেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামের সহিত সন্ধি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। এজন্য যুদ্ধ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়েছিল। এইটি প্রত্যক্ষ কারণ।

(২) বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাক্ষসগণ আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আয়োজন বিষয়ে শিথিল ও অদূরদর্শী হয়ে পড়েছিল। এই একই কারণে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, বিশ্বজয়ী রোমসাম্রাজ্য অসভ্য গল জাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় ইউরোপীয় যুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণরা যখন প্যারিসের দ্বারদেশে উপস্থিত, তখন ফরাসী রাজ্যের মন্ত্রীরা প্রমোদশালায় নৃত্য ও গানে উন্মত্ত;—প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পেঁতে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

(৩) রাবণ ও তার মন্ত্রী ও অমাত্যগণ অনেকে নিজেদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে অত্যধিক দর্পিত হ'য়ে শত্রুর শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করছিল।

(৪)সর্ব্বোপরি রাক্ষসগণ অত্যধিক অনাচার, কদাচার ও পাপের ফলে বিশ্বনিয়ন্তার রোষভাজন হয়েছিল।

শিষ্য—রামের ও রাবণের—উভয়ের পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিষয়ক সুবিধা অসুবিধা কোন পক্ষের কীরূপ ছিল?

গুরু—সবদিক বিবেচনা করে দেখলে রামের পক্ষে সুবিধা ও রাবণের পক্ষে অসুবিধাই বেশী ছিল ঃ—

(১) বানরসৈন্যের জন্য আবশ্যক রসদ গাছের ফলপাতা ইত্যাদি সর্ব্বত্রই প্রচুর পাওয়া যেত। রাক্ষসসৈন্যের খাদ্যাদি সংগ্রহ করতে বেগ পেতে ও খরচ করতে হত। অধিকন্তু লঙ্কাপুরী অবরুদ্ধ হওয়ার দরুণ রাক্ষসগণের খাদ্যাদির অপ্রতুলতা হয়েছিল।

(২) বানরসৈন্যের যুদ্ধাস্ত্র ছিল—তাদের নখ, দন্ত, বাহু ও পদ এবং বৃক্ষ ও প্রস্তর। অস্ত্র সজ্জার জন্য ব্যয় করতে হত না, শিল্পীরও আবশ্যক হয় নি। কেবল রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রাদি নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের অস্ত্রপাতি নানাস্থান থেকে পূর্ব্বেই সংগৃহীত হয়েছিল। যুদ্ধকালেও অনেক রাজার কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু, রাক্ষসগণের প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করতে অর্থব্যয় হ'ত, উপাদান সংগ্রহে ও নির্ম্মাণে সময় লাগত।

(৩) বানরগণ লাফ দিয়ে অতি উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন ও প্রাসাদে অরোহণ করতে পারত। সুতরাং, তাদের পক্ষে অবরুদ্ধ লঙ্কার পরিখা ও প্রাচীর লঙ্ঘন, প্রাসাদের উপরে আরোহণ ইত্যাদি সহজ ছিল। দ্বার রোধ করেও লঙ্কার নিরাপত্তা রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না।

(৪) রাক্ষসগণ বিলাসী, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়, সুতরাং যুদ্ধের শ্রমে সহজে ক্লান্ত ও বিমুখ হ'ত। কিন্তু, বানরবাহিনী ছিল কঠোর জীবনে অভ্যস্ত, উদ্যোগী ও অক্লান্ত।

(৫) রামের অলৌকিক স্নেহকরুণায় বানরবাহিনী পরস্পর অটুট ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ ও একান্তই রামপরায়ণ ছিল। কিন্তু রাক্ষসবাহিনী রাবণের প্রতি অনুরক্ত নয় তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল না। তারা ছিল বেতনভোগী ও অনুগ্রহপ্রার্থী যোদ্ধা।

(৬) রামের পক্ষে লঙ্কার সমস্ত সংবাদের জ্ঞাতা মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ যোগ দিয়েছিল। কিন্তু, রামপক্ষের সমস্ত সংবাদ জানে, এমন কেহ রাবণের ছিল না।

(৭) লঙ্কা অবরুদ্ধ হওয়ায় রাক্ষসদের পক্ষে বাইরে থেকে খাদ্যাদি বা অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের অথবা অন্য কোনো রাজার সাহায্যাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না।

(৮) রাক্ষসদের বিমানবিহানী ছিল। রামের তা ছিল না। ইন্দ্রজিৎ ছিল বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ। বিমানবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রামের জয়লাভ হয় নি। লক্ষ্মণ অতর্কিতে আক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ সহ তদীয় বিমানবাহিনী বিধ্বস্ত করেন।

(৯) রাক্ষসদের নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ছিল বটে; কিন্তু বানরদের গাছ পাথরের যুদ্ধে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজে লাগত না। অস্ত্রক্ষেপের পূর্ব্বেই রাক্ষস সেনাগণ নিহত হ'ত। ক্ষিপ্রগতি বানরগণ রাক্ষসদের অস্ত্রাদি কেড়ে নিয়ে তদ্দ্বারা তাদেরই নিধন করত।

শিষ্য—কীরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল?

গুরু—রামের আদেশে বানরগণ বৃক্ষ, শিলা ও মাটির আঘাতে প্রাকার ও তোরণ ভেঙ্গে পরিখা পূর্ণ করতে লাগল। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে গদাঘাত করলে সেই গদা নিয়েই অঙ্গদ তার অশ্ব ও সারথি সহ রথ চূর্ণ ক'রে দিল। হনুমান জম্বুমালীকে, লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষকে, সুগ্রীব প্রঘসকে, সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে নিধন করলেন। রামের শরে আহত হ'য়ে **শুক, সারণ, যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বজ্রদংষ্ট্র** পলায়ন করল। ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হ'য়ে অন্তরীক্ষে থেকে যুদ্ধ করতে লাগল। অস্ত্রবর্ষণে বানর সৈন্য মুমূর্ষু এবং রামলক্ষ্মণ নাগপাশে বদ্ধ ও অচেতন হ'য়ে পড়লেন। রাক্ষসেরা জয়ী হ'য়ে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে রাম যদিও চৈতন্য পেলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বাঁচার লক্ষণ দেখা গেল না। সকলে শোকাচ্ছন্ন ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে উপায় চিন্তা করছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ গরুড় আবির্ভাব হ'য়ে— নাগপাশ মোচন করে দিল। রামলক্ষ্মণ অতি দ্রুত তার করস্পর্শে নিরাময় ও সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। বানরসৈন্য রামের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

শিষ্য—গরুড় এসে রামলক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন কীরূপে? গরুড় হঠাৎ এলেনই বা কীরূপে?

গুরু—পক্ষিরাজ গরুড় সর্পভক্ষক; তার ভয়ে সর্পগণ সন্ত্রস্ত। গরুড় আসতেই নাগপাশের নাগগণ পলায়ন করলে রামলক্ষ্মণ মুক্ত হলেন। তারপরে গরুড়ের করস্পর্শে তাঁরা সুস্থ হয়ে গেলেন। পক্ষিরাজ গরুড় স্বয়ং এসেছিলেন, এটা যদি অসম্ভব মনে কর, তবে ধরে নাও গারুড়ী বিদ্যা অর্থাৎ সর্পচিকিৎসা বিদ্যায় বিশারদ কোনো চিকিৎসক এসে চিকিৎসা করে রামলক্ষ্মণকে সুস্থ ক'রে দিলেন। গরুড় পুরাণে সর্পবিষ চিকিৎসার বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

শিষ্য—ইন্দ্রজিতের অস্ত্রে নিহত রামলক্ষ্মণ বেঁচে উঠেছে, বানর বাহিনী জয়ধ্বনি করছে দেখে রাবণ কাকে যুদ্ধে পাঠাল?

গুরু—রামলক্ষ্মণ পাশমুক্ত হয়েছেন শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে যাবার আদেশ দিল। হনুমানের সহিত যুদ্ধে ধূম্রাক্ষ নিহত হল। রাক্ষসসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। তৎপরে রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধে এল। রাক্ষস ও বানরগণের ভয়াবহ যুদ্ধ হ'তে লাগল; উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হ'ল। অঙ্গদ ভীষণ যুদ্ধের পর বজ্রদংষ্ট্রের হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে তার শিরচ্ছেদ করল। রাক্ষসবাহিনী পালিয়ে গেল।

তারপরে রাবণের আদেশে সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ অকম্পন যুদ্ধে এল। রণস্থল রাক্ষস ও বানরের মৃত দেহে ভরে গেল। হনুমানের সঙ্গে অকম্পনের যুদ্ধ হ'তে লাগল। পরিশেষে হনুমান এক বিরাট অশ্বকর্ণ বৃক্ষের আঘাতে অকম্পনকে বধ করলেন। অকম্পনের নিধন সংবাদ শুনে রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে বিপুল সৈন্য সহ যুদ্ধে প্রেরণ করল। উভয় পক্ষের হতাহত সৈন্যের রক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হ'ল। নীলের সহিত প্রহস্তের দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। নীল প্রহস্তের সারথি, অশ্ব, রথ চূর্ণ করল। প্রহস্ত নীলের ললাটে মুষল প্রহার করল; নীল এক বৃহৎ প্রস্তরের আঘাতে প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ করল।

শিষ্য—সেনাপতি প্রহস্তের মৃত্যুর পর রাবণ কী করল?

গুরু—প্রহস্তের মৃত্যু হয়েছে শুনে রাবণ ভাবলে—শত্রুকে ক্ষুদ্র বলে অবজ্ঞা করা চলে না। আমি স্বয়ং গিয়ে তাদের ধ্বংস করব। বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাবণ স্বয়ং প্রথম যুদ্ধযাত্রা করল। সঙ্গে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ, মহোদর, কুম্ভ, নিকুম্ভ, নরান্তক প্রভৃতি বীর। রাবণের যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে রাণী মন্দোদরী তার সম্মুখে এসে করজোড়ে নিবেদন করলেন— "মহারাজ! আপনি যুদ্ধযাত্রা করবেন না। সীতাকে প্রত্যর্পণ করে রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি করুন। রামকে সাধারণ মানব মনে করবেন না। পতিব্রতা নারীর অভিশাপে মহা অকল্যাণ হয়।" রাবণ বললে—"আমি শক্তির গর্ব্বে রামকে অবজ্ঞা করে যুদ্ধ আরম্ভ করেছি, এখন আমি তার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কী করে করব? আমি ভাঙ্গবো তবু নত হব না। আমি জানি—সীতা অযোনিসম্ভবা, পৃথিবীর কন্যা, আরও জানি যে রাম স্বয়ং নারায়ণ; কিন্তু, তথাপি আমি আত্মসমর্পণ করব না।"

রাবণের সহিত যুদ্ধে সুগ্রীব, সুষেণ, নল, গয়, গবাক্ষ পরাজিত হ'ল। লক্ষ্মণ

তখন রামের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। হনুমান রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন; কিন্তু রাবণের চপেটাঘাত খেয়ে হনুমান অস্থির হ'য়ে রাবণকে সক্রোধে এক চপেটাঘাত করলেন। রাবণ ক্রোধে হনুমানের বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করল। হনুমান পরাস্ত হলেন। নীল এলেন, কিন্তু রাবণের বাণ খেয়ে অচেতন হ'য়ে পড়লেন। রাবণ তখন লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হ'য়ে ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করলে লক্ষ্মণ আহত হ'য়ে পড়ে গেলেন। রাবণ তাঁকে ধরে তুলতে গেল, কিন্তু পারল না। হনুমান গিয়ে রাবণের বক্ষে মুষ্টি প্রহার করলেন। রাবণ ঘূর্ণিত হ'য়ে পড়ে গেল। হনুমান লক্ষ্মণকে তুলে সত্বর রামের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন রাম স্বয়ং হনুমানের পৃষ্ঠে চড়ে রাবণের সহিত যুদ্ধে এলেন। রামের বাণে রাবণের অশ্ব, সারথি, রথ, শূল, খড়্গ, বিনষ্ট হ'ল, রাবণ অচেতন হ'য়ে পড়ল, তার মাথার কিরীট ভেঙ্গে গেল। তাকে যুদ্ধে অশক্ত বোধে রাম বললেন—"নিশাচররাজ। লঙ্কায় গিয়ে বিশ্রাম কর, পরে আবার যুদ্ধে এস।"*

শিষ্য—রামের হস্তে পরাজিত হ'য়ে রাবণ কী করল?

গুরু— রাবণ পরাজিত হয়ে অনুতাপ করতে লাগল—"আমার তপস্যা বৃথা, দেবদানববিজয়ী হ'য়েও আমি মনুষ্যের নিকট পরাজিত হলাম। সূর্য্যবংশের রাজা **অনরণ্য** অভিশাপ দিয়েছিল যে তার বংশের একজন আমাকে বধ করবে; সেই বোধ হয় রাম। **বেদবতীকে ধর্ষণ** ক'রলে তিনি আমাকে অভিশাপ দেন; তিনিই বোধ হয় সীতা। **উমা, রম্ভা, নন্দীশ্বর, বরুণকন্যা পুঞ্জিকস্থলা**—এঁরা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।" নিতান্ত বিপন্ন বোধ করে রাবণ রাক্ষসগণকে আদেশ দিলেন কুম্ভকর্ণকে জাগাতে। ব্রহ্মার শাপে সে দীর্ঘকাল নিদ্রিত আছে। রাক্ষসের দল নানা প্রকার চেষ্টায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাল।

শিষ্য—কুম্ভকর্ণের এরূপ নিদ্রার কারণ কি?

গুরু—কুম্ভকর্ণ আজন্ম মহাকায়, মহাতেজস্বী ও মহাপরাক্রমশালী; তদুপরি ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়েছিল। সে সহস্র সহস্র প্রাণী ধরে ভক্ষণ করত। কুম্ভকর্ণের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রাঘাতও ব্যর্থ হয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকট গিয়ে কুম্ভকর্ণের

---

* প্রযাহি জানামি রণার্দ্দিতস্ত্বং প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চররাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী চ ধন্বী তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ।।—যুদ্ধ ৫৯।১৪৩

অত্যাচারের কথা নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা তখন তাকে অভিশাপ দিলেন—"কুম্ভকর্ণ! তুমি আমার বরে পরাক্রান্ত হয়ে প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়েছ। সুতরাং, তুমি অদ্য হ'তে মৃতকল্প হয়ে শয়ন করে থাকবে।" রাবণ অনুনয় বিনয় করলে ব্রহ্মা বললেন—"কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থেকে একদিন জেগে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করবে। অকালে নিদ্রাভঙ্গ করলে তার মৃত্যু হবে।"

শিষ্য—জাগ্রৎ হ'য়ে কুম্ভকর্ণ কী করল?

গুরু—কুম্ভকর্ণ জাগ্রৎ হ'লে **যূপাক্ষ** তাকে সমস্ত ঘটনা জানাল। কুম্ভকর্ণ তখনি যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। যূপাক্ষ তাকে প্রথমে রাবণের নিকট নিয়ে গেল।

শিষ্য—রাবণের সহিত কুম্ভকর্ণের কী কথাবার্ত্তা হ'ল?

গুরু—রাবণ কুম্ভকর্ণকে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিল। কুম্ভকর্ণ হিতকর বাক্যে রাবণকে বলল—"(১) **দুষ্কৃতকারিগণের নরকে পতন হয়;** আপনি আপনার পাপ কার্য্যের ফল ভোগ করছেন। (২) প্রথমে কার্য্যের ফলাফল ভাবেন নি, পরেও বলদর্পে ভবিষ্যৎ অনিষ্টের বিষয় চিন্তা করেন নি। (৩) **দেশ কাল বিচার পূর্ব্বক কাজ না করলে তা নিষ্ফল হয়।** (৪) মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করে **যিনি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, তিনিই যথার্থ নীতিজ্ঞ।** (৫) শত্রু জয় করতে হলে প্রথমে স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা কার্য্য স্থির করে পরে হিতৈষী বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করতে হয়। (৬) যারা ধৃষ্টতা বশতঃ অনিষ্টকে ইষ্ট বলে বর্ণনা করে, সেই দুষ্ট মন্ত্রিগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। (৭) **শত্রুকে অবজ্ঞা করে যিনি আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকেন, তাঁর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।**"

শিষ্য—কুম্ভকর্ণের মুখে নীতি কথা শুনে রাবণ কী করল?

গুরু—কুম্ভকর্ণের মুখে উপদেশ শুনে রাবণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল—"গুরুদেবের ন্যায় উপদেশ দেবার জন্য তোমাকে ডাকা হয় নি। বিপদ থেকে উদ্ধার করবার সামর্থ্য যদি তোমার থাকে তবে তাই প্রকাশ কর।"

শিষ্য—রাবণের তিরস্কার বাক্যের উত্তরে কুম্ভকর্ণ কী বলল?

গুরু—কুম্ভকর্ণ শান্তভাবে বলল—"একদা বহু প্রাণী ভোজন করে আমি এক শিলাতলে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আকাশমার্গে যেতে যেতে আমাকে দেখে বললেন—'আমি সুমেরু পর্ব্বতে দেবগণের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত

ছিলাম। সেখানে দেবগণ তোমার ও রাবণের বধের মন্ত্রণা করছিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে বললেন, বরপ্রভাবে অজেয় রাক্ষসদ্বয় নর ও বানরের হাতে মরবে। নারায়ণ নররূপে এবং দেবগণ বানররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন।' রামচন্দ্রই নরদেহে অবতীর্ণ বিষ্ণু। অতএব, সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই আমার মতে ভাল। বিষ্ণু ত্রিভুবনের পূজনীয়। তুমি তাঁকে নমস্কার কর।"

শিষ্য—কুম্ভকর্ণের প্রস্তাবে রাবণ কী বলল?

গুরু—রাবণ বলল, —"কুম্ভকর্ণ! তুমি বিষ্ণুকে ভয় করছ কেন? যখন দেবগণকে পরাজিত ক'রে স্বর্গ জয় করেছিলে, তখন বিষ্ণুকে ভয় কর নি কেন? রামচন্দ্রই যদি সেই বিষ্ণু হয়, তবে ভয় কিসের? আমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জয়ী রাবণ, আমি যদি মানুষকে প্রণাম করে সীতাকে প্রত্যপর্ণ করি, তবে মুখ দেখাব কেমন ক'রে। তুমি যাও, তোমার শয্যায় গমন কর, সুরাপান করে নিদ্রা যাও। আমি জানি—সীতা পৃথিবী থেকে উদ্ভূতা, রাম স্বয়ং নারায়ণ। আমি কাম বা ক্রোধের বশে সীতাকে হরণ করি নি। আমি রামের হাতে নিহত হ'য়ে বিষ্ণুলোকে গমন করতে চাই।"

শিষ্য—রাবণের ক্রোধ ও ক্ষোভপূর্ণ তিরস্কারে কুম্ভকর্ণ কী ক'রল?

গুরু—কুম্ভকর্ণ বলল, "মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একাই যুদ্ধে গিয়ে বানরসৈন্যকে ধ্বংস ও রামলক্ষ্মণকে নিধন করে আসছি।" এই বলে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হ'ল। তার সহিত রাক্ষসসেনাবাহিনীও গেল।

শিষ্য—কুম্ভকর্ণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনে বানরসৈন্যদের অবস্থা কীরূপ হ'ল?

গুরু—কুম্ভকর্ণের বিরাট ভয়াবহ আকৃতি দর্শনে বানরসৈন্যগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে পালাতে লাগল। রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে বিভীষণ বললেন—এ আমার মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। একে দেখে বানরগণ ভয় ব্যূহ ভেঙ্গে পালাচ্ছে। অবিলম্বে বানরসৈন্যদের মাঝে প্রচার করে দেওয়া দরকার যে এটি রাক্ষস নয়, রাক্ষসদের নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র। বিভীষণের পরামর্শে সেই কথা প্রচারিত হ'ল। পলায়িত বানরগণ ফিরে এসে কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ করল।

কুম্ভকর্ণের সাথে যুদ্ধে সুগ্রীব অচেতন হ'য়ে পড়লে, কুম্ভকর্ণ তাকে নিয়ে লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করল। চেতনা পেয়ে সুগ্রীব লাফিয়ে উঠে দুই হস্তদ্বারা কুম্ভকর্ণের

কর্ণদ্বয় এবং দন্তদ্বারা নাসিকা ছেদন করে নিয়ে প্রস্থান করল। কুম্ভকর্ণের ভয়াবহ মূর্ত্তি তখন আরও ভয়াবহ হ'ল। সে এবার রামের সহিত যুদ্ধ শুরু করল। রাম বাণদ্বারা প্রথমে তার হস্তপদ ছেদন করে পরে ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তার শিরচ্ছেদ করলেন।

শিষ্য—কুম্ভকর্ণের পতনের পর রাবণ কি করল? কাকে যুদ্ধে পাঠাল?

গুরু—কুম্ভকর্ণের মৃতুতে রাবণ নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লে তৎপুত্র ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় মহোৎসাহে যুদ্ধে যেতে চাইল। মহোদর ও মহাপার্শ্বের অভিভাবকত্বে তারা যুদ্ধে গেল। উভয় সৈন্যে দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল। অঙ্গদের চপেটাঘাতে নরান্তক, হনুমানের মুষ্টিপ্রহারে দেবান্তক, নীলের নিক্ষিপ্ত পর্ব্বতের আঘাতে মহোদর, হনুমানের চপেটাঘাতে ত্রিশিরা, ঋষভের গদাঘাতে মহাপার্শ্ব নিহত হ'ল।

তখন অতিকায় সমস্ত বানরসেনাপতিকে অস্ত্রাঘাতে পরাজিত করে সগর্ব্বে বলল— আমি রথের উপর ধনুর্ব্বাণ হস্তে রয়েছি, সামান্য জনের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব না। যার শক্তি ও সাহস আছে, সে এসে যুদ্ধ করুক।* লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে অতিকায়ের সাথে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

অতিকায় বললে—"তুমি বালক, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই, ফিরে যাও।"

লক্ষ্মণ বললেন—"শুধু বাক্যে বীরত্ব হয় না। কাজে বিক্রম দেখাও।" ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। পরিশেষে লক্ষ্মণ-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে অতিকায়ের মস্তক দেহচ্যুত হ'ল।

শিষ্য—অতিকায় প্রভৃতির পতনের সংবাদ পেয়ে রাবণ কাকে যুদ্ধে পাঠাল?

গুরু—রাবণকে অত্যন্ত কাতর ও শোকগ্রস্ত দেখে ইন্দ্রজিৎ ব'ললে—আমি থাকতে আপনার চিন্তা কিসের? আমি পুরুষকার ও দৈবকে অবলম্বন করে আজই রামলক্ষ্মণ সহ সমগ্র বানরবাহিনী নিহত করব।

শিষ্য—ইন্দ্রজিৎ কীরূপে যুদ্ধ করল? বানরবাহিনীর কীরূপ অবস্থা হল?

গুরু—ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষে থেকে বিমান হ'তে অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগল। রামলক্ষ্মণ

* রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণির্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।
যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্।।—যুদ্ধ ৭১।৪৫

কিছুই করতে পারলেন না। বানরসৈন্যের মধ্যে অক্ষত কেহ রইল না। স্বয়ং রামলক্ষ্মণও অচেতন হ'য়ে পড়লেন। রাম প্রচার করে দিলেন—সমগ্র বানরসৈন্য যুদ্ধ ত্যাগ করে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়ে থাক। সমস্ত বানরসৈন্য নিহত হয়েছে মনে করে ইন্দ্রজিৎ ফিরে যাবে। সেদিন যুদ্ধে ষাটকোটি বানরসৈন্য হতাহত হয়েছিল। রাত্রিতে মশাল জ্বেলে বিভীষণ ও হনুমান সৈন্যগণের তত্ত্বাবধান করছিলেন। মৃতপ্রায় জাম্ববানের কাছে গেলে তিনি বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হনুমান জীবিত আছে?" বিভীষণ বললেন—"রামলক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?" জাম্ববান বললেন—"হনুমান জীবিত থাকলে আমাদের সৈন্যগণ মৃত হ'লেও বেঁচে উঠবে; আর হনুমান যদি মৃত হন, তবে আমরা জীবিত থাকলেও মৃত।"

শিষ্য—জাম্ববান হনুমানকে কী বললেন? হনুমান কী করলেন?

গুরু—জাম্ববান হনুমানকে বললেন, "বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার পরাক্রম দেখাবার সময় উপস্থিত। যাও, হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত ঔষধি পর্ব্বতে **বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী ও মৃতসঞ্জীবনী**—এই চারি প্রকার ঔষধি আছে; সেই ঔষধি এনে আমাদের বাঁচাও।" হনুমান দেহ স্ফীত করে মহাবিক্রমে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে যাত্রা করলেন। ঔষধি নির্ণয়ে অসমর্থ হনুমান বৃক্ষাদি সহ পর্ব্বত উৎপাটন করে নিয়ে এলেন। সেই ঔষধি প্রভাবে সেই দিন ও তৎপূর্ব্বে মৃত এবং আহত সমগ্র বানরগণ বেঁচে উঠল। বানর সৈন্যের জয়নাদে আকাশ প্রকম্পিত হ'ল।

শিষ্য—তা হলে সেই দিনে ও তৎপূর্ব্বে হতাহত রাক্ষস সৈন্যগণ বেঁচে উঠল না কেন?

গুরু—কারণ যেদিন থেকে লঙ্কায় রাক্ষস ও বানরের যুদ্ধ চলছিল, সেদিন থেকে যত রাক্ষস বানরের হাতে নিহত বা আহত হয়েছিল, তাদের সকলকেই রাক্ষস রাবণের আজ্ঞায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, পাছে কেউ গণনা করে।*

---

* যদা প্রভৃতি লঙ্কায়াং যুধ্যন্তে হরিরাক্ষসা।
তদা প্রভৃতি মানার্থমাজ্ঞয়া রাবণস্য চ।।—যুদ্ধ ৭৪।৭৫
যে হন্যন্তে রণে তত্র রাক্ষসাঃ কপিকুঞ্জরৈঃ।
হতাহতাস্ত্ব ক্ষিপ্যন্তে সর্ব্ব এব তু সাগরে।।—৭৪।৭৬

শিষ্য—রাম সৈন্যবাহিনী সহ বেঁচে উঠেছেন সংবাদ পেয়ে রাবণ কী করল?

গুরু—রাবণ অবসাদে ভেঙ্গে পড়ল—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।" দুশ্চিন্তায় লঙ্কার দ্বার বন্ধ ক'রে বিশ্রাম চাইল।

শিষ্য—রাম তথা বানর সৈন্য তখন কী করল?

গুরু—নগরের দ্বার রুদ্ধ করে রাবণ যুদ্ধ বন্ধ করেছে দেখে রাম বানরবাহিনীকে আদেশ দিলেন—"লঙ্কাপুরীকে অগ্নিদগ্ধ কর।" সূর্য্যাস্তের পর মশাল হস্তে বানরগণ দলে দলে লঙ্কায় প্রবেশ করে সর্ব্বত্র আগুন লাগিয়ে দিল। লঙ্কার গৃহ, আসবাব, ঐশ্বর্য্য পুড়ে ছারখার হ'ল। স্ত্রী পুত্র নিয়ে যে রাক্ষসগণ পালাতে চায়, তাদের বধ করা হ'তে লাগল। রামলক্ষ্মণ ধনুকে টঙ্কার দিতে লাগলেন।

শিষ্য—লঙ্কা দগ্ধ হ'তে থাকলে রাবণ কী করল?

গুরু—রাবণ দেখল যুদ্ধ বন্ধ করেও নিষ্কৃতি নেই, তখন **কুম্ভ** ও **নিকুম্ভকে** যুদ্ধে পাঠাল; সঙ্গে গেল **যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, কম্পন** এবং বহু সশস্ত্র রাক্ষস। অঙ্গদের হস্তে কম্পন ও প্রজঙ্ঘ, দ্বিবিদের হাতে শোণিতাক্ষ ও মৈন্দের হাতে যূপাক্ষ নিহত হ'ল।

তেজস্বী কুম্ভ রাক্ষস সৈন্যবাহিনীকে আশ্বাস দিয়ে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। পরিশেষে সুগ্রীবের মুষ্টিপ্রহারে তার বক্ষঃ বিদীর্ণ হ'ল। ভ্রাতাকে নিহত দেখে মহাক্রোধে নিকুম্ভ হনুমানকে আক্রমণ করল। হনুমানকে ধরে নিকুম্ভ লঙ্কার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন হনুমান তাকে ভূতলে ফেলে বুকের উপর বসে দু'হাতে পাক দিয়ে তার স্কন্ধ থেকে মুণ্ড উৎপাটিত করলেন।

অতঃপর মকরাক্ষ যুদ্ধে এসে রামের হস্তে নিহত হ'ল।

শিষ্য—অতঃপর রাবণ কী করল? কাকে যুদ্ধে পাঠাল?

গুরু—রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে ইন্দ্রজিতকে আদেশ দিলেন দৃশ্য বা অদৃশ্য যে কোনো প্রকার যুদ্ধে হোক, তুমি রামলক্ষ্মণকে বধ করে এস। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে অদৃশ্য থেকে বাণ বর্ষণ করতে থাকল। রামলক্ষ্মণও বাণবর্ষণ লক্ষ্য করে শরক্ষেপ করতে লাগলেন। বানরসৈন্য সহ রামলক্ষ্মণ ক্ষতবিক্ষত হলেন। এর মধ্যে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কায় ফিরে গিয়ে সীতার এক প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করিয়ে নিয়ে এল; হনুমান প্রমুখ

বানরসেনাগণের সামনে মায়াসীতার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শিরচ্ছেদ করল। মায়াসীতা 'হা রাম' 'হা লক্ষ্মণ' বলে আর্তনাদ করে উঠল। বানরসৈন্য হতাশ হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করল। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ফিরে গেল।

শিষ্য—মায়াসীতা বধের সংবাদ পেয়ে রামলক্ষ্মণ কী করলেন?

গুরু—সীতা হত হয়েছেন শুনে রাম অচেতন হ'য়ে ভূতলে পড়ে গেলেন; লক্ষ্মণ তাঁকে আলিঙ্গন করে শোকাকুল চিত্তে ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগলেন— "আর্য্য! আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, কিন্তু ধর্ম্ম তো আপনাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করতে পারছে না! ইন্দ্রজিৎ আজ যে দুঃখ দিয়েছে আমি পৌরুষ দ্বারা তা খণ্ডন করব, আপনি উঠুন।"

এমন সময়ে বিভীষণ এসে রামলক্ষ্মণের শোকাকুল অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে?" লক্ষ্মণ তাঁকে ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক সীতাবধের সংবাদ জানালেন। বিভীষণ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—রাবণ কখনো সীতাকে বধ করতে দেবে না। ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা বধ করেছে। তার উদ্দেশ্য এর দ্বারা আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চেষ্ট করে রেখে নিকুম্ভিলায় গিয়ে যুদ্ধের আয়োজন করা। তাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে সে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে। লক্ষ্মণকে নিয়ে এখনি আমি সসৈন্য নিকুম্ভিলা আক্রমণ করে ধ্বংস করব এবং ইন্দ্রজিৎকে বধ করব।

বিভীষণের কথায় রাম আশ্বস্ত হ'য়ে সসৈন্য নিকম্ভিলা আক্রমণের জন্য লক্ষ্মণকে অনুমতি দিলেন। সহস্র সহস্র বানরসৈন্য, হনুমান, জাম্ববান, বিভীষণ ও তার চার জন অমাত্য সহ লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা আক্রমণ করলেন। রাক্ষসসৈন্যগণকে পরাজিত করে বানরবাহিনী নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করল। বিভীষণ লক্ষ্মণকে এক মহাবনে নিয়ে গিয়ে বললেন—"এই স্থান থেকে ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধে যাত্রা করে; সে এখনো এখানে আসে নি; এই অবসরে তাকে হত্যা কর।"

শিষ্য—ইন্দ্রজিৎ বধ কীরূপে হ'ল?

গুরু—বিভীষণের আদেশে হনুমান প্রমুখ বানরবাহিনী নিকুম্ভিলা ধ্বংস করতে লাগল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হ'তে থাকল। বিভীষণকে দেখে ইন্দ্রজিৎ নিন্দা করতে লাগল। বিভীষণ বললেন—রক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমি সত্ত্বগুণযুক্ত; পরস্বাপহারী, পরস্ত্রীধর্ষকগণকে আমি প্রজ্জ্বলিত গৃহের

ন্যায় পরিত্যাগ করেছি। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলল। বিভীষণ বললেন—"ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য, তাকে বধ করা আমার অনুচিৎ। কিন্তু, সমস্ত স্নেহ পরিত্যাগ করে আমি তাকে বধ করতে চাই। আমার চক্ষু অশ্রু-পূর্ণ হচ্ছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিনে। লক্ষ্মণ! তুমি তাকে বধ কর।"* সূর্য্যাস্তের পরেও যুদ্ধ চলল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সারথি, রথ, অশ্ব বিনষ্ট করে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে বললেন, "যদি দশরথপুত্র রাম ধর্ম্মাত্মা, সত্যসন্ধ এবং পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তবে রাবণপুত্রকে সংহার কর। ইন্দ্রজিতের মস্তক দেহচ্যুত হ'ল। জয়ধ্বনি করতে করতে বানরবাহিনী ফিরে এল।

শিষ্য—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারটা কী? সেখানে ইন্দ্রজিৎ কী করত? সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন করে এলে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য যুদ্ধে অজেয় হ'ত কেন?

গুরু—রাবণের যেমন হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি—চতুরঙ্গ সৈন্য ছিল, তেমনি বৈমানিক যুদ্ধবাহিনীও ছিল। ইন্দ্রজিৎ ছিল বিমানবাহিনীর অধিনায়ক; নিকুম্ভিলা ছিল বিমান ও বৈমানিক যুদ্ধাস্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা ও বিমানবন্দর। বিভীষণের মন্ত্রণায় লক্ষ্মণ বানরবাহিনী নিয়ে সেই নিকুম্ভিলাকে ধ্বংস করায় ইন্দ্রজিৎকে সহজে বধ করা সম্ভব হয়েছিল। কাব্যে নিকুম্ভিলাকে যজ্ঞশালা-রূপে সরস রূপকে বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারতীয় যুগে দুর্দ্ধর্ষ শাল্বকে বধ করবার জন্য নারদের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণ তার বিমান নির্ম্মাণের কারখানা সৌভপুরী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন। এ যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারকে ও তার জার্ম্মাণ বাহিনীকে ধ্বংস করবার জন্য তার বিমান ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলিকে বিধ্বস্ত করতে হয়েছিল।

শিষ্য—বিভীষণ শত্রুপক্ষে যোগদান করে লঙ্কা ও আত্মীয়-স্বজনকে ধ্বংস করলেন। তিনি দেশদ্রোহী, স্বজনদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, বলে নিন্দিত হবেন না কেন? ধার্ম্মিক বলে সম্মানিত তিনি কেন হবেন? লঙ্কার রাজপদের লোভেই কি তিনি এত অন্যায় করেন নি?

---

* হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।
তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি ॥ যুদ্ধ ৮৯।১৪
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥—যুদ্ধ ৯০।৬৯

গুরু—দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি, রাষ্ট্রানুগত্য—সবই ধর্ম্মের অঙ্গ; কিন্তু ধর্ম্মের, মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, সেবা, সর্ব্বভূত,-হিতৈষণা ইত্যাদি ধর্ম্মের সার বস্তুকে পরিত্যাগ করে খোসাভুষিকে আক্‌ড়ে ধরে রাখা যথার্থ ধার্ম্মিকতা নয়। বিভীষণের দেশ লঙ্কারাজ্য, তার জাতি রাক্ষস জাতি, তার রাষ্ট্র রাবণের রাষ্ট্র—এ সমস্তই ছিল তখন সমগ্র বিশ্বের আতঙ্কজনক। শুধু তাও নয়; সেই দেশ, সেই জাতি, সেই রাষ্ট্র— অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার, অত্যাচারের লীলানিকেতন রূপে সমগ্র জগতে পাপের প্লাবন বিস্তার করেছিল। রাম সেই অধর্মরাষ্ট্রের সমূল উচ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও শান্তির রাষ্ট্র গড়তে উদ্যত। তাই বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করেন। অবশ্য রাবণের অন্যায় অত্যাচার চিরকালই বিভীষণের পীড়াদায়ক ও অসহনীয় ছিল। বিভীষণ লঙ্কার রাজ্য চেয়েছিলেন; কিন্তু স্বার্থের জন্য, রাজৈশ্বর্য্য ভোগসুখের জন্য নয়; পরন্তু প্রজার কল্যাণের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের ও শান্তির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য।

শিষ্য—ইন্দ্রজিতের নিধন সংবাদে রাবণের কী অবস্থা হ'ল? সে তখন কী করল?

গুরু—শেষ অবলম্বন ইন্দ্রজিৎ নিহত হয়েছে শুনে রাবণ শোকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে আর্তনাদ ও বিলাপ করতে লাগল। রাবণ স্বভাবতঃ ক্রোধপ্রবণ; পুত্রশোকে এখন তার ক্রোধ শতগুণ প্রজ্জ্বলিত হ'ল। রাবণ বললে—আমি তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে অজেয়। ব্রহ্মাপ্রদত্ত অক্ষয় কবচ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে আমি যুদ্ধে যাব। এই বলে রাবণ খড়্গা নিয়ে অশোকবনে দ্রুত গেল। রাবণকে দেখে সীতা ভীতিগ্রস্তা হলেন। রাবণ কারো নিষেধ মানছিল না। পরিশেষে সুপার্শ্ব নামক এক অমাত্যের যুক্তিসঙ্গত সান্ত্বনাবাক্যে রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হ'ল।

রাবণ মহাক্রোধে বহু কোটি রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, পদাতি নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করল। রামের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ রাবণের ধ্বজ, ধনু ও সারথি বিনষ্ট করলেন; বিভীষণ পদাঘাতে অশ্বগুলি বধ করলেন। রাবণ বিভীষণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করল; লক্ষ্মণ তাহা কেটে ফেললেন। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি ময়দানব-প্রদত্ত মহাশক্তি নিক্ষেপ করল, লক্ষ্মণ আহত হ'য়ে পড়ে গেলেন। সুগ্রীব ও হনুমানের উপর রক্ষার ভার দিয়ে রাম রাবণকে অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত করলেন। রাবণ পলায়ন করল।

রাম লক্ষ্মণকে কোলে করে কাঁদতে লাগলেন—"দেশে দেশে পত্নী পাওয়া যায়, দেশে দেশে বন্ধুও মেলে; কিন্তু এমন দেশ দেখি না যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়। লক্ষ্মণকে হারিয়ে আমার রাজ্যে কী প্রয়োজন?"* সুষেণ রামকে আশ্বাস দিলেন—"লক্ষ্মণ মরেন নি।" সুষেণের আদেশে হনুমান পুনরায় গিয়ে চারি প্রকার ঔষধি নিয়ে এল। লক্ষ্মণ বেঁচে উঠলেন।

শিষ্য—হনুমান ঔষধি আনতে গেলে রাবণ তাকে বাধা দিবার ও তার বধের কী উপায় করেছিলেন?

গুরু—রাবণ কালনেমী নামক এক রাক্ষসকে ডেকে বলল, যদি হনুমানকে বধ করে আসতে পার তবে অর্দ্ধলঙ্কার অধিকারী হবে। মহানন্দে কালনেমী গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকট আশ্রম করে তপস্বী সেজে বসে রইল। হনুমানকে দেখে বললে—স্নান করে এসে ফলমূল খেয়ে সুস্থ হও। হনুমান স্নান করতে গেলে এক বিরাট কুম্ভিরিণী এসে তাকে ধরল। হনুমান তাকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে বধ করলেন। সে শাপমুক্ত হ'য়ে যাবার সময়ে বলে গেল—"আমি গন্ধকালী নাম্নী গন্ধর্ব্ব কন্যা; শাপ-বশে কুম্ভিরিণী হয়েছিলাম। রামভক্তের হাতে মরে মুক্ত হলাম।" তারপর হনুমান এসে কালনেমীকে বধ করে লঙ্কায় রাবণের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাবণের ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল।

শিষ্য—ঔষধ আনবার সময়ে ভরতের সহিত হনুমানের দেখা হয়েছিল নাকি?

গুরু—হনুমান ঔষধিপর্ব্বত মাথায় ক'রে আনার সময়ে অযোধ্যার নন্দীগ্রামের উপর দিয়ে যখন আসেন, তখন ভরত শত্রু মনে করে গুলি মারেন। হনুমানের পায়ে গুলি লাগে। হনুমান পড়ে গেলেন। আহত হনুমান ভরতের নিকট সীতাহরণ থেকে লক্ষ্মণের শক্তিশেল বৃত্তান্ত বললেন। ভরত দুঃখিত হ'য়ে হনুমানকে একটু সুস্থ করে আকাশে উঠিয়ে দিলেন। হনুমান লঙ্কায় চলে গেলেন।

শিষ্য—কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের যুদ্ধের কথা আছে; মূল রামায়ণে তা নেই কেন?

---

* দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং নপশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।।—যুদ্ধ ১০১।১৫
কিং নু রাজ্যেন দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণেন বিনা মম।—যুদ্ধ ১০১।১৬

গুরু—বাল্মীকি রামায়ণে তরণীসেনের কথা নেই। বিভীষণের পুত্র নিশ্চয়ই ছিল। কারণ রামের নিকট এসে তিনি বলেছিলেন—"আমি স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করে তোমাকে শরণ নিলাম।" তাঁর এক বা একাধিক পুত্র হয়তো ছিল। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ নাম করা বীর ছিল না। অথবা বিভীষণের পুত্র বলে রাবণ সন্দেহ করে তাদের কাউকে যুদ্ধে পাঠায়নি। কিন্তু, কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখা যায় যে বিভীষণের পুত্র তরণীসেন যেমন বীর ছিল, তেমনি ভক্ত ছিল। রাবণের আজ্ঞায় রামের হস্তে নিহত হ'য়ে সদ্‌গতি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সে যুদ্ধ করেছিল।

শিষ্য—লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হবার পরে রামের নিকট পরাজিত হয়ে রাবণ লঙ্কায় ফিরে গিয়ে কী করল?

গুরু—বিশ্রামান্তে রাবণ কিছুক্ষণ পরে আবার রণক্ষেত্রে এসে রামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করল। রাবণ রথে এবং রাম ভূতলে—এরূপ অসমান যুদ্ধ দেখে দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি সহ স্বীয় রথখানা রামের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। রাম সেই রথে চেপে যুদ্ধ করলেন। রামরাবণে অদ্ভুত রোমহর্ষণকর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। উভয়ে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অস্ত্র ব্যবহার করলেন। রাবণ এক সময়ে রামকে শরে পীড়িত করে ইন্দ্ররথের অশ্বগুলিকে বধ করল। দেবগণ বললেন—রামের জয় হোক; অসুরগণ বললে রাবণের জয় হোক। রাম রাবণের দুষ্কার্য্যের বিষয় স্মরণ করে দ্বিগুণ উত্তেজিত হলেন। তাঁর বীর্য্য, ক্ষিপ্রতা ও অস্ত্রবল দ্বিগুণিত হ'ল। রাবণ ক্রমে অবসন্ন, দুর্ব্বল ও অচেতন হ'য়ে পড়লে, তার সারথি রথ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে সরে গেল। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করে রাবণ পুনরায় যুদ্ধে এল।

মহর্ষি অগস্ত্য যুদ্ধ দেখতে এসেছিলেন। তিনি রামকে আদিত্যহৃদয় স্তোত্র শিখিয়ে বললেন— "তিন বার এই মন্ত্র জপ করলে তুমি জয়লাভ করবে।" অগস্ত্যের উপদেশে রাম আচমন করে সূর্য্যের উদ্দেশে তিন বার জপ করলেন। তৎপরে রামরাবণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। রাম পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে রাবণের মস্তক কেটে ফেলতে লাগলেন; পুনঃ পুনঃ রাবণের স্কন্ধে নূতন নূতন মস্তক উৎপন্ন হ'তে লাগল। তখন মাতলির পরামর্শে রাম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তা রাবণের হৃদয় ভেদ করল। রাবণ প্রাণহীন হ'য়ে পতিত হ'ল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসসেনা পালিয়ে গেল।

শিষ্য—রাবণের কি দশটা মাথা বিশ্বাস্য? মাথা কেটে ফেললে নূতন নূতন মাথা গজাতে লাগল—একি বিশ্বাসযোগ্য?

গুরু—আজকাল তো দুতিনটা মাথা বা চারটা হাত নিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করছে দেখা ও শুনা যায়; সে হিসাবে দশটা মাথা ও কুড়িখানা হাত রাবণের ছিল—বিশ্বাস করতে বাধা কি? যদি বিশ্বাস না হয়, তবে ধরে নাও যে রাবণের বহুবিধ ও বহুমুখী শক্তি ও প্রতিভা ছিল; বহুদিকে তার শক্তি প্রকাশ পেত; একাই বিশ জনরে সমান হ'য়ে বহুর সহিত যুদ্ধ করত। রামের বাণে পুনঃ পুনঃ আহত, অচেতন ও মৃতপ্রায় হয়েও পুনঃ পুনঃ উঠে যুদ্ধ করছিল; এই সব কথাই কাব্যে সরস রূপকে বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্য—রাবণের মৃত্যুবাণ নাকি রাবণের হাতে ছিল? সেই বাণেই নাকি রাবণের মৃত্যু হয়েছিল?

গুরু—বাল্মীকি রামায়ণে তা নেই বটে, তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। রাবণ কিছুতেই মরে না দেখে বিভীষণ মন্ত্রণা দেন—ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুবাণ রাবণের গৃহেই আছে। রাণী মন্দোদরী ছাড়া কেউ তা জানে না। সেই মৃত্যুবাণ গোপনে ছলনা ক'রে হস্তগত করতে হবে। হনুমান গ্রহবিপ্রের ছদ্মবেশে রাবণের অন্তঃপুরে গিয়ে রাণী মন্দোদরীকে নানা কথায় ভুলিয়ে স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে লুক্কায়িত মৃত্যুবাণ নিয়ে আসেন।

শিষ্য—রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করেছিলেন। সেই থেকেই নাকি অকাল বোধন ও শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়েছে?

গুরু—পুরাণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার কথা আছে; কিন্তু, বাল্মীকি রামায়ণে নেই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে তিনি আদিত্যহৃদয় স্তোত্র দ্বারা সূর্য্যের উপাসনা করেছিলেন।

শিষ্য—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কীরূপ বিবরণ আছে?

গুরু—রাবণ মহাশক্তি জগজ্জননী দুর্গার আশ্রিত হওয়ায় অজেয় ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রামরাবণের যুদ্ধের সময়ে রাম দেখলেন রাবণ দুর্গার কোলে বসে রয়েছে। রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব দেখে রামচন্দ্র দেবী দুর্গার প্রসন্নতা কামনায় তাঁর পূজার সঙ্কল্প করলেন। অষ্টোত্তর সহস্র দুর্লভ নীল পদ্ম দিয়ে তিনি পূজা করবেন স্থির করলেন। তাঁর আজ্ঞায় হনুমান অতি দুর্গম স্থান হ'তে নীলপদ্ম নিয়ে এলেন। রাম পূজা করতে করতে দেখলেন একটি পদ্ম কম। তখন স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ

করবার জন্য নিজের চক্ষু উৎপাটন করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে ধনুর্ব্বাণ হাতে নিলেন। তৎক্ষণাৎ দেবী প্রসন্না হ'য়ে তাঁর হস্তধারণ পূর্ব্বক বিজয়াশীর্ব্বাদ দিলেন। মহাশক্তি দুর্গা রাবণকে পরিত্যাগ করে রামকে আশ্রয় করলেন। রাবণ বধ হ'ল

শিষ্য—রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের হাতে ছিল; দেবী দুর্গা পূজায় প্রসন্না হ'য়ে রাবণকে পরিত্যাগ করে রামকে আশ্রয় দিলেন—এই দুইটি কাহিনীর প্রকৃত তাৎপর্য্য কী?

গুরু—(ক) রাবণ কঠোর ইন্দ্রিয়সংযম ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিশ্বজয়ী শক্তির অধিকারী হয়েছিল। সেই শক্তি ধীরে ধীরে কালক্রমে নষ্ট হয়েছিল দুটি কারণে। (১) শক্তি মদমত্ততায় আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যকামনায় জগতে অত্যাচারের স্রোত চালিয়ে দেওয়ায়, (২) ইন্দ্রিয়াসক্তি ও বিলাসব্যসনে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ায়। এই ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রেরণায় সীতাহরণ;আর শক্তি-মদমত্ততায় বিভীষণাদির হিতবাণী অগ্রাহ্য করে রামের সহিত যুদ্ধবরণ। এই দুইটিই লঙ্কার পতন ও রাক্ষসবংশ সহ রাবণের নিধনের কারণ। এই দুটি কারণই রাবণের নিজ নিজ কৃতকর্ম্মের ফল। সুতরাং, বলতে বাধা কি যে রাবণের মৃত্যুবরণ রাবণের কাছেই ছিল।

(খ) রাবণ আধিপত্য বিস্তার ও অত্যাচার অনাচারের দ্বারা জগতের সকলকে তার শত্রু ক'রে তুলেছিল। এমন কি, তার সহোদর ভ্রাতা বিভীষণও তার বিপক্ষে গেল। মহাশক্তি দুর্গা বিশ্বের সকল প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্তা। সকলের সহিত প্রীতি ও কল্যাণে যুক্ত হ'য়ে থাকলে; সেই সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তির আশ্রয়ে থাকা হ'ল। পক্ষান্তরে সকলের বিরোধিতা ও শত্রুতায় মহাশক্তির সহিত হয় বিচ্ছেদ। রাবণ একদা তপস্যার প্রভাবে মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করে মহাশক্তিশালী হয়েছিল বটে; কিন্তু পরে ভোগসুখ, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যকামনায় অত্যাচারে ও অনাচারের ফলে সকলকে শত্রু করে তোলায় মহাশক্তির কৃপা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তাঁর আশ্রয়চ্যুত হ'ল।

রামচন্দ্র ধর্মনিষ্ঠ, সর্ব্বভূতের হিতকারী ও আশ্রয়দাতা। পাপীর দণ্ডদাতা রূপে স্নেহ-করুণার গুণে সকলের সঙ্গে যুক্ত হলেন; অনার্য্যজনতা, বানর, ভল্লুক, পক্ষী প্রভৃতি সকলকে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করে মহাশক্তির সৃষ্টি করলেন। সেই সঙ্ঘবদ্ধ গণশক্তির নিকট রাবণের বিরাট বৈজ্ঞানিক সমরশক্তি পর্য্যুদস্ত হ'ল।

মহাশক্তি দুর্গা রাবণকে পরিত্যাগ করে রামকে আশ্রয় করলেন—এ যেমন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সত্য, তেমনি আধিভৌতিক বিচারেও প্রত্যক্ষ।

শিষ্য—রাবণ বধের পরে কী ঘটল?

গুরু—রাবণের মৃত্যুতে লঙ্কা বীরশূন্য হ'ল; তার পক্ষের আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। সংবাদ পেয়ে রাবণের পত্নীগণ পুরী হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে রণভূমিতে এসে ক্রন্দন ও বিলাপ করতে লাগল; বিভীষণও ভ্রাতৃশোকে বিলাপ করলেন। রাম বিভীষণকে বললেন—"তুমি স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দাও, ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি সৎকার কর।" বিভীষণ বললেন—"ইনি গুরুজন বটে; কিন্তু অধার্ম্মিক ও অনাচারী বলে পূজনীয় নন, আমি এর সৎকার করতে পারি না।" রাম বললেন, "রাবণ অধর্ম্মাচারী, কিন্তু মহাবল, মহাতেজস্বী, দেবগণেরও অজেয় ছিল। এর মরণে আমাদের বৈর ভাবের অবসান হ'ল। তুমি ধর্ম্মানুসারে এর সৎকার কর।" বিভীষণ সম্মত হ'য়ে রাবণের অগ্নিসৎকার ও তর্পণ করলেন।

শিষ্য—রাবণের মৃত্যুতে রাম কাকে লঙ্কার রাজত্ব দিলেন?

গুরু—রাবণের সৎকারাদি সমাপনান্তে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—এখন তুমি বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত কর। লক্ষ্মণ স্বর্ণকলসে সমুদ্রজল এনে, সিংহাসনে বসিয়ে বিভীষণের যথারীতি অভিষেক করলেন। লঙ্কার পৌরজন আনন্দিত হ'য়ে বিবিধ উপহার দিয়ে বিভীষণকে অভিনন্দন জানাল।

শিষ্য—সীতাকে কে যুদ্ধজয়ের সংবাদ দিল?

গুরু—বিভীষণের অভিষেকের পর রাম বিভীষণের অনুমতি নিয়ে হনুমানকে অশোক বনে গিয়ে সীতাকে রাবণ বধের সংবাদ দিতে আদেশ করলেন। হনুমান সীতাকে এই সংবাদ দিলে অতি হর্ষে সীতার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হল না। হনুমান বললেন—"দেবি! কী চিন্তা করছ?" সীতা বললেন, "মহাবীর! পৃথিবীতে এমন কোনো ধনরত্ন দেখিনা যা দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করতে পারি। ত্রিলোকের রাজ্যও তোমার যোগ্য পুরস্কার নয়।" হনুমান বললেন—"দেরি! তোমার পতিব্রতার মুখেই এমন স্নেহময় বাক্য শোভা পায়!"

তারপর হনুমান সীতার প্রতি তর্জ্জনকারিণী রাক্ষসীগণকে শাস্তি দিবার জন্য সীতার অনুমতি চাইলেন। সীতা বললেন—"এরা রাজার আশ্রিতা ও বশীভূতা

দাসী মাত্র। আমি ভাগ্যদোষে দুঃখ পেয়েছি। আমি এদের ক্ষমা করছি। পরের আদেশে যারা পাপ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাদের উপর প্রতিশোধ নেন না।"* সীতার অনুমতি নিয়ে হনুমান রামের নিকট গেলেন।

শিষ্য—হনুমান ফিরে এলে রাম কী বললেন ও করলেন?

গুরু—হনুমান এসে বললেন, "তোমার বিজয়সংবাদ শুনে দেবী আকুল নয়নে আমাকে বলেছেন—আমি ভর্ত্তাকে দেখতে ইচ্ছা করি।" হনুমানের কথা শুনে রাম সহসা চিন্তান্বিত হলেন; তাঁর চক্ষু সজল হ'ল; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিভীষণকে বললেন—"তুমি সীতাকে স্নান করিয়ে অঙ্গরাগ ও বসনভূষণে সজ্জিতা করে নিয়ে এস।" বিভীষণ সীতাকে গিয়ে রামের আজ্ঞা জানালেন। সীতা বললেন,আমি এই অবস্থাতেই রামের কাছে যেতে যাই। কিন্তু বিভীষণ বললেন—"তোমার ভর্ত্তা যেরূপ বলেছেন, তেমনি করা উচিত।" তখন সীতা স্নান করে ও বেশভূষায় সজ্জিতা হ'য়ে শিবিকায় আরোহণ করে চললেন। সীতা এসেছেন শুনে রাম যুগপৎহর্ষ, রোষ ও দৈন্য অনুভব করলেন। দর্শনোৎসুক রাক্ষস ও বানরগণকে সরিয়ে শিবিকার জন্য পথ করা হচ্ছে দেখে, রাম রুষ্ট হ'য়ে বিভীষণকে বললেন—"তুমি কেন আমার মত না নিয়ে এই সকল লোককে কষ্ট দিচ্ছ? এদের উদ্বিগ্ন ক'রো না, এরা আমার স্বজন। **গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, লোকাপসারণ—এই সব রাজকীয় আড়ম্বর নারীদের আবরণ নয়, চরিত্রই নারীর যথার্থ আবরণ।** বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহে নারীদের দর্শন দূষণীয় নহে।** শিবিকা ত্যাগ ক'রে সীতা পদব্রজে আসুন। তাঁর জন্য যারা প্রাণকে পণ রেখে যুদ্ধ করেছে, সেই বানরভল্লুকগণ সীতাকে দেখুক।" রামের কথায় লক্ষ্মণ, সুগ্রীব হনুমান ব্যথিত হলেন। লজ্জায় যেন নিজ দেহে লীন হ'য়ে রামের নিকটে এসে সীতা বিস্ময়ে, হর্ষে, স্নেহে পতিমুখ নিরীক্ষণ করলেন।

---

* ন পরঃ পাপমাদত্তে পরেষাং পাপকর্ম্মণাম্।
সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্র্যভূষণাঃ ।।—যুদ্ধ ১১৩।৪৪

** ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি, ন প্রাকারস্তিরস্ক্রিয়া।
নেদৃশা রাজসৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়াঃ ।।—যুদ্ধ ১১৪।২৭
ব্যসনেষু চ কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়াঃ ।।—যুদ্ধ ১১৪।২৮

শিষ্য—সীতা সামনে এলে রাম তাঁকে কী বললেন?

গুরু—রাম সীতাকে বললেন—"আমি শত্রুজয় করে তোমাকে উদ্ধার করেছি। আমার ক্রোধ, শত্রুকৃত অপমানের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা বিদূরিত ও প্রতিপালিত হয়েছে। আজ হনুমান, সুগ্রীব ও বিভীষণের পরিশ্রম সার্থক হ'ল। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম তোমার জন্য করা হয় নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্ব্বত্র অপবাদ খণ্ডন ও আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্য এই কার্য্য করেছি। রাবণের অঙ্কে তুমি নিপীড়িতা হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি আমি তোমাকে পুনঃগ্রহণ করি, তবে কী করে আমার মহৎ বংশের পরিচয় দেব? তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। তোমার যা অভিরুচি তা কর।"*

শিষ্য—রামের নিষ্ঠুর প্রত্যাখানে সীতা কী বললেন ও করলেন?

গুরু—বহুলোকের সম্মুখে এই মর্ম্মচ্ছেদী অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনে সীতা লজ্জায় যেন নিজ শরীরের মধ্যে প্রবিষ্টা হলেন। তিনি অশ্রুজল মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"নীচ লোক যেমন নীচ স্ত্রীলোককে বলে, তুমি আমাকে সেরূপ কথা কেন বলছ? হনুমানকে যখন লঙ্কায় পাঠিয়েছিলে, তখন আমাকে বর্জ্জনের কথা জানাওনি কেন? আমি তখনই প্রাণত্যাগ করতাম, তোমাকে অনর্থক কষ্ট করতে হ'ত না। পরাধীন, বিবশ অবস্থায় রাবণ আমার গাত্র স্পর্শ করেছিল, সে দোষ কি আমার ইচ্ছাকৃত? আমার অধীন যে হৃদয় তা তো তোমারই ছিল। শরীর যখন পরের কবলে, তখন আমি কী করতে পারি? তুমি চরিত্রজ্ঞ, কিন্তু আমার মহৎ চরিত্রের সম্মান করলে না। আমার ভক্তি, চরিত্র সবই ঠেলে ফেললে!"**

শিষ্য—রাম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা সীতা কী করলেন?

---

* রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্ মহৎ।।—যুদ্ধ ১১৫।২০
নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি।।—যুদ্ধ ১১৫।২১

** মদধীনং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী।।—যুদ্ধ ১১৬।৯
মম বৃত্তং চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্।—যুদ্ধ ১১৬।১৫
মম ভক্তিশ্চ শীলং চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।।—যুদ্ধ ১১৬।১৬

গুরু—সীতা সরোদনে লক্ষ্মণকে বললেন—"তুমি আমার চিতা প্রস্তুত কর; স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা আমি অগ্নি প্রবেশে প্রাণ বিসর্জ্জন করব।" লক্ষ্মণ সরোষে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁর ইঙ্গিত বুঝে চিতা রচনা করে দিলেন। রামের কঠোর রুদ্র মূর্ত্তির সম্মুখে কেউ কোনো কথা বলতে অনুনয় করতে সাহসী হল না। সীতা রামকে প্রদক্ষিণ করে, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে যুক্তকরে অগ্নিদেবকে বললেন—যদি আমার হৃদয় রাঘবের প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, ইনি যাকে দুষ্টা মনে করছেন, সেই আমি যদি শুদ্ধচরিত্রা হই, তবে অগ্নিদেব আমাকে রক্ষা করুন। এই বলে নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

আবালবৃদ্ধ সকলে আকুল হ'য়ে দেখলে—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কাঞ্চনভূষণা সীতা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন। নারীগণ আর্তস্বরে কাঁদতে লাগল; রাক্ষস, বানর, ভল্লুকগণ মহারবে হাহাকার করে উঠল। সীতা কিন্তু দগ্ধা হলেন না। অগ্নিদেব তাঁকে কোলে করে এনে রামকে বললেন—ইনি কায়মনোবাক্যে শুদ্ধা; একে গ্রহণ কর।

শিষ্য—রাম তখন কী করলেন?

গুরু—রাম হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বললেন—সীতা অনন্যহৃদয়া, নিজের তেজেই রক্ষিতা। নিজের কীর্ত্তির ন্যায় সীতাকেও আমি ত্যাগ করতে পারি না। রামসীতার এই মিলনের শুভক্ষণে দেবগণ, পিতৃগণ সকলে উপস্থিত হ'য়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। দশরথ এসে রামকে আলিঙ্গন করে বললেন—"তোমার বিরহে স্বর্গও আমার সুখকর হয়নি। আমি দেবগণের কাছে জেনেছি—তুমি পুরুষোত্তম, রাবণবধের জন্য এসেছ।"

শিষ্য—রাম দশরথকে কী বললেন?

গুরু—রাম পিতাকে বললেন—"ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হন। আপনি কৈকেয়ীকে বলেছিলেন—পুত্র সমেত তোমায় ত্যাগ করলাম। এই অভিশাপ যেন তাঁদের স্পর্শ না করে।" দশরথ প্রসন্ন হলেন।

শিষ্য—দশরথ লক্ষ্মণকে কী বললেন?

গুরু—লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে দশরথ বললেন—"বৎস! রাম প্রসন্ন থাকলে তোমার ধর্ম্ম, যশঃ ও স্বর্গলাভ হবে। তুমি রামসীতার সেবা কর।"

শিষ্য—দশরথ সীতাকে কী উপদেশ দিলেন?

গুরু—কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দণ্ডায়মানা সীতাকে দশরথ মধুর বাক্যে বললেন—"পুত্রি! তুমি রামের উপর রুষ্ট হ'য়ো না। তোমার হিতকামনায়, শুদ্ধির জন্যই রাম তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তোমার অসামান্য চরিত্র সকল নারীর যশঃ পরাভূত করেছে। তোমাকে পতিসেবার উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। তথাপি বলি—রাম তোমার পরম দেবতা।"

শিষ্য—যেরূপ কঠোর ও অশোভনীয় ভাবে সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাতে কি মনে হয় না, রাম যথার্থই সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন?

গুরু—তা মনে হতে পারে। কিন্তু দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, রাম সেরূপ সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। (১) রামের শত প্রকার ভয় প্রদর্শন সত্ত্বেও সীতা সর্ব্বত্যাগ করে রামের জন্যই দারুণ বনবাস ব্রত নিয়েছিলেন। (২) সীতার অনন্যা ভক্তি ও পতিপরায়ণতা রাম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতেন। (৩) হনুমান রামবিরহিনী সীতার কথা রামের কাছে নিবেদন করলে, সীতা যে রাবণগৃহেও পতিধ্যানে সমাহিত হ'য়ে আছেন, তা জেনেছিলেন।

শিষ্য—তবে তিনি সীতাকে কেন প্রত্যাখ্যান করলেন?

গুরু—রাম বলেছিলেন—সীতা রাবণগৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন; তজ্জন্য জনসাধারণের কাছে তাঁর শুদ্ধি আবশ্যক; নতুবা লোকে বলবে রাম মূর্খ ও কামুক। সীতার শুদ্ধির সময়ে যারা উপস্থিত ছিল—তারা রাক্ষস, বানর ও ভল্লুক। তারা তাদের সমাজের নারীগণের যেরূপ চরিত্রহীনতা দেখতে অভ্যস্ত, সীতার চরিত্র সম্বন্ধেও তাদের সেইরূপই ধারণা হ'ত। শুদ্ধির মধ্য দিয়ে আর্য্যনারীর উচ্চাদর্শ, সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখে তারা আর্য্যসংস্কৃতি ও সভ্যতার সুমহান্ আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হ'ল।

শিষ্য— নিতান্ত অভদ্র ও অশোভনীয় ভাবে সীতাকে প্রত্যাখ্যান না করে ভদ্রভাবে সীতাকে তদীয় শুদ্ধতার প্রমাণ স্বরূপ পরীক্ষা দিতে বলা কি রামের পক্ষে উচিত ছিল না?

গুরু—তাতে হয়তো বহু তর্কবিতর্কের অবতারণা হ'ত; কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হতেন কিনা সন্দেহ। রামের মর্ম্মচ্ছেদী কঠোর প্রত্যাখ্যান বাক্যে সীতার হৃদয়ে অসহনীয় জ্বালা ও গ্লানি জাগিয়ে দিয়েছিল, তাই তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে অগ্নিপ্রবেশে উদ্যতা হতে পেরেছিলেন।

শিষ্য—রামের প্রত্যাখ্যান ও অভদ্র বাক্যে সীতার মনে রামের প্রতি কি ক্ষোভ বা অভিমান আসে নি? অথচ শুদ্ধির পরেই বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে রামের সঙ্গে মিললেন কীরূপে?

গুরু—রামের প্রতি সীতার যে ক্ষোভ ও অভিমান হয়েছিল, তা সীতার তৎকালীন উক্তিকে বোঝা যায়। কিন্তু, সে ক্ষোভ ও অভিমান দূরীভূত তো হ'লই; অধিকন্তু, আত্মপ্রসাদে তাঁর চিত্ত আনন্দে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। (১) রামের প্রত্যাখানে সীতার যে নিদারুণ অপমান ও লজ্জা, সে অপমান ও লজ্জা যেন সকলেরই হয়েছিল, তাতে উপস্থিত সমগ্র জনতাই যেন রুষ্ট ও ব্যথিত হচ্ছিল; তা সীতা তাদের স্তম্ভিত ভাব দেখে অনুভব করেছিলেন। (২) সীতাকে অগ্নিপ্রবেশ করতে দেখে সমগ্র জনতা শোকাকুল হ'য়ে হাহাকার ও ক্রন্দন করছিল। তদ্দ্বারা সীতা বুঝলেন, সকলের হৃদয় সীতাকে সহানুভূতি ও সমবেদনার দ্বারা অভিনন্দিত করছে এবং রামকে ধিক্কার দিচ্ছে। (৩) অগ্নিশুদ্ধির পরে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ সকলে এসে সীতার অলৌকিক সতীত্ব ও পাতিব্রত্যে মুগ্ধ হ'য়ে জয়গান করতে লাগলেন। সে গৌরব ও আনন্দের প্লাবনে সীতার লজ্জা, অপমান ও ক্ষোভ ধুয়ে মুছে গেল।

শিষ্য—সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম কী করলেন?

গুরু—বিভীষণ রামকে স্নানাদি করে, বস্ত্র-আভরণাদি পরে আতিথ্য গ্রহণ করতে বললেন। রাম বললেন, ভরত ব্রহ্মচারী বেশে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে দেখার জন্য আমার মন ব্যাকুল; আমি আজই অযোধ্যায় যাব। তখন বিভীষণ পুষ্পক বিমান এনে দিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ এবং সুগ্রীব, হনুমান,অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ যারা রামের রাজ্যাভিষেক দর্শনের জন্য উৎসুক, তাদের নিয়ে রাম অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। পথে সীতার অনুরোধে কিষ্কিন্ধ্যায় রথ নামান হ'ল। তারা এবং রুমা প্রভৃতি বানর-স্ত্রীগণকে উঠিয়ে নেওয়া হল। পথে রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

শিষ্য—ভরতকে সংবাদ দিতে কে গেল?

গুরু—রাম হনুমানকেঅগ্রদূত করে পাঠালেন। বলে দিলেন—আমার প্রত্যাগমনে ভরতের মনোভাব কীরূপ হয়, তার মুখের কোনো বিকৃতি হয় কিনা—তা লক্ষ্য করবে।

শিষ্য—ভ্রাতৃভক্ত, সর্ব্বভোগত্যাগী ভরতের প্রতি রামের এই অহেতুক সন্দেহ পোষণ রামের পক্ষে নীচতা নয় কী? একথা রাম কেন বললেন?

গুরু—ভরতের হৃদয় রাম জানতেন, তাই ভরতের জন্যই ব্যাকুল হ'য়ে রাম বিভীষণের অনুরোধ উপেক্ষা করে, অস্নাত, অসংস্কৃত অবস্থায় চলে এসেছিলেন। তিনি সুগ্রীবকে বলেছিলেন—ভরতের ন্যায় ভ্রাতা হয় না। কিন্তু, রামের সঙ্গে ছিলেন বিভীষণ ও সুগ্রীব যারা ভ্রাতৃবধ করে রাজ্যের অধিকারী হয়েছেন; আর রাক্ষস ও বানরগণও সেই ঘটনার সাক্ষী; সুতরাং, তাদের সকলের মনে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক যে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর অনুপস্থিতি কালে ভরত হয়তো এমন বিদ্বেষভাবাপন্ন ও রাজ্যলালসায় মত্ত যে রামের অনিষ্টও করতে পারেন। হনুমানেরও মনে এ সন্দেহ আসতে পারে। বিশেষতঃ তারা কেউ ভরতকে দেখেনি, ভরতের অলৌকিক চরিত্র জানে না। তাই রাম তাদেরই মনের সন্দেহ বাক্যে প্রকাশ করলেন। তিনি জানতেন ভরতের সন্নিধানে গেলেই তার মহত্ত্ব ও অলৌকিক চরিত্র দেখে সন্দেহ করা দূরে থাকুক, এরা অভিভূত হ'য়ে যাবে।

শিষ্য—হনুমান গিয়ে ভরতকে কীরূপ দেখলেন? রামের প্রত্যাগমন সংবাদ পেয়ে ভরত কী করলেন?

গুরু—হনুমান মানুষের বেশে সবেগে যাত্রা করে শৃঙ্গবের পুরে গুহককে সংবাদ দিয়ে নন্দীগ্রামে উপস্থিত হলেন। অযোধ্যা থেকে নন্দীগ্রাম এক ক্রোশ দূরে। হনুমান দেখলেন ভরত ভ্রাতৃবিরহে কৃশ, তিনি মলিন দেহে জটাচীর ধারণ করে তপস্যা করছেন; রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন ক'রে রাজ্য পরিচালনা করছেন। তাঁর অমাত্য, পুরোহিত ও সেনাপতিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করে আছেন। হনুমান কৃতাঞ্জলি হ'য়ে রামের প্রত্যাগমন বার্ত্তা জানালেন। ভরত হনুমানকে আলিঙ্গন ক'রে হর্ষবিহ্বল চিত্তে বললেন, "সৌম্য! তুমি দেবতা বা মানুষ যেই হও, দয়া করে যে প্রিয় সংবাদ এনেছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে একলক্ষ গুরু, একশত গ্রাম, ষোলটি সৎকুলজাতা সালংকারা কন্যা দিচ্ছি।" হনুমান ভরতকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বললেন। ভরত কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বললেন—আমার মনোরথ এত দিনে পূর্ণ হল।

শিষ্য—রামের রাজ্যাভিষেক কীরূপ হল?

গুরু—সুগ্রীবের আজ্ঞায় হনুমান, জাম্ববান, বেগদর্শী ও ঋষভ গিয়ে স্বর্ণকলসে চতুঃসমুদ্রের জল আনলেন; পাঁচশত নদনদীর জল আনা হল। রামসীতা রত্নময় পীঠে উপবিষ্ট হ'লে পুরোহিতগণ অভিষেক সম্পন্ন করলেন। রামের মস্তকে ব্রহ্মার নির্মিত বংশ পরম্পরাগত রত্নময় স্বর্ণকিরীট পরিয়ে দেওয়া হ'ল। রাম অজস্র ধনরত্ন, গো বস্ত্রাভরণ দান করলেন।

তিনি সুগ্রীবকে কাঞ্চনহার, অঙ্গদকে বৈদূর্য্য-ভূষিত অঙ্গদ, সীতাকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় উজ্জ্বল মুক্তাহার, দিব্য বসন ও অন্যান্য আভরণ দিলেন। সীতা হনুমানের দিকে চাইছেন দেখে রাম তাঁকে বললেন—"তুমি যার প্রতি তুষ্ট, তাকেই হার দাও।" তখন তেজঃ, ধৈর্য্য, যশঃ, দক্ষতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধির আধার হনুমানকে সীতা স্বীয় কণ্ঠের মুক্তাহার উপহার দিলেন।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত

উত্তরকাণ্ড

একাদশ অধ্যায়

শিষ্য—এই কাণ্ডের নাম উত্তরকাণ্ড কেন? যুদ্ধকাণ্ডের পরেই রামায়ণ মাহাত্ম্য থাকায় মনে হয়, সেখানেই মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ শেষ করেছিলেন। পরে কোনো কবি এই অংশটুকু লিখে যোগ করে দিয়েছেন।

গুরু— রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত বিবরণ দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির নিকট বর্ণনা করেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে সেই পর্য্যন্ত লিখেই রামায়ণ সমাপ্ত করেন। সীতাদেবী বাল্মীকির তপোবনেই নির্ব্বাসিতা হয়েছিলেন। সুতরাং, সীতার নির্ব্বাসন থেকে পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনাগুলি ঋষিকবির প্রত্যক্ষ। সেগুলি নিয়ে বাকী অংশটুকু রচনা করে উত্তরকাণ্ড নাম দিয়ে রামায়ণের কলেবর বৃদ্ধি করেন। উত্তর অর্থ পরবর্তী। উত্তরকাণ্ড নামে পরবর্ত্তী কালের,—রাজ্যাভিষেকের পরের ঘটনা। অন্য কবির রচনা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তবে রামায়ণ বহু যুগ যুগ ধরে চ'লে এসেছে। কাজেই সকল কাণ্ডের মধ্যেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন হয়েছে বৈকী। তাতে কিন্তু মূল ঘটনার আখ্যায়িকার, ইতিহাসের, আদর্শের, নীতির ভাবের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণে স্থানে স্থানে পাঠ্যন্তর পাওয়া যায়। কাজেই যাঁরা বলেন সমগ্র উত্তরকাণ্ডটি অন্য কোনো কবির রচনা, তাঁদের সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

শিষ্য—রাজ্যাভিষেকের পর সুগ্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণাদি রাক্ষসগণ কী করলেন?

গুরু—রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে কিছুদিন ধরে বহুবিধ ধার্ম্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সমারোহ চলল। পরে দূর দূরান্তর থেকে যে সমস্ত সামন্ত রাজগণ এবং আত্মীয় রাজগণ অযোধ্যায় এসেছিলেন, তার মধ্যে ছিলেন—**বিদেহরাজ জনক, কেকয়-যুবরাজ যুধাজিৎ, রামের বয়স্ক কাশীরাজ প্রতর্দ্দন।** রাম তাঁদেরকে যে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন, সে সকলই তাঁরা রামকে সাদরে প্রত্যর্পণ করলেন। রাজগণের সঙ্গে বহু অক্ষৌহিণী সৈন্য এসেছিল। রাজারা সগর্ব্বে বললেন, আমাদের সৈন্যদল নিয়ে আসা নিরর্থক হ'ল। যদি পূর্ব্বে আমাদের ডাকা হত,

তবে সমুদ্র পারে গিয়ে রাবণের সহিত যুদ্ধ করতাম। এই সমস্ত রাজা যেসব দ্রব্যাদি রামকে উপহার দিলেন, রাম সে সমস্তই সুগ্রীবাদি বানর ও বিভীষণাদি রাক্ষসদের দিলেন।

অঙ্গদ ও হনুমানকে কোলে নিয়ে রাম আদর ও আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক নিজের অঙ্গ থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে অঙ্গদ ও হনুমানকে পরিয়ে দিলেন। তারপর নল, নীল, সুষেণ, জাম্ববান প্রভৃতি বীরগণকে বহুমূল্য ভূষণ ও হীরকাদি উপহার দিয়ে মধুর বাক্যে বললেন—"তোমরা আমার পরম সুহৃৎ, আমার শরীর-তুল্য, আমার ভ্রাতা। ধন্য রাজা সুগ্রীব যিনি তোমাদের ন্যায় সুহৃৎ লাভ করেছেন।" কয়েক মাস অযোধ্যায় পরমানন্দে বাস করে তাঁরা বিদায় নিলেন।

শিষ্য—হনুমান কী করলেন? রাম হনুমানকে কী বললেন?

গুরু—হনুমান বিদায় নিবার সময়ে রামকে প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন—"প্রভু! তোমার প্রতি যেন আমার নিত্য স্নেহ ও অবিচলিতা ভক্তি থাকে। পৃথিবীতে যতকাল রামকথা প্রচলিত থাকবে, ততকাল যেন আমি প্রাণ ধারণ করি। সেই চরিতামৃত শুনে আমার উৎকণ্ঠা দূর হবে।" রাম তথাস্তু ব'লে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন, নিজের কণ্ঠ থেকে বৈদূর্য্যমণি শোভিত হার খুলে নিয়ে হনুমানের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বললেন—"হনুমান! তুমি যে সেবা করেছ, তার প্রত্যেকটির জন্য যদি প্রাণ দিই, তথাপি পরিশেষে তোমার কাছে ঋণী থাকব। আপৎকালেই প্রত্যুৎকারের প্রয়োজন হয়। তুমি যে উপকার করেছ, তা আমার অঙ্গেই জীর্ণ হয়ে যাক।* অর্থাৎ তুমি সর্ব্বত্র নিরাপদ থাকবে।"

শিষ্য—সীতাকে রাম বিসর্জ্জন দেন কখন?

গুরু—রাজ্যাভিষেকের কত পরে সীতা বিসর্জ্জন হয়, তা রামায়ণে না থাকলেও বোঝা যায় ভ্রাতৃগণ সহ রাম ও সীতা কয়েক মাস সুখে যাপন করেছিলেন। এইভাবে শীতকাল অতীত হয়। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিনে রামচন্দ্র লঙ্কা

---

* একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্।।
মদঙ্গে জীর্ণতাং যাতু যত্ত্বয়োপকৃতং কপে।
নরঃ প্রত্যুপকারাণাং আপৎ স্বায়াতি পাত্রতাম্।।—উত্তর ৪৪।২৩।২৪

থেকে অযোধ্যায় রওনা হন। কাজেই হিসাবে দেখা যায়, মাস পাঁচেক মাত্র সীতা রামের সঙ্গে বাস করেছিলেন। তারপর গর্ভবতী সীতাকে রাম জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কীরূপ ইচ্ছা বল।" সীতা বললেন—"আমি পবিত্র তপোবন সমূহ দেখতে ইচ্ছা করি এবং অন্ততঃ এক রাত্রি বাস করতে চাই।" রাম বললেন, "কালই তুমি সেখানে যাবে।"

শিষ্য—সীতাকে রাম বিসর্জ্জন দিলেন কেন?

গুরু—রাম, অমাত্য ও চরগণের নিকট জানলেন যে নগরের নানা স্থানে রাম ও সীতার চরিত্র নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। তারা বলছে সীতা দুর্বৃত্ত রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল ছিলেন। তা সত্ত্বেও সীতার প্রতি রামের ঘৃণা নেই। সীতার প্রতি এতই তাঁর আসক্তি। যদি আমাদের পত্নীরা এরূপ করে, তবে আমাদেরও এরূপ সহ্য করে থাকতে হবে। রাজা যা করেন, প্রজারা তা অনুসরণ করে।* এই লোকাপবাদ শুনে রাম ভ্রাতৃগণ সহ পরামর্শ করে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, সীতাকে আগামী প্রাতে নিয়ে গিয়ে বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জন দিয়ে এস।

শিষ্য—লক্ষ্মণ কী করলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ সীতাকে রথারোহণে তপোবনে নিয়ে চললেন। রামের সহিত পূর্ব্বদিবসের প্রস্তাব মত সীতা মনের আনন্দে ঋষিপত্নীগণকে দিবার জন্য বস্ত্রাভরণাদি নিয়ে চললেন। লক্ষ্মণও তাঁকে তখন কিছু বললেন না। গঙ্গাতীরে উপস্থিত হ'য়ে লক্ষ্মণ কাঁদতে লাগলেন। সীতা জিজ্ঞাসা করলেন—"কাঁদছ কেন?" গঙ্গা পার হ'য়ে অপর তীরে পৌঁছে লক্ষ্মণ সীতাকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—"আর্য্যে! রাম আমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন, তার জন্য আমি লোকনিন্দা ভোগ করব। আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। দেবি! প্রসন্না হন, আমার অপরাধ নেবেন না।" লক্ষ্মণ শোকে অচেতন হ'য়ে ভূপতিত হলেন। সীতা উদ্বিগ্না হ'য়ে তাঁকে বললেন—"আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা, স্পষ্ট করে বল।" তখন লক্ষ্মণ

---

* কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখং।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥—উত্তর ৪৩।১৭
অস্মাকমপি দারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথাহি কুরুতে রাজা প্রজাস্তদনুবর্ত্ততে॥—উত্তর ৪৩।১৯

অতি কষ্টে সীতার চরিত্র সম্বন্ধে জনরব এবং সীতা বিসর্জ্জনে রামের আদেশ জানালেন।

শিষ্য—লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ জেনে সীতা কী করলেন ও বললেন?

গুরু—সীতা দুঃখিতা ও শোকাকুলা হ'য়ে রোদন ও বিলাপ করতে লাগলেন। পরে লক্ষ্মণকে বললেন, "লক্ষ্মণ। তুমি রাজ-আজ্ঞা পালন কর, দুঃখভাগিনীকে পরিত্যাগ করে যাও। তুমি শ্বশ্রূগণকে আমার হয়ে প্রমাণ ক'রো। সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতির চরণ বন্দনা ক'রে আমার এই কথা জানায়ো—তুমি আমার পরম গতি, তোমার অপবাদ যাতে না হয়, তা আমার অবশ্য করণীয়। আমার শরীর ধ্বংস হলেও দুঃখ নেই। পৌরজনের নিকটে তোমার যে অপবাদ হয়েছে, তা যেন দূর হয়।" লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবন প্রান্তে রেখে চলে গেছেন। সীতা ভূলুণ্ঠিতা হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন।

শিষ্য—যখন রাম সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় এলেন, তখনই সীতার চরিত্রের সমালোচনা হয়নি কেন? পরে হবার কারণ কী?

গুরু—প্রথমে রামের প্রত্যাগমনে রাজ্যাভিষেকের উৎসবানন্দে সকলেই মত্ত; রামের গুণ ও কীর্ত্তিকাহিনী সকলের আলোচনার বস্তু ছিল। পরে ক্রমে রামের দোষ ক্রটী সন্ধানের দিকে লোকের নজর গেল। নিত্য নূতন হুজুগ ও উত্তেজনাপ্রিয় এবং অস্থির জনমনের প্রকৃতিই এরূপ।

শিষ্য—যে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা জেনে গ্রহণ করা হয়েছে, লোকের মুখে অপবাদের কথা শুনেই বিনা বিচারে তাঁকে বিসর্জ্জন দেওয়া নিতান্ত অন্যায়, অবিচার ও রামের পক্ষে কাপুরুষতা নয় কি?

গুরু—ব্যাপারটি অত্যন্ত শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক। কিন্তু রামের বিরুদ্ধে অবিচার ও হৃদয়হীনতার অভিযোগ যে ঠিক নয়, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন ঃ—

(১) অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল লঙ্কায়, রাম ও লক্ষ্মণ ভিন্ন অযোধ্যার কেউ জানত না। যদিও সেকথা লোকে জেনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিরূপে? আগুনে

মানুষ পোড়ে না—এটা নিতান্ত অবিশ্বাস্য, লোক ভুলাবার উদ্দেশ্যে রচিত কাহিনী বলেই মূর্খ জনসাধারণ ধরে নিয়েছিল।

(২) সীতাকে পুনরায় এমনিতর পরীক্ষার সম্মুখীন করতে যাওয়া রামের পক্ষে যেমন গ্লানিকর, হৃদয়হীনতা, তেমনি সীতার পক্ষেও ঘোর অপমান। বানর ও রাক্ষস ছাড়া সীতার পক্ষ সমর্থন করবে কে? লোকের বিচারে তাদের সাক্ষ্য ভাড়াটে সাক্ষ্য বলে গণ্য হত।

(৩) যে অমূলক নিন্দা কয়েক জন পৌরজন করেছে, পুনরায় সীতার বিচারের দ্বারা যদি তারা সীতাকে শুদ্ধা ব'লে স্বীকার করেও নেয়, তথাপি সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যের কোটি কোটি জনসাধারণের মনের সন্দেহ কী করে দূর হবে? অথচ, এ নিন্দা অযোধ্যা নগরীর মধ্যেই নিবদ্ধ। সীতার পুনর্বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তা সমগ্র রাজ্যের প্রজাগণের মধ্যে সন্দেহ জাগাত। অথচ সে সন্দেহ দূর করবার উপায় কি? এসব বিচার করলে দেখা যায় রামের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিণে একটুও ভুল হয়নি। সীতাবিসর্জ্জন ছাড়া এই অপবাদের প্রতিকার আর কিছুই হ'তে পারে না।

শিষ্য—কিন্তু রামের হৃদয়হীনতা কি উপেক্ষার বস্তু?

গুরু—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ।" লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত্র কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল, কখনো ব্রজের ন্যায় কঠোর। তা বোঝা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। রামচন্দ্র সকল প্রকার আদর্শের ঘনীভূত মূর্ত্তি। তিনি যেমন আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ মিত্র, আদর্শ প্রভু, আদর্শ পতি, তেমনি আবার আদর্শ রাজা। পতির দায়িত্ব পত্নীর প্রতি, পুত্রের দায়িত্ব পিতার প্রতি, ভ্রাতার দায়িত্ব ভ্রাতৃগণের প্রতি, কিন্তু, রাজার দায়িত্ব কোটি কোটি প্রজার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন—যে দায়িত্বের নিকট অন্য সব দায়িত্ব ছোট হ'য়ে যায়। **রামের যে ধর্ম্ম, যে কর্ত্তব্য, যে দায়িত্ব, তা সীতারও; পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী বলা হয়।** রাম যেমন প্রজাগণের পিতা, **রাণী সীতাও তেমনি প্রজাগণের জননী;** সীতা তা জানতেন **বলেই** নিদারুণ **বিসর্জ্জন সইতে** পেরেছিলেন এবং রাম যে তাঁকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম পালন করেছেন, তজ্জন্য সীতা গৌরব বোধ করে তাঁকে বন্দনা জানিয়েছিলেন।

সীতা রামকে হৃদয়হীন বলেন নি। নিজের ভাগ্যের দোষ দিয়েছিলেন। রাম মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত স্বর্ণময়ী সীতাকে সামনে রেখে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেছেন; দ্বিতীয় দার গ্রহণ করেন নি। সীতার জীবনব্যাপী দুঃখের প্রতি সমবেদনাবশে আমরা রামের দুঃখের কথাটা ভুলে যাই। রাম রাজা হ'য়ে রাজসিংহাসনে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বুকে কী দুঃখের তুষানল অহরহঃ জ্বলত, সে কথাটা চিন্তা কে করে? সীতার দুঃখের একমাত্র কারণ রামের সহিত বিচ্ছেদ। কিন্তু, রামের হৃদয়ে সীতাবিচ্ছেদের দুঃখ তো ছিলই; অধিকন্তু সীতাকে শুদ্ধচরিত্রা জেনেও তিনি যে নির্ম্মম ভাবে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন, সেই দুঃখই ছিল ঢের বেশী। তিনি সীতাকে ত্যাগ করে কঠোর কর্ত্তব্যময় বৈরাগ্যের জীবন যাপন করেছিলেন। সীতার দুঃখের জন্য সমবেদনা আবহমান কাল সকলের প্রাণে জাগ্রতা। কিন্তু, সীতাহরণের পর যে রাম দিবারাত্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য উন্মাদের মত সীতার সন্ধান করতেন, যিনি বলেছিলেন—দেবি! তোমাকে ত্যাগ করে আমি স্বর্গও চাইনে, সেই রাম রাজকর্ত্তব্যানুরোধে সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে অহরহঃ সমগ্র জীবন কী নিদারুণ দুঃখ বুকে চেপে সহ্য করেছিলেন, তা যথার্থ হৃদয়বান্ লোক ছাড়া কেহ বুঝতে পারে না।

শিষ্য—রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, বিসর্জ্জিতা হয়েও সীতা জীবন ধারণ করলেন কেন? কোন সতী সাধ্বী, পতিব্রতা পত্নী কি এরূপ অবস্থায়ও জীবন ধারণ করেন?

গুরু— সীতাও জীবন ধারণ করতেন না। তিনি লক্ষ্মণকে বলেছিলেন আমার গর্ভে অযোধ্যার রাজবংশধর রয়েছে, নতুবা আমি জাহ্নবীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করতাম। কর্ত্তব্যানুরোধে সীতাকেও দুঃখের আগুন বুকে চেপে বাঁচতে হয়েছিল।

শিষ্য—সীতাকে ত্যাগ করে লক্ষ্মণ চলে এলে সীতা কী করলেন?—কোথায় গেলেন?

গুরু—লক্ষ্মণ বিদায় নিবার কালে সীতাকে বলেছিলেন—মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতার পরম সখা, আপনি তাঁর পদচ্ছায়ায় সুখে বাস করবেন। সীতা কাঁদতে লাগলেন। লক্ষ্মণ পরপারে গিয়ে সীতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রোরুদ্যমানা সীতাকে দেখে শিষ্যগণ মহর্ষিকে সংবাদ দিলে, মহর্ষি এসে সীতাকে

সান্ত্বনা দিয়ে আদর ক'রে তপোবনে নিয়ে নিজ কন্যার ন্যায় সাদরে লালনপালন করতে লাগলেন। সীতাকে তপোবনে প্রবেশ করতে দেখে লক্ষ্মণ নিশ্চিত হ'য়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

শিষ্য—সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে রামের কী অবস্থা হল?

গুরু—চারদিন সমস্ত রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, মনের দুঃখে রাম উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েছিলেন। লক্ষ্মণ এসে রামকে এই অবস্থায় দেখে সান্ত্বনা দিয়ে যথারীতি রাজকার্য্য করতে অনুরোধ করে বললেন—"আপনি যদি সীতার বিচ্ছেদে রাজকার্য্যে অবহেলা করেন তবে যে অপবাদের জন্য আপনি দেবীকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সেই অপবাদই প্রচারিত হবে। তখন রাম হৃদয়ের শল্য হৃদয়েই চেপে রেখে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হলেন।

শিষ্য—লবণাসুর কে? কোথাকার রাজা ছিলেন?

গুরু—সীতা বিসর্জ্জনের কিছু কাল পরে যমুনাতীরবাসী জনগণ ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবনকে অগ্রে করে রামের দরবারে এসে বললেন, "আমরা লবণাসুরের ভয়ে ভীত হ'য়ে তোমার শরণাগত।" রাম অভয়দান করে জিজ্ঞাসা করলেন—"লবণাসুর কে?" চ্যবন বললেন—"মধু নামক এক দৈত্য রাবণের ভাগিনেয়ী কুম্ভীনসীকে বিবাহ করে। সেই মধুদৈত্যের পুত্র লবণ; সে যমুনাতীরে মধুপুরে বাস করে। মধুদৈত্য শিবের আরাধনা ক'রে একটি শূল লাভ করে; তাঁর বরে সে অজেয় ছিল। লবণ সেই শূল পিতার নিকট থেকে পেয়ে দুর্দ্ধর্ষ ও অত্যাচারী হ'য়ে উঠেছে।"

শিষ্য—লবণকে বধ করার জন্য রাম কাকে পাঠালেন?

গুরু—রাম শত্রুঘ্নকে মধুপুরের রাজপদে অভিষেক করে সৈন্যবাহিনী সহ প্রেরণ করলেন। যাবার পথে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির তপোবনে একরাত্রি বিশ্রাম করে গেলেন। সেই রাত্রিতেই সীতা যমজ কুমার প্রসব করলেন। সৈন্যবাহিনী প্রেরণের এক মাস পরে শত্রুঘ্ন মধুপুরে উপস্থিত হলেন।

শিষ্য—শত্রুঘ্ন কিভাবে লবণকে বধ করলেন?

গুরু—চ্যবন পরামর্শ দিলেন—যখন লবণ শূল গৃহে রেখে বাইরে যাবে, সেই সময়ে তার গৃহ অবরোধ ক'রে তাকে বধ করতে হবে, যেন সে শূলটি হাতে না

পায়। মন্ত্রণানুসারে লবণ দৈত্য গৃহ হ'তে বাইরে চলে গেলে শত্রুঘ্ন তার গৃহের দ্বার অবরোধ করলেন। লবণ মৃগয়া থেকে ফিরে এসে দেখে—শত্রুঘ্ন যুদ্ধার্থী। লবণ শূল আনবার জন্য ভিতরে যেতে চাইল। কিন্তু, শত্রুঘ্ন তাকে নিবারণ ক'রে যুদ্ধ করতে লাগলেন। লবণের বধের জন্য রাম তাকে একটি বিশেষ বাণ দিয়েছিলেন, যে বাণ তিনি রাবণবধেও প্রয়োগ করেন নি। সেই বাণ দ্বারা শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করলেন।

শিষ্য—লবণ বধের পর শত্রুঘ্ন কি করলেন?

গুরু—লবণ বধের পর শত্রুঘ্ন তথায় রাজধানী স্থাপন করে রাজ্যের শৃঙ্খলা ও উন্নতি বিধানে মনোযোগী হলেন। দ্বাদশবর্ষ রাজত্ব করবার পর তিনি রামকে দর্শনের জন্য অযোধ্যা যাত্রা করলেন। পথে বাল্মীকির তপোবনে বিশ্রামকালে রাত্রিতে মনোহর রামায়ণ গান শ্রবণ করলেন।

শিষ্য—রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন কেন?

গুরু—রাম একটা নয়, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। রামচন্দ্রের এগারো হাজার বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে (নাক্ষত্রবর্ষ হিসাবে প্রায় ৩০ বৎসর) তিনি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে রাম প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

শিষ্য—রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ কি অযোধ্যায় করেছিলেন?

গুরু—না, গোমতী নদীর তীরে নৈমিষক্ষেত্রে যজ্ঞ হয়েছিল।

শিষ্য—যজ্ঞের আয়োজন কীরূপ হ'ল?

গুরু—বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপকে আমন্ত্রণ করে রাম যজ্ঞের সঙ্কল্প জানালে তাঁরা সানন্দে সম্মতি দিলেন। রাম তখন লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন—গোমতী তীরে নৈমিষক্ষেত্রে বৃহৎ যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ কর। বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে আমন্ত্রণ জানাও। সামন্ত ও বন্ধু এবং আত্মীয় নৃপতিগণকে, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণকে এবং সস্ত্রীক ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ কর। আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ কর। সৈন্যদল, আপণিক, নট, নর্ত্তক, পাচক, ভৃত্য, কোষাধ্যক্ষগণ, আমার মাতৃগণ, কুমারগণ এবং অন্তঃপুরের সকলকে এবং বহুকোটি সুবর্ণ ও ধনরত্ন এবং দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নিয়ে ভরত অগ্রে গমন করুন।

একটি সুলক্ষ্মণযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব মুক্ত করা হ'ল, ঋত্বিকগণের সহিত সসৈন্য

লক্ষ্মণ অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হলেন। সুগ্রীব বানরগণ সহ ব্রাহ্মণগণকে সযত্নে আহার্য্য পরিবেশন করতে লাগল; বিভীষণ রাক্ষসগণ সহ ঋষিগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হলেন। যে সকল মুনিগণ এসেছিলেন, তাঁরা সকলে একবাক্যে বললেন এরূপ ভূরিদান যজ্ঞ পূর্ব্বে কখনো হয়নি। এইরূপে বৎসরাধিক কাল ধরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শিষ্য—এই যজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি এসেছিলেন কি?

গুরু—হাঁ, মহর্ষি তাঁর তপোবনের নারীগণ সহ সকলকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সীতা ও তাঁর পুত্রদ্বয় লব ও কুশকেও নিয়ে এসেছিলেন।

শিষ্য—সীতার পুত্রদ্বয়ের কুশ ও লব নাম হল কেন?

গুরু—সীতা সন্তান প্রসব করলে মহর্ষি বাল্মীকি নিজে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করেন এজন্য জ্যেষ্ঠের নাম হ'ল কুশ এবং কুশের অধোভাগ দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করায় কনিষ্ঠের নাম হ'ল লব। কারণ কুশের অধোভাগের নাম লব।

শিষ্য—রামের অশ্বমেধের অশ্ব বাল্মীকির তপোবনের কাছে গেলে কুশ ও লব নাকি অশ্ব ধরেছিলেন? তাদের সহিত যুদ্ধে সসৈন্য ভ্রাতৃগণ সহ রাম নাকি নিহত হয়েছিলেন?

গুরু—মূল রামায়ণে তা নেই। সম্ভবতঃ অন্য কোন পুরাণাদি* থেকে কৃত্তিবাস সংগ্রহ ক'রে থাকবেন।

শিষ্য—বাল্মীকি সীতা ও কুশীলবকে নিয়ে এসে কি রামের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন?

গুরু—না। মুনি-ঋষিদের জন্য যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সীতা ও কুশীলবকে নিয়ে মহর্ষি সেখানেই ছিলেন। মহর্ষির মনোগত ইচ্ছা ছিল যে পুত্রদ্বয় সহ সীতাকে রামচন্দ্র পুনর্গ্রহণ করুন। সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। সেই সুযোগের পথ প্রস্তুত করবার জন্য তিনি শিষ্য কুশ ও লবকে আদেশ করলেন, "তোমরা ঋষিদের আবাসে, ব্রাহ্মণদের গৃহে, যজ্ঞস্থানে, রামের ভবনে রামায়ণ কাব্য গান করে বেড়াও। অর্থাদি কেহ দিলে গ্রহণ করোনা, বলবে—আমরা তপস্বী, ব্রহ্মচারী, অর্থের আবশ্যকতা নেই। কেউ তোমাদের পরিচয় চাইলে বলবে—আমরা

* পদ্মপুরাণ, পাতাল খন্ডে লব-কুশের হস্তে শত্রুঘ্নের পরাজয় কাহিনী বিবৃত আছে।

বাল্মীকির শিষ্য।" মহর্ষির আদেশে কুমারদ্বয় সর্ব্বত্র সুললিত স্বরে রামায়ণ গান করতে লাগল। সে মধুর গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হ'ল।

শিষ্য—রামকে কি রামায়ণ গান শোনান হ'ল? তিনি কী করলেন বা বললেন?

গুরু—একদা প্রভাতে মহর্ষির আদেশে কুশ ও লব রামের সম্মুখে রামায়ণ গান করতে লাগল। রাম সেই অপূর্ব্ব গান শুনে কৌতূহলাবিষ্ট হলেন। গান শুনে ও কুমারদ্বয়কে দেখে সকলে বলাবলি করতে লাগল—বালকদ্বয় যেন রামের দুইটি প্রতিবিম্ব। যদি এরা জটাবল্কলধারী না হ'ত, তবে রামের সঙ্গে এই দুই গায়কের প্রভেদ আমরা বুঝতে পারতাম না। রাম সন্তুষ্ট হ'য়ে অর্থ দিতে চাইলে কুমারদ্বয় নিল না। রামের জিজ্ঞাসার উত্তরে তারা বলল—"মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য আমরা; তিনিই এই মহাকাব্যের রচয়িতা এবং আমাদের শিক্ষাদাতা। আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা এতে বর্ণিত আছে।"

শিষ্য—রাম কি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে চিনতে পারেন নি? যদি চিনতে পেরে থাকেন, তবে কী করলেন?

গুরু—নিজ পুত্রদ্বয়কে চিনতে রামের কষ্ট হয়নি। তিনি মহর্ষি বাল্মীকিকে সংবাদ দিলেন—সীতা যদি পাপহীনা, শুদ্ধাচারিণী হন, তবে আগামী কাল সর্ব্বসমক্ষে আত্মশুদ্ধির প্রমাণ করে শপথ করুন। এ বিষয়ে আপনার কি মত? সীতারই বা অভিমত কি? বাল্মীকি উত্তরে বলে পাঠালেন—রাম যা বলেছেন তাই হবে। পতিই নারীর দেবতা, রামের যা ইচ্ছা, সীতা তাই করবেন।

শিষ্য—রাম তখন কী করলেন?

গুরু—সীতা শপথ করবেন এই সংবাদ রাম প্রচার করে পর দিবস বিরাট সভার আয়োজন করলেন। ঋষি মহর্ষিগণ, বানর ও রাক্ষসগণ সহ সমগ্র জনতা সমবেত হ'য়ে বিস্ময়ে, কৌতূহলে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মহর্ষি বাল্মীকি সর্ব্বসমক্ষে রামকে বললেন—"আমি কখনো মিথ্যা বলেছি স্মরণ হয় না; আমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা সীতাকে অপাপবিদ্ধা, শুদ্ধাচারিণী, পতিব্রতা বলে জেনেছি। জানকীর এই দুই যমজ পুত্র তোমারই। লোকাপবাদে ভীত হ'য়ে তুমি তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলে।"

শিষ্য—বাল্মীকির মুখে সীতার শুদ্ধতার কথা জেনে রাম কী বললেন?

গুরু—রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে মহর্ষিকে বললেন—“আপনার বাক্যে আমি বিশ্বাস করি; পূর্ব্বে দেবগণের সমক্ষে সীতা অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধা প্রমাণিত হ'লে, তাঁকে নিয়েছিলাম। কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সকলের সম্মতিক্রমেই আমি সীতাকে গ্রহণ করতে চাই।”

শিষ্য—তখন বাল্মীকি কী করলেন? সীতাই বা কী করলেন?

গুরু—মহর্ষি বাল্মীকির অনুমতিক্রমে কাষায়-বসন-ধারিণী সীতা সভামধ্যে দাঁড়ালেন—অধোমুখী নির্ব্বাক্ হ'য়ে। তারপর বললেন—

“যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ উত্তর ৯৭।১৪
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমার্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥ উত্তর ৯৭।১৫
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥” উত্তর ৯৭।১৬

“আমি যদি রাঘব ভিন্ন অন্য কাকেও মনে মনেও চিন্তা না করে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণা হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। যদি মনে, কর্ম্মে, বাক্যে রামকে অর্চ্চনা করে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণা হয়ে আমাকে আশ্রয় দিন। রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না—এই কথা যদি সত্য বলে থাকি, তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণা হয়ে আশ্রয় দিন।

শিষ্য—সীতা এই প্রকার শপথ করলে সভার সিদ্ধান্ত কী হল?

গুরু—সীতার বাক্য শেষ হতে না হতেই সেই সভাতল বিদীর্ণ হ'ল; তার মধ্য থেকে দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূতা ধরণী দেবী সাদরে স্বীয় কন্যা মৈথিলীকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হলেন। অন্তরীক্ষ থেকে সাধুবাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। সভাস্থ জনতা স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ হয়ে রইল। কেউ জ্ঞানশূন্য হ'ল। কেউ ধ্যান করতে লাগল। সীতার পাতালপ্রবেশ দেখে সমগ্র জগৎ সম্মোহিত হ'ল।

শিষ্য—সীতার পাতাল প্রবেশ দেখে রামচন্দ্র কী করলেন?

গুরু—রামচন্দ্র দুঃখে, শোকে, ক্রোধে উন্মত্তবৎ হ'য়ে বিলাপ ও প্রলাপ

বকতে লাগলেন, "সীতাকে প্রত্যপর্ণ কর। নতুবা বিদীর্ণা হয়ে আমাকে পথ দাও, আমি সীতার সঙ্গে মিলিত হই।" সকলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। রাম সীতার শোকে জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত করে অশান্ত প্রাণে সীতার ধ্যান করতে করতে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

শিষ্য—সীতা এরূপ না করে নিজের শুদ্ধতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো প্রমাণ দিলেন না কেন?

গুরু—সীতার ন্যায় আজন্মশুদ্ধা, নিষ্পাপা, সতী নারী পক্ষে স্বীয় শুদ্ধতার প্রমাণ দিবার প্রস্তাবও ঘৃণা, লজ্জা ও অপমানের বিষয়। সীতা কেবল একমাত্র আশ্রয় ও আরাধ্য রামের দিকে তাকিয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার প্রত্যাখ্যাতা হ'য়েও তিনি জাহ্নবীজলে আত্মহত্যা করেন নি দুটি কারণে—(১) রামের বংশধর তাঁর গর্ভে ছিল (২) তাঁর শুদ্ধতার চরম প্রমাণ দিয়ে জগতের হীনপ্রকৃতি, সন্দিগ্ধ জনতার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

মহর্ষি বাল্মীকির সহিত সীতা যে যজ্ঞস্থলে এসেছিলেন, তার উদ্দেশ্য যে যজ্ঞের সমারোহ দেখা নয়, তা পরবর্তী ঘটনায় বেশ বোঝা যায়। রামের বংশধর উপযুক্ত হয়েছে, তাদের রামের কাছে দিয়ে, কলুষিত জগতের জৈব জীবন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি নিবার সঙ্গে দেখিয়ে যাওয়া যে জগতের ধূলিমলিনতার, মানব জীবনের কলুষকালিমার কত উর্ধ্বে তাঁর স্থান,—এই মনোগত সঙ্কল্প নিয়ে সীতা বাল্মীকির সঙ্গে যজ্ঞস্থলে এসেছিলেন। আর কোনো উপায়ে কি সীতা স্বীয় শুদ্ধতার প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে মানব-কল্পনার এত উর্ধ্ব স্তরে উঠে অনন্ত কাল জগতের বিস্ময়ের বস্তু এবং অতীত ও অনাগত মানবহৃদয়ের আরাধ্য দেবী হ'য়ে থাকতে পারতেন?

শিষ্য—রামচন্দ্রের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল?

গুরু—উত্তর পশ্চিমে গান্ধার (আফগানিস্থান) রাজ্যের সীমা পর্যন্ত, দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যের শেষ সীমা পঞ্চবটী (নাসিক) পর্য্যন্ত রামরাজ্য বিস্তৃত ছিল। রামরাজ্যের উত্তর সীমান্তে কেকয়রাজ যুধাজিতের রাজ্য, দক্ষিণ সীমান্তে সুগ্রীব ও বিভীষণের রাজ্য; পূর্ব্ব সীমান্তে মিথিলা রাজ্য এবং পশ্চিমে সমুদ্র। যুধাজিতের অনুরোধে রাম ভরতের সাহায্যে গন্ধর্ব্বরাজ্য (উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) অধিকার পূর্ব্বক ভরতের দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে যথাক্রমে তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী (পেশোয়ার) নগরে স্থাপন পূর্ব্বক শাসন কার্য্যে নিয়োগ করেন। ভরত পাঁচ

বৎসর কাল পুত্রদ্বয়ের অভিভাবকতা করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারুপথ ও মল্লভূমি প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করলেন।

শিষ্য—রাম শূদ্র তপস্বী শম্বুককে বধ করেছিলেন কেন? এতে কি তাঁর শূদ্রবিদ্বেষ প্রকাশ পায় না?

গুরু—যিনি নিষাদরাজ গুহককে মিত্র বলে গ্রহণ করে তার উচ্ছিষ্ট ফল সাদরে খেয়েছিলেন, যিনি ব্যাধকন্যা শবরীকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ ক'রে তার প্রদত্ত ফলমূল খেয়েছিলেন, যিনি বানর, ভল্লুকগণের সহিত বাস ও ভোজন করতেন, রাজ্যাভিষেক উৎসবে ও অশ্বমেধ যজ্ঞে যিনি বানরগণের উপর ব্রাহ্মণগণের আহার্য্য পরিবেশনের ভার দিয়েছিলেন সেই রামচন্দ্র যে শূদ্রকে ঘৃণা করতেন, বা তাঁর রাজ্যে শূদ্রের কোনো প্রকার অসম্মান ছিল—একথা নিতান্ত কু-অভিসন্ধিপরায়ণ লোক ভিন্ন কেউ বলতে পারে কি?

সুতরাং, শম্বুকবধ প্রক্ষিপ্ত কল্পিত কাহিনী। অথবা শম্বুকের তপস্যার অন্তরালে কোনো অনুল্লিখিত গুরুতর সমাজ বা রাষ্ট্রের অনিষ্টকর কার্য্যকলাপ ছিল, যার জন্য রামচন্দ্র তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। স্মরণ করতে হবে—রাবণ ও কুম্ভকর্ণও তপস্যা করেছিল।

শিষ্য—লক্ষ্মণকে রাম পরিত্যাগ করলেন কেন?

গুরু—একদা মহর্ষি অতিবলের দূত মহর্ষি কাল এসে রামকে দর্শন করতে চাইলে লক্ষ্মণ তাঁকে রামের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি রামের সহিত গোপনে আলাপ করতে চেয়ে নিয়ম করলেন যে, তাঁদের আলাপনের কালে যদি কেউ তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে সে বধ্য হবে। রাম সম্মত হ'য়ে লক্ষ্মণকেই দ্বারে রাখলেন। এমন সময়ে মহর্ষি দুর্ব্বাসা এসে রামের দর্শন চাইলেন। লক্ষ্মণ অপেক্ষা করতে বলায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে দুর্ব্বাসা বললেন—অবিলম্বে রামকে সংবাদ দাও, নতুবা আমি তোমাদের সকলকে অভিশাপ দেব। লক্ষ্মণ অগত্যা সকলকে অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করে রামের নিকটে সংবাদ দিলেন। দুর্ব্বাসা বহুকাল উপবাসের পর ভোজন করতে চাইলেন। রাম ভোজনের ব্যবস্থা করলে দুর্ব্বাসা চলে গেলেন।

গুরু বশিষ্ঠকে ডেকে রাম লক্ষ্মণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠ

বললেন—"প্রতিজ্ঞা লঙঘন করলে ধর্ম্মলোপ হবে। তুমি লক্ষ্মণকে ত্যাগ কর।" রাম বললেন—

"বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মাভুদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ।

ত্যাগোবধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভয়ং সমম্॥—উত্তর ১০৬।১৩

"লক্ষ্মণ! তোমাকে বিসর্জ্জন দিলাম। ধর্ম্মের বিপর্য্যয় না হয়। প্রিয়জন কর্ত্তৃক ত্যাগ বা মৃত্যু সাধুজনের পক্ষে দুইই সমান।"

শিষ্য—লক্ষ্মণ রাম কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হয়ে কী করলেন?

গুরু—রাম কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত, রামগত-প্রাণ লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন পূর্ব্বক যোগসমাহিত হ'য়ে দেহ ত্যাগ করলেন।

শিষ্য—লক্ষ্মণের দেহত্যাগে রাম কী করলেন?

গুরু—লক্ষ্মণের শোকে রাম জীবন ধারণ করতে চাইলেন না। ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে দেহ ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। পৌর প্রজাবর্গ রামের বিচ্ছেদ অসহ্য জ্ঞান ক'রে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন—রাম যেখানে যাবেন, তাদেরও যেন সেখানে সঙ্গে নিয়ে যান।

রাম শত্রুঘ্নকে আনতে মধুপুরে দূত পাঠালেন। **কুশকে দক্ষিণ কোশলের** এবং **লবকে উত্তর কোশলের** সিংহাসনে অভিষেক করলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পার্শ্বস্থ **কুশাবতী** নগরীতে **কুশ** ও **শ্রাবস্তীপুরে লবের** অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হ'ল। রামের দেহত্যাগের সঙ্কল্প জেনে শত্রুঘ্নও তৎসঙ্গে দেহত্যাগ করবেন স্থির করে স্বীয় দুই পুত্র **সুবাহু** ও **শত্রুঘাতীকে** যথাক্রমে **মথুরা** ও **বৈদিশপুরীর** রাজপদে অভিষিক্ত ক'রে অযোধ্যায় এলেন।

রাম বিভীষণকে চিরজীবী হয়ে লঙ্কায় সুদীর্ঘকাল রাজত্বের আদেশ দিলেন, হনুমানকে চিরজীবী হ'য়ে রাম নাম প্রচারের এবং জাম্ববান, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কলিযুগ পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করতে আদেশ দিলেন।

অতঃপর রাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, স্ত্রীগণ, সুগ্রীবাদি বানর ও ভল্লুকগণকে সঙ্গে নিয়ে সরযূ নদীতে আত্মনিমজ্জন পূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করলেন। বানর ও ভল্লুকগণ যে যে দেবতার অংশে জন্মেছিলেন সেই সেই দেবতায় প্রবেশ করলেন। সুগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিষ্য—লঙ্কার উৎপত্তির ইতিহাস কি?

গুরু— প্রজাপতি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করলেন; তারপর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন; প্রাণিগণকে বললেন—তোমরা জলকে রক্ষা কর। একদল বললে রক্ষামঃ, তারা **রাক্ষস**; আর একদল বললে **যক্ষামঃ**, পূজা করব; তারা হল **যক্ষ**।

রাক্ষসবংশে দুই ভাই ছিল **হেতি** ও **প্রহেতি**। প্রহেতি তপস্যার জন্য তপোবনে গেল। হেতি বিবাহ করল। তার ছেলে হল **বিদ্যুৎকেশ**। বিদ্যুৎকেশের ছেলে **সুকেশ**। সুকেশের তিন পুত্র—**মাল্যবান, সুমালী ও মালী**। তারা সুমেরু পর্ব্বতে তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার বরে অজেয় ও চিরজীবী হ'ল। তারপর তারা স্বর্গে, মর্ত্তে অত্যাচার আরম্ভ করল। তাদের অনুরোধে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ত্রিকুট পর্ব্বতের উপর লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেন।

শিষ্য—অত্যাচারী রাক্ষসগণের কী পরিণাম হয়েছিল?

গুরু—মাল্যবানের পুত্র **প্রহস্ত**, সুমালীর পুত্র **অকম্পন**, মালীর পুত্র **ধূম্রাক্ষ** প্রভৃতি। এই সব রাক্ষসদের অত্যাচারে দেবতা ও ঋষিগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। তিনি **নারায়ণের** শরণ নিতে উপদেশ দিলেন। নারায়ণ আশ্বাস দিলেন, তিনি রাক্ষসদের বিনাশ করবেন। সুমালী ও মালী সসৈন্য নারায়ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হ'ল; মাল্যবান্ রাক্ষসগণ সহ লঙ্কা ত্যাগ ক'রে পাতালে পলায়ন করল।

শিষ্য—পরিত্যক্ত লঙ্কাপুরীতে কে বাস করত?

গুরু—সত্যযুগে **পুলস্ত্য** নামে ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যাকে বিবাহ করেন। **বিশ্রবা** নামে তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বেদপাঠ শ্রবণের সময় জন্ম গ্রহণ করে, এজন্য নাম রাখা হয় বিশ্রবা। মহামুনি **ভরদ্বাজের** কন্যা **দেববর্ণিনীকে** বিশ্রবা বিবাহ করেন। পুত্র হ'ল **বৈশ্রবণ**। অলৌকিক তপস্যার বলে বৈশ্রবণ চতুর্থ লোকপালপদ লাভ করে **কুবের** নামে ধনাধ্যক্ষ হলেন এবং ব্রহ্মার নিকট হ'তে পুষ্পক বিমান পেলেন। ব্রহ্মার নির্দ্দেশে তিনি পরিত্যক্ত লঙ্কাপুরীতে নিবাস করতে লাগলেন।

শিষ্য—রাবণের জন্মের ইতিহাস কি? সে অজেয় হল কীরূপে?

গুরু—রাক্ষসাধিপতি মাল্যবানের আদেশে তার কন্যা **নিকষা** বা **কৈকসী**

বিশ্রবা মুনিকে পতিরূপে বরণ করে। কৈকসীর গর্ভে তিনপুত্র **রাবণ, কুম্ভকর্ণ** ও **বিভীষণ** জন্মগ্রহণ করে। সম্বন্ধে তারা কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

তিন ভাই কঠোর তপস্যা করতে লাগল। তপে তুষ্ট ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ অমরত্ব চাইল। বিভীষণ চাইল ধর্ম্মে ও ভগবানে অচলা মতি। ব্রহ্মা রাবণকে বললেন—অমরত্ব ভিন্ন অন্য বর চাও। তখন রাবণ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের যত সব জীব আছে, তাদের নাম করে বলল—এদের হাতে আমার মৃত্যু হবে না—এই বর চাই। ব্রহ্মা তথাস্তু বললেন। নর ও বানরের নাম রাবণ করে নি; ভেবেছিল নর বানর তো আমাদের খাদ্য বস্তু। কুম্ভকর্ণ বর চাইলে দেবতারা দেবী সরস্বতীকে তাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে অনুরোধ করলেন। কারণ কুম্ভকর্ণ একে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী, বর পেলে আর কিছু রাখবে না। কুম্ভকর্ণ দুর্ম্মতিবশে বর চাইল—ছয়মাস নিদ্রা ও একদিন জাগরণ। সেই একদিন অজেয় হবে। সর্ত রইল—অকালে নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে তার মৃত্যু হবে। বিভীষণকে ব্রহ্মা অমরত্ব বর দিলেন।

শিষ্য—রাবণ লঙ্কাপুরীকে কখন কীভাবে অধিকার করল?

গুরু—মাল্যবান্ যখন সংবাদ পেল যে দৌহিত্রেরা বর পেয়ে অজেয় হয়েছে, তখন সে রাবণাদিকে আদেশ দিল—কুবেরকে পরাজিত ক'রে লঙ্কা অধিকার কর। রাবণ যুদ্ধে কুবেরকে পরাজিত ক'রে লঙ্কা ও পুষ্পক বিমান অধিকার করল।

শিষ্য—রাবণ নাম হয়েছিল কেন?

গুরু—রাবণের দশ মাথা ও কুড়ি হাত ছিল, এজন্য তার নাম ছিল প্রথমে দশানন। কুবেরকে পরাজিত করে পুষ্পক বিমানে চড়ে রাবণ হিমালয়ে গেল; অকস্মাৎ পুষ্পক অচল হ'য়ে গেল। শিবের কিঙ্কর নন্দী বললে দশানন ফিরে যাও, এখানে এস না, এ শিবের স্থান। এখানে আসা নিষিদ্ধ। রাবণ নন্দীর কুৎসিৎ বানরমুখ দেখে বিদ্রূপ করল, তখন নন্দী শাপ দিল, আমার তুল্য বানরের হস্তে তোর বংশ ধ্বংস হবে। রাবণ অবজ্ঞা করে বলল—শিব কে? এখানে তার কীসের অধিকার? দশানন ভুজবলে কৈলাসকে ধারণ ক'রে উঠাতে চেষ্টা করল। শিব পদাঙ্গুষ্ঠে চাপ দিলেন। রাবণের হাত চাপা পড়ে গেল। রাবণ ভীষণ শব্দে আর্তনাদ করে শিবের স্তব করতে লাগল। নীলকণ্ঠ তুষ্ট হ'য়ে রাবণকে মুক্তি দিলেন। ভীষণ রব করে আর্তনাদ করেছিল, এজন্য সেই থেকে দশাননের নাম হ'ল রাবণ।

শিষ্য—কী কী অত্যাচারের ফলে কার শাপে রাবণের মৃত্যু সংঘটিত হয়?

গুরু—(১) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজের একটি কন্যা ছিল,—নাম বেদবতী। পিতার ইচ্ছা ছিল—বিষ্ণুর সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই কুশধ্বজ শুম্ভদৈত্যের হস্তে নিহত হলেন, তাঁর সাধ্বী পত্নীও পতির সহমৃতা হন। তখন বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে গেলেন। দুর্ম্মতি রাবণ তাকে নির্জ্জনে একাকিনী দেখে হরণ করার উদ্দেশ্যে কেশধারণ করে। বেদবতী দ্রুত কেশপাশ ছেদন করে রাবণের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হ'য়ে আত্মহত্যা করলেন। রাবণকে বললেন—"তোর ধ্বংসের জন্য আমি পুনরায় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব।" অগস্ত্য ঋষি রামকে বলেছিলেন—সেই বেদবতীই সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(২) কুবেরের পুত্র নলকুবরের স্ত্রী রম্ভার উপর রাবণ সবলে অত্যাচার করে; তাতে নলকুবর অভিশাপ দিয়েছিল যে যদি রাবণ পুনরায় কোনো নারীকে সবলে লাঞ্ছনা করে, তবে সে মৃত্যুমুখে পড়বে।

(৩) সূর্য্য বংশের রাজা অনরণ্যের সহিত রাবণের যুদ্ধ হয়। অনরণ্য নিহত হন। মৃত্যুকালে তিনি রাবণকে শাপ দেন আমার বংশের কোনো বীরের হস্তে তোর মৃত্যু হবে।

(৪) শিবের কিঙ্কর নন্দী রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিল যে আমার ন্যায় মুখবিশিষ্ট বানরগণ হবে তোর বংশনিহন্তা।

শিষ্য—রাবণ দিগ্বিজয়কালে কি কারো কাছে পরাজিত হয়নি? কার কার নিকট পরাজিত হয়?

গুরু— রাবণ বহুস্থানে যেমন বিজয়ী হয়েছিল, আবার অনেকের নিকট পরাজিতও হয়েছিল। পাতালে বলির, নর্ম্মদা নদীর তীরে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের, সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার, কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর এবং শ্বেতদ্বীপে স্ত্রীলোকদের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল।

শিষ্য—রাবণ অসংখ্য নারীকে হরণ ও লাঞ্ছিত করেছিল, কিন্তু সীতাকে হরণ করে স্বীয় পুরীতে প্রায় বৎসর কাল রেখেও তাঁর প্রতি কোনো অত্যাচার করে নি কেন?

গুরু—ব্রহ্মা, বেদবতী ও নলকুবরের অভিশাপ স্মরণ করে রাবণ অত্যাচারে বিরত ছিল। রাবণের অবচেতন মনে ধারণা জন্মেছিল যে বেদবতীই সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেছে—তার মৃত্যুর কারণরূপা হ'য়ে।

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শিষ্য—শ্রীরামচন্দ্র কি ঐতিহাসিক ব্যক্তি? রামায়ণ কি মহর্ষি বাল্মীকির স্বকপোল কল্পনা, না, এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে।

গুরু— রামচন্দ্র ও রামায়ণ সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন আসে কেন?

শিষ্য—আজকাল শিক্ষিত লোকে বলতে শুরু করেছে যে রামচন্দ্র বাল্মীকি কল্পিত আদর্শ চরিত্র মাত্র; রামচন্দ্র নামে যথার্থ কোনো রাজা ছিলেন না। জনসমাজে আদর্শের প্রচার ও শিক্ষাদানের জন্য মহর্ষি স্বীয় অত্যুচ্চ প্রতিভা ও কল্পনাশক্তির প্রভাবে রামায়ণ রচনা করেছেন।

গুরু—এ তো তাদের নিজস্ব মত নয়; পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যা বলেন লেখেন, এরা তারই প্রতিধ্বনি করে। নিজের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, সমাজ ও কীর্ত্তিকাহিনী সবই এদের নিকট অবিশ্বাস্য, অবহেলিত, অশ্রদ্ধেয়। পক্ষান্তরে বিদেশের, বিজাতির, বিধর্ম্মীর যা কিছু সবই অভ্রান্ত, শ্রদ্ধেয়, অনুকরণীয়। এই পথেই তো এসেছে হিন্দুর জাতীয় মহামৃত্যু।

শিষ্য—রামচন্দ্র ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতার কী কী প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে?

গুরু—কাব্যে কল্পনা থাকে, রূপক থাকে, অলঙ্কার থাকে, আর থাকে বীর, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, অদ্ভুত, শান্ত ইত্যাদি নববিধ রস। রামায়ণেও তা অবশ্য আছে। তা না থাকলে যদি নির্ভেজাল ঐতিহাসিক শুষ্ক বিবরণ থাকত, তা হলে তা অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হ'য়ে যেত, যেমন ভারতের অতীত গৌরবময় ইতিহাসের অধিকাংশই লুপ্ত হ'য়ে গেছে। কাব্যে ও পুরাণসমূহে যেটুকু সংগৃহীত আছে, সেইটুকুই প্রাচীন ইতিহাস বেঁচে আছে।

জগতের যে কোন দেশে বা সমাজে, যে কোনো মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি আছেই। নিছক কল্পনাকে অবলম্বন করে হয়তো খণ্ড কাব্য রচিত হ'তে পারে, কিন্তু মহাকাব্য হয় না। কাব্য বৃহৎ হলেই তাকে মহাকাব্য বলা যায় না। মহাকাব্যের মধ্যে জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সভ্যতার

অন্তর ও বাহিরের সর্ব্ববিধ উপাদান থাকবে। সুতরাং, বাস্তব চরিত্র ও ঘটনার ভিত্তিতে তা রচিত হবে। মিলটনের "প্যারাডাইস্‌লষ্ট" বা "প্যারাডাইস্‌ রিগেন"-কে এপিক বা কাব্য বলা যেতে পারে; মহাকাব্য বলা যায় না। মিলটনের এই কাব্য দুটিও তাঁর সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পনা নয়, খৃষ্টধর্ম্মের পুরাণ "ওল্ড টেষ্টামেণ্ট" এর কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত।

হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিই যথার্থ মহাকাব্য। কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিগণও যেসব কাব্য রচনা করেছেন, তার অধিকাংশগুলির মধ্যেও অল্প বিস্তর ঐতিহাসিক চরিত্র ও উপাদান রয়েছে।

সুতরাং, কবি কল্পনাকে অবলম্বন করে রামচরিত্র গড়ে ওঠে নি। বরং বিপরীত; রামচন্দ্রের চরিত্র ও মহত্ব অবলম্বন করেই মহাকবির প্রতিভা ও কল্পনা বিকশিত হয়েছে।

তার পরে বল দেখি—কোন্‌ দেশের কোন্‌ সমাজের কোন্‌ কাব্যের এমন কোন্‌ কল্পিত নায়ক আছে,

(১) যিনি শতসহস্র বর্ষ ধরে ভগবানের অবতার রূপে আরাধিত হয়ে আসছেন?

(২) যাঁর নামের শক্তিকে শুধু রত্নাকর নয়, শত শত যুগ ধরে সহস্র সহস্র মহাপাপীও পুণ্যবান্‌ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে?

(৩) যাঁর নাম জপ ও লীলা ধ্যান করে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, সাধক, তপস্বী মহাপুরুষ জীবনে পরম ও চরম মুক্তি লাভ পূর্ব্বক জগৎকে আলোকিত করে গেছেন?

(৪) যাঁর আদর্শ চরিত্র ও মহত্ব স্মরণ, মনন, আলোচনা ও অনুসরণ করে একটা বিরাট জাতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে শতসহস্রাব্দ যাবৎ টিকে আছে?

(৫) যাঁর নামে, যাঁর আরাধনার জন্য শত শত তীর্থ স্থানের উদ্ভব ও সহস্র মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে?

(৬) যাঁর চরিত্রমহিমা ও লীলাকাহিনী পুরাণে, ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচরণে, চিন্তায়, ভাবনায়, কল্পনায়, স্মরণে, বচনে, আলোচনায় সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক বিরাট জাতীয় চেতনাকে শত শত যুগ ধরে আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করে রেখেছে?

শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, জগতের ইতিহাসে এরূপ দুইটি মাত্র বিরাট চরিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—যাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়েও সর্ব্বমানবের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও কল্পনার বিগ্রহ।

উপরোক্ত রূপে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও বিচার কর; তবেই পাবে প্রশ্নের সমাধান। তবেই হবে—সর্ব্বসংশয়ের নিরসন।

শিষ্য—রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার না বলে আদর্শ মানব রূপে লোক সমক্ষে ধরলে কি ভাল হত না?

গুরু—কেন?

শিষ্য—রামচন্দ্র ভগবান্; সুতরাং তিনি যা করেছেন, যে মহত্ব দেখিয়েছেন, তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব; মানুষ তাঁকে কীরূপে অনুসরণ করবে? তাঁকে যদি ভগবান না বলে আদর্শ মানব বলা হ'ত, তবে লোকে স্বভাবতঃ ভাবত, তিনিও মানুষ ছিলেন, আমরাও মানুষ, তিনি যা করে গেছেন, যে উচ্চ মহত্ত্ব দেখিয়ে গেছেন, চেষ্টা করলে প্রত্যেক মানুষই তা করতে পারে। "A man can do what man has done." একজন মানুষ যা করেছে, প্রত্যেক মানুষই তা করতে পারে।

গুরু—জগতে আদর্শ মানুষ তো হাজারে হাজারে ছিলেন, এখনো আছেন; রামচন্দ্রকে আদর্শ মানব বলে প্রচার করলে আর কী-ই বা হ'ত? তার পরে, রামচন্দ্র নারায়ণের অবতার বটে। কিন্তু, তিনি জগতে এসে আদর্শ মানবের লীলাই তো দেখিয়ে গেছেন; মানবজীবনের সুখদুঃখ, বিপাদাপদ, শোক-মোহ, সমস্যা-সংশয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি সবই স্বীকার করে মানব চরিত্রের আদর্শ—জীবনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন ভূমিকায় মানবের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করে গেছেন। এই জন্যই তো রামায়ণের চরিত্রগুলি সর্ব্বগুণের নরনারীর জীবনের সহিত এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে; এমন ভাবে অন্তরের মর্ম্ম-নিকেতনে প্রাণরসের মধুচক্র হ'য়ে রয়েছে যে রামায়ণের চরিত্রগুলির দর্পণে জগতের নরনারীর স্বীয় জীবনের যাবতীয় ভাব ও অনুভূতির প্রতিরূপ দেখতে পায়। অনন্তর ঐশ্বর্য্যময় ভগবানকে মাধুর্য্যময় পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, বন্ধু, প্রভু, পতিরূপে জাগতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে সর্ব্বরস ও ভাব দিয়ে সেবা-আরতির রহস্য হিন্দু ছাড়া কেউ জানে না। তাই তারা রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বললেই চমকে ওঠে।

রামচন্দ্র ভগবান; ভগবান বলেই তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম, প্রাণারাম। তিনি যে ভগবান, শুধু আদর্শ মানব নন; তাইতো স্থূল দেহ ত্যাগ করলেও, তিনি আমাদের থেকে বিদায় নেন না; তিনি যে চিন্ময় দেহে, ভাবদেহে নিত্য বর্ত্তমান। প্রাণের আবেগ উদগ্র হ'লে স্থূল ভাবেও তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। তিনি স্থূল দেহে যখন ছিলেন, তখনও যেমন অদ্যাপি তেমনি আর্তের বন্ধু, অনাথের শরণ, পতিতের সখা, আশ্রিতের প্রভু, দুষ্টের দময়িতা, ভক্তের পরিত্রাতা রূপে কৃপা করছেন। যদি তিনি আদর্শ মানবই শুধু হতেন তবে তো দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হ'ত। গ্রন্থ-পত্রে ছাড়া তাঁর কোন পরিচয় হ'ত না। তিনি ভগবান্, নিত্য বর্ত্তমান, তাইতো আমাদের বুকে ভরসার বল, শোকে সান্ত্বনা, পাপতাপে জর্জ্জরিত আমাদের মুক্তির আশা, বিপদে পরিত্রাণের আশ্বাস। নইলে জগতে কয়জন এমন উচ্চ সংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁরা আদর্শ বিচার করে নিজ জীবনে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেন? হিন্দুজাতি রামচন্দ্রকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্বতোভাবে হাসি-অশ্রুর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে তন্ময়, তদাকারাকারিত হ'য়ে ছিল বলেই জগতের গুরুস্থানীয়-রূপে গড়ে উঠতে পেরেছিল।

মহামোহবিভ্রান্তির বিঘোরে হিন্দু আজ বিকৃতবুদ্ধি। তাই রামায়ণের চরিত্রগুলিকে সংশয়ের ধ্রুমজালে বিলীন করে দিতে চেষ্টিত। কিন্তু রামায়ণী কথার অমরত্বখ্যাপক বাক্যটি স্মরণ কর—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥"

শিষ্য—আজকাল এক মতবাদ বেরিয়েছে যে রাবণ আর্য্য জাতীয় ছিল না বলেই আর্য্য কবি তাকে হীনভাবে চিত্রিত করেছেন। যথার্থই কি তাই?

গুরু—কুট রাজনীতি ও স্বার্থপরতা আজকাল সমগ্র মানব সমাজকে বিষিয়ে দিয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী বিলুপ্ত হয়েছে। রামায়ণের চরিত্র ও ঘটনাগুলি নিরপেক্ষ বিচারদৃষ্টি দিয়ে আলোচনা কর, সংশয় বিদূরিত হবে। রামায়ণের যুগে আর্য্য, অনার্য্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি নানাবিধ গোষ্ঠীসংস্কৃতির গবেষণা ও উদ্ভব ঘটে নি। এসব বর্ত্তমান দুরভিসন্ধি মূলক কুট রাজনীতির বিষময় ফল। তখনকার যুগে

ছিল দ্বিবিধ সংস্কৃতি—(১) আর্য্য সংস্কৃতি বা দৈবী সংস্কৃতি, আর (২) অনার্য্য সংস্কৃতি বা আসুরী সংস্কৃতি।

যে কোনো দেশের, যে কোনো সমাজের মানুষ হোক না কেন—জাতি হিসাবে অথবা দেশ হিসাবে তাকে আর্য্য বা অনার্য্য বলা হ'ত না। প্রকৃতি, চরিত্র, আচরণ, রুচি, চিন্তাধারা, জীবন যাপন পদ্ধতি ইত্যাদির বিচার পূর্ব্বক আর্য্য অথবা অনার্য্য নির্দ্ধারিত হ'ত। তাইতো দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র পক্ষিরাজ জটায়ুকে 'আর্য্য' বলে সম্বোধন করে পিতৃতুল্য সম্মানে তাকে অগ্নি সৎকার করেছেন। বানররাজ বালীকে বধ করছেন; কিন্তু তারই ভ্রাতা ও সমগ্র বানরজাতিকে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলে আলিঙ্গন করে সম্মান করেছেন; হনুমান ও অঙ্গদকে তো নিজের কোলে বসিয়ে অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছেন। রাক্ষসসম্রাট রাবণকে সবংশে বধ করলেন; কিন্তু বিভীষণ ও অন্যান্য সৎস্বভাব রাক্ষসগণকে মিত্রত্বে গ্রহণ করলেন। স্বীয় রাজ্যাভিষেক উৎসবে বানর ও রাক্ষসগণকে নিয়ে অযোধ্যাবাসিগণের সহিত সম্মান মর্য্যাদা দিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে বানর ও রাক্ষসগণের উপর ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে আহার্য্য পরিবেশনের ভার অর্পণ করলেন।

রামায়ণকার মহাকবি মহর্ষি বাল্মীকি স্বীয় কাব্যের মধ্য দিয়ে কী যে মহাজাগরণ, মহাসমন্বয় ও মহামিলনের সৃষ্টি করে গেলেন, কী যে মহাভাবের প্লাবনে সমাজের সমস্ত কৃত্রিম গণ্ডীর ব্যবধান বিদূরিত হয়ে এক মহামানবতার সাধনা জগতে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, —একথা এ যুগের মানুষ ভাবতেও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়।

সমাপ্ত